Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 13-06-2026 05:52 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৯ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ১৩ জুন ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫১৫ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মমতার বিরুদ্ধে এফআইআর

নয়া জামানা ঃ সাঁড়াশি চাপে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এবার তাঁর বিরুদ্ধে উঠল ধর্মীয় উসকানির অভিযোগ। আর সেই অভিযোগে হেয়ার স্ট্রিট থানায় মামলা রুজু হয়েছে। সম্প্রতি রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশ থেকেও বাংলাদেশের ওসমান হাদি হত্যা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় শিলিগুড়ি-সহ একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তারই মাঝে ফের বিপাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

পদ খোয়ালেন মালা

নয়া জামানা ঃ সাংসদের পাশাপাশি ঘাসফুল শিবিরের বহুদিনের বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে দলীয় পদে ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ডামাডোলের মাঝে বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখাতেই সেই পদ খোয়ালেন তৃণমূলের দীর্ঘদিনের নেত্রী মালা রায়। শুক্রবার মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রীর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে নতুন মুখ আনল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তৃণমূলের তরফে রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য চিঠি পাঠিয়েছেন কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদকে।

সরলো আফস্পা

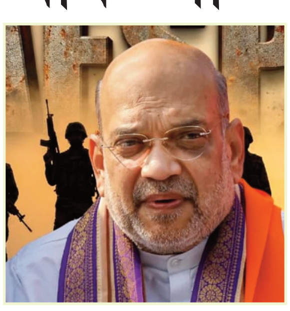

নয়া জামানা ঃ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে ধীরে ধরে আফস্পা প্রত্যাহার করা হবে আগেই জানিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বেশিরভাগ জায়গা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও এখনও কিছু অংশে কার্যকর রয়েছে এই আইন। এই অবস্থায় কবে উত্তর-পূর্ব থেকে পুরোপুরি স্ফস্পা প্রত্যাহার করা হচ্ছে তা জানিয়ে দিলেন অমিত শাহ। তিনি জানালেন, আগামী বছরের মধ্যেই উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে পুরোপুরি তুলে নেওয়া হবে আফস্পা।

শ্রীভূমিতে প্রসাদ দুর্নীতি

নয়া জামানা এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব থেকে উদ্ধার প্রচুর ত্রাণ সামগ্রী। পাওয়া গিয়েছে গঙ্গাসাগরের প্রসাদও। মানুষকে ত্রাণ না দিয়ে, সেখানে প্রসাদ জমা করে রাখা হয়েছিল বলেই অভিযোগ বিজেপির।

অনুদান পাবে শুধু যাদের দরকার

পুজো-ভাতায় বদল আনল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা ঃ দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান বন্ধ হচ্ছে না, তবে এবার থেকে তা মিলবে শুধুমাত্র যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন তাদেরই। শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে পুজো অনুদান নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি জানান, যে ক্লাবগুলো ওই অনুদানের উপর নির্ভর করেই পুজো আয়োজন করে, তারাই সরকারি সাহায্য পাবে। যাদের আর্থিক সংগতি রয়েছে, তাদের অনুদান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এর অর্থ, কয়েক

কোটি টাকা বাজেটের বড় ক্লাবগুলো এবার থেকে আর সরকারি অনুদান পাবে না।২০১৮ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুজো আয়োজনে ক্লাবগুলোকে সহায়তার উদ্দেশ্যে

এই অনুদান প্রকল্প চালু করেন। প্রথম বছর প্রতিটি ক্লাব পেয়েছিল ১০ হাজার টাকা। বিরোধীদের সমালোচনা সত্ত্বেও প্রতি বছর সেই অনুদানের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ২০২৫ সালে রাজ্যের প্রায় ৪৪ হাজার ক্লাব প্রতিটি ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে পেয়েছিল। ফলে এই খাতে রাজ্যের মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছিল বিপুল অঙ্কে।ক্ষমতায় আসার

পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্বতন সরকারের ধর্মের ভিত্তিতে দেওয়া বিভিন্ন ভাতা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর দুর্গাপুজোর

অনুদান মিলবে কিনা, তা নিয়ে ক্লাব কর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। শুক্রবারের ঘোষণায় সেই সংশয় অনেকটা কাটলেও নতুন প্রশ্ন উঠেছে ; কোন পদ্ধতিতে বাছাই করা হবে যোগ্য ক্লাবগুলোকে ?সূত্রের খবর, ক্লাবগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হবে। সেই ফর্মে দেওয়া আর্থিক তথ্যের ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার ঠিক করবে কারা অনুদান পাবে এবং কারা পাবে না। তবে এই বাছাই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।

ফুটপাথ জনগণের, দখল বরদাস্ত নয় হকার উচ্ছেদে অনড় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা ঃ বেআইনিভাবে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা পরিচালনাকারী হকারদের উচ্ছেদ অভিযান চলবেই ; শুক্রবার বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই বৈঠকে তিনি একই সঙ্গে হকারদের পুনর্বাসনের আশ্বাসও দেন ।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অধিকার সাধারণ মানুষের রয়েছে এবং তা জবরদখল করার অধিকার কারও নেই। তিনি জানান, সরকারি ফাঁকা জমিতে বসবাসকারীদের ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হবে, কিন্তু নিউ মার্কেট, রাজাবাজার, খিদিরপুর বা মেটিয়াবুরুজের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাথ দখল বরদাস্ত করা হবে না ।ইতিমধ্যে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে যাদবপুর ও দমদমে বেআইনি হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনাও ছড়িয়ে

পড়েছে। যাদবপুরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নামা সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য-সহ একাধিক আন্দোলনকারীকে আটক করা হয় এবং পুলিশের লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন আহত হন। বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীও প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে হকারদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন ।রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনকারীদের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে এবং কোনও মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর স্বার্থকে তার উপরে স্থান দেওয়া হবে না ।উচ্ছেদ হওয়া হকারদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাথমিকভাবে সরে গেলে পরবর্তীকালে সরকারি প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রম দপ্তরের বিশেষ প্রকল্পের সুবিধা হকারদের দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। তবে কবে এবং কীভাবে এই পুনর্বাসন কার্যকর হবে, তা নিয়ে এখ নও অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন রুজি হারানো অসংখ্য হকার।

বাংলায় ফিরবে টাটা

প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, সিঙ্গুরেই ফের বিনিয়োগ!

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ফের টাটা গোষ্ঠীর বিনিয়োগ আনার ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাংলায় টাটাকে নিয়ে আসব ।তবে হুগলির সিঙ্গুরেই টাটা বিনিয়োগ করবে কিনা, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দেননি তিনি ।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিঙ্গুরের মাটির প্রকৃতি এখন বদলে গিয়েছে। পুরনো কারখানার রড ও সিমেন্ট মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সেখানে নতুন বিনিয়োগ জটিল হয়ে পড়েছে। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিল্প প্রকল্পের প্রস্তাব তাঁর কাছে এসেছে এবং সেগুলি পর্যালোচনার জন্য শিল্পসচিবের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে ।উল্লেখ্য, বাম আমলে সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আন্দোলন ২০১১ সালে রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। টাটা গোষ্ঠী রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার সময় রতন টাটা মন্তব্য করেছিলেন, মমতা বন্দুকের ট্রিগার টিপে দিলেন ।পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কৃষকরা তাঁদের জমি ফিরে পান। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজে ব্যবহৃত উপকরণ মাটিতে মিশে যাওয়ায় চাষাবাদও কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বহু কৃষক হতাশার সুরে বলেছেন, কারখ ানাও হল না, চাষও করতে পারছি না ।সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে সিঙ্গুর ও শিল্পনীতির প্রশ্ন বড় ভূমিকা রেখেছে। নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সিঙ্গুর সভাও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু পূর্ববর্তী সরকারের শিল্পনীতির সমালোচনা করে বলেন, আমি আগের সরকারের মতো মিথ্যা এবং ফটোসেশনে বিশ্বাসী নই।

স্কুল-কলেজেও পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের নির্দেশ নবান্নের

নয়া জামানা ঃ আগামী ২০ জুন সারা রাজ্যে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হবে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। মূল অনুষ্ঠান হবে তারকেশ্বরে, যেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদর এবং সমস্ত সরকারি, সরকারি-পোষিত ও সরকারি-সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচি আয়োজনের নির্দেশ জারি করেছে নবান্ন।১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার ফলে বাংলার বিভাজন ঘটে এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত পৃথক রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়। এই দিনটিকেই পশ্চিমবঙ্গের জন্মলগ্ন বিবেচনা করে ভারত সরকার ও বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালনের পক্ষে ছিল। তবে পূর্বতন তৃণমূল সরকার এই দিনটি মানতে নারাজ ছিল এবং ১ বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন শুরু করেছিল। রাজনৈতিক পালাবদলের পর বর্তমান বিজেপি সরকার মন্ত্রিসভার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি হিসেবে ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা করে।তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বাংলার বিভাজন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গঠন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদান সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের মতে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সংহতি এবং বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ আরও শক্তিশালী হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী কী কর্মসূচি পালিত হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রগঠনের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করতে হবে। স্কুল ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবন্ধ রচনা, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক শিক্ষামূলক পুস্তিকা প্রকাশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা চালুর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।জেলা স্তরে অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য জেলাশাসকের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এই কমিটিতে পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা থাকবেন। জেলা পর্যায়ে মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদেরও অনুষ্ঠানে যুক্ত করা হবে।

বিজিবিএস বিজ্ঞাপন দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে আয়োজিত বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (বিজিবিএস)-এর বিজ্ঞাপন খাতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি জানান, এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে ।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অভিযোগ করেন, বিজিবিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে ৬৩৫ কোটি টাকা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি আরও জানান, এই অভিযোগে মামলা রুজু করা হবে এবং মানি লন্ডারিং তদন্তকারী সংস্থার কাছে বিষয়টি হস্তান্তর করা হবে ।একই সুর শোনা গেল রাজ্যের নবনিযুক্ত শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের কণ্ঠেও। তিনি বলেন, বিজিবিএস-এর মতো শিল্প সম্মেলন আয়োজন করা উচিত, তবে সেখান থেকে ৬৩৫ কোটি টাকা তুলে নেওয়া কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি জানান, বিগত সরকারের আমলে আয়োজিত

সম্মেলনগুলিতে কতগুলি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে কত বিনিয়োগ এসেছে, তার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে সেই রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।শিল্পমন্ত্রী আরও জানান, ভবিষ্যতে রাজ্যে নতুন শিল্প সম্মেলন আয়োজন করা হবে, তবে তা হবে স্বচ্ছ ও ফলপ্রসূ। টাটা গোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, রাজ্যে টাটার বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবেই আসবে এবং জমি অধিগ্রহণ নীতি পুনর্বিবেচনা করে শিল্প ও কৃষি উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা হবে ।এদিন একই মঞ্চ থেকে মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বারো বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য বিজেপি আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও সুশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে সাজানো এই প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর নিজে ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী।

পঞ্চায়েতে কাজের গতি আনতে ঢালাও কর্মী নিয়োগের ঘোষণা দিলীপের

নয়া জামানা ঃ উত্তরবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে উত্তরের পাঁচ জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৈঠকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার জেলাশাসক, পঞ্চায়েত দফতরের আধিকারিক এবং জেলা পরিষদ ও মহকুমা পরিষদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ।বৈঠকে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরে ১১ হাজার নতুন কর্মী নিয়োগ করা হবে। কর্মীস্বল্পতার কারণে পঞ্চায়েত পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

পাশাপাশি তিনি জানান, কেন্দ্রের বকেয়া অর্থ রাজ্যে আসতে শুরু করেছে এবং সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে অর্থ আদায় করে ফিরেছেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রকল্পের কাজ নতুন গতি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে ১২৫ দিনের কাজ শুরু হয়েছে এবং জব কার্ড বিলি হয়েছে।পাহাড়ের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ

বলেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হলেও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে না ওঠায় সমস্যা রয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, বহু পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কাজে আসছেন না।

তাঁদের দায়িত্বে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেসব পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিরা পদত্যাগ করেছেন, সেখ ানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি ।একই দিনে মালদহে প্রশাসনিক

বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ জুন জনকল্যাণ শিবির আয়োজন করা হবে। বিধায়ক ও বিডিওদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুবিধা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় ।আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,

অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে যে একাধিক সুবিধা থাকলে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে না। তিনি স্পষ্ট করেন, যাঁরা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে নথিভুক্ত আছেন, তাঁরাও আয়ুষ্মান ভারতে স্থানান্তরিত হচ্ছেন এবং এই প্রকল্প সারা ভারতে কার্যকর।

ঝালমুড়ির থালায় রাজনীতির ইঙ্গিত?

নয়া জামানা ঃ রাজনীতিতে কখনও একটি ছবি, কখনও একটি শব্দ, আবার কখনও একটি সাধারণ খাবারও হয়ে উঠতে পারে বার্তার বাহক।

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ ্যমন্ত্রীকে ঘিরে ঝালমুড়ির যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তার রেশ শুক্রবার এসে পড়ল নিউটাউনের এক সরকারি অনুষ্ঠানের আপ্যায়ন পর্বেও। বিশ্ব বাংলা সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের হাতে চায়ের সঙ্গে তুলে দেওয়া হয় ঝালমুড়ি।

আপাতদৃষ্টিতে এটি ছিল সাধারণ আপ্যায়ন। কিন্তু সময়টা ছিল এমন, যখ ন মাত্র দু'দিন আগেই জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল একই খাদ্য। দিল্লিতে শাসক জোটের বৈঠকের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্তের একটি ছবি রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। সেখানে ঝালমুড়িই হয়ে উঠেছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। সেই ঘটনার পর কলকাতার অনুষ্ঠানে একই খাদ্যের উপস্থিতি অনেকের কাছেই নিছক কাকতালীয় বলে মনে হয়নি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজনের মতে, বাংলার পরিচিত স্বাদকে সামনে এনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আবেগগত সংযোগ তৈরির চেষ্টা থাকতেই পারে। কারণ রাজনীতিতে প্রতীক ব্যবহারের ইতিহাস দীর্ঘ। অনেক সময় বড় বক্তব্যের চেয়ে ছোট ইঙ্গিতই বেশি দূর পৌঁছে যায়। ঝালমুড়ি সেই অর্থে শুধু রাস্তার ধারের খাবার নয়, বাংলার শহর ও মফস্সলের এক সামাজিক পরিচয়ও বটে। তবে প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফলে এর মধ্যে পরিকল্পিত বার্তা খোঁজা হবে, নাকি একে শুধুই অতিথি আপ্যায়নের অংশ হিসেবে দেখা হবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

কিন্তু রাজনৈতিক মহল যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে, তা স্পষ্ট। এ দিনের কর্মসূচির মূল বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বারো বছরের কাজকর্ম তুলে ধরা। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের খতিয়ানও তুলে ধরা হয় মঞ্চ থেকে। পাশাপাশি একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে সেই সব প্রকল্পের বিবরণ দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়।

তবু অনুষ্ঠান শেষে আলোচনার কেন্দ্রে থেকে যায় অন্য একটি বিষয়। কারণ রাজনীতির ময়দানে কখনও কখনও বক্তৃতার চেয়ে পরিবেশিত খাবারও বেশি কথা বলে।

আর সেই কারণেই নিউটাউনের এই ঝালমুড়ি আপ্যায়ন এখন রাজনৈতিক প্রতীকের অভিধানে নতুন একটি সংযোজন কি না, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

বাংলায় বর্ষার কাউন্টডাউন

দীর্ঘদিন ধরে চলা তীব্র দাবদাহ আর ভ্যাপসা গরমের পর অবশেষে বাঙালির জন্য হাজির এক স্বস্তির খবর।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সাম্প্রতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী,পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে এবং আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই রাজ্যের একাংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করতে পারে। চলতি মাসের শুরুতেই কেরলে বর্ষার সফল আগমন ঘটেছে এবং ইতিমধ্যেই তা দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা যেমন মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর আকাশে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে।এবার বঙ্গোপসাগরের ওপর মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র পূর্ব ভারতেই বর্ষার বৃষ্টি শুরু হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। গত কয়েক দিনের বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির ফলে গরমের তীব্রতা কিছুটা কমলেও, বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি এখনও রাজ্যবাসীকে ভোগাচ্ছে। তবে পুরোদমে বর্ষা ঢুকলে এই আবহাওয়ায় বড়সড় স্বস্তি মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আবহাওয়াবিদদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও ধারা অনুযায়ী, এবারও প্রথম বর্ষার স্পর্শ পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। পাহাড় ও ডুয়ার্স সংলগ্ন জেলাগুলিতে পুরো সপ্তাহ জুড়েই বৃষ্টির এই দাপট বজায় থাকবে। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং দার্জিলিং ও কালিম্পঙেও মুষলধারে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বর্ষা আগে ঢুকলেও দক্ষিণবঙ্গও একেবারে শুকনো থাকবে না বরং প্রাক-বর্ষার জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই মেঘলা আকাশ এবং বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আগামী বুধবার এবং বৃহস্পতিবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে ঘণ্টায় প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, যা সাময়িকভাবে গরম অনেকটাই কমিয়ে দেবে। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, যার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকতে পারে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির মরশুম জারি থাকবে যা তীব্র গরমের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেবে। সমুদ্রের ওপর বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত অনুকূল থাকায় আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা তারপরেই চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকা বাংলা পেতে চলেছে তার বহুকাঙ্ক্ষিত বর্ষার ছোঁয়া।

জীবনী

প্রথমে বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ,রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও লেখিকা প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭১ সালের ১০ জুন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।তিনি মূলত দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি,সমাজ, সাহিত্য এবং দর্শনের দীর্ঘকালীন ইতিহাসের ওপর গভীর ও মৌলিক গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি অর্জন করেছেন।প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন এক ধারার গবেষক,যিনি প্রচলিত ঐতিহাসিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেন।তাঁর কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনীতি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা কীভাবে সমাজকে প্রভাবিত করেছে তা খতিয়ে দেখা।কলকাতার এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে তাঁর বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়।প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার ঐতিহাসিক প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।পরবর্তীতে তিনি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। উচ্চশিক্ষার এই পর্যায়টি তাঁর ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনা এবং গবেষণার পরিধি গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং গবেষণার মূল বিষয় হিসেবে বেছে নেন উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি তৎকালীন ভারতের প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের সান্নিধ্যে আসেন যা তাঁর কাজের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করে।শিক্ষাজীবন শেষ করে প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপনা ও গবেষণাকেই তাঁর পেশা হিসেবে বেছে নেন। বর্তমানে তিনি দিল্লির অত্যন্ত সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজ'-এর অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।গবেষক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো ইতিহাসকে কেবল সাল-তারিখের বেড়াজালে আটকে না রেখে তাকে মানুষের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করা।২০১০ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পলিটিক্স অফ টাইম প্রিমিটিভস অ্যান্ড হিস্ট্রি-রাইটিং ইন আ কলোনিয়াল সোসাইটি' দক্ষিণ এশিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।এই বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনকালে 'সময়' এবং 'আদিমতা'-র ধারণা ব্যবহার করে ভারতীয় সমাজকে শাসন ও ভাগ করা হয়েছিল।২০২০ সালে প্রকাশিত তাঁর অপর একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হলো 'এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অফ দ্য পলিটিক্যাল হিস্ট্রিজ ফ্রম দ্য গ্লোবাল সাউথ'। এই বইটিতে তিনি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক তত্ত্বের বাইরে গিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের নিজস্ব প্রেক্ষাপটে রাজনীতি,সক্রিয়তা, শ্রম এবং মতাদর্শের ধারণাগুলোকে

ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিকে বুঝতে হলে এখানকার থিয়েটার, সাহিত্য,ধর্ম এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসকে বুঝতে হবে।তাঁর এই কাজ বিশ্বজুড়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক চর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি বিশ্বের বহু নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন।একজন বাঙালি হিসেবে প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে বাংলার নবজাগরণ, সাহিত্য এবং বিশ শতকের বামপন্থী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের ইতিহাস। তিনি ইতিহাসকে কেবল অতীতের বিবরণ হিসেবে দেখেন না বরং বর্তমানের সংকট ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বোঝার হাতিয়ার হিসেবে মনে করেন।তাঁর চিন্তাভাবনা বর্তমান প্রজন্মের তরুণ গবেষকদের ঐতিহ্যগত ও ঔপনিবেশিক মানসিকতার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসকে নতুন চোখে দেখতে অনুপ্রাণিত করে। একজন সফল শিক্ষাবিদ, প্রখর সমাজ সচেতন চিন্তাবিদ এবং আধুনিক মননের লেখিকা হিসেবে প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জগতে একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও শ্রদ্ধেয় নাম।

পরিবর্তনের এক মাস, কোন পথে বাংলা

তন্ময় সিংহ

২০২৬ এর ঐতিহাসিক বিধানসভা নির্বাচনে ৪ ই মে ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসে ১৫ বছরের শাসনকালের পতন হয় এবং বিজেপির নতুন ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ৯ ই মে অবিভক্ত মেদিনীপুরের অন্যতম বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চরিত্র শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কেন্দ্রে র শাসক দল বিজেপির নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয় । তারপর একমাস অতিক্রান্ত, সরকার কোন দিকে এগোচ্ছে তা বোঝার জন্য এই একমাস যথেষ্টই কম সময়, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আগামী বা ভবিষ্যতের দিশা দেখানোর জন্য এই একমাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থে রাজ্য এবং কেন্দ্রে এই একই সরকার প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। বিভিন্ন সময় জোট সরকার থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে ঘিরে বাংলার মানুষের প্রত্যাশা অসীম। এই এক মাসের মধ্যে নতুন সরকার যেমন কিছু পুরোনো সামাজিক প্রকল্প বজায় রেখেছে সেরকম ই নতুন প্রকল্প চালু করেছে আবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানও করিয়েছে। অন্যদিকে হকার উচ্ছেদ, বুলডোজার সংস্কৃতি এবং মন্ত্রিসভার দফতর বন্টন না হওয়ার মতো ঘটনাও সামনের এসেছে। এই এক মাসে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে এবং শাসক শিবিরের সাথে বিরোধীদল তৃণমূল কংগ্রেসের মূল অংশ রাজ্যে বিরোধী হিসেবে এবং কেন্দ্রে সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই যে দুটি সিদ্ধান্ত সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা কে এবং কাজ করার মানসিকতাকে তুলে ধরেছে তার অন্যতম টি হল দ্রুত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন সরকারের আমলে আটকে ছিল সেগুলিকে খুলে দেওয়া এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সমস্ত রকম ভাবে সাহায্য করা। যার সুফল আমরা দেখলাম পাঁচ দিনে চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্প প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হল যেটি প্রায় দু বছর ধরে লাল ফিতে ফাঁসে আটকে ছিল। সরকারের আরেকটি অন্যতম দ্রুত সিদ্ধান্ত ছিল সীমান্তে বেড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিএসএফকে জমি স্থানান্তরকরণ। আমরা সকলেই জানি আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের চিকেনস নেক একটু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে নিতে চলেছে সেইখানে দেশের প্রতিরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সরকারের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োচিত। বাংলাদেশ সীমান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের ঢল ফিরে যাওয়ার জন্য। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বিশেষ হোল্ডিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে কেন্দ্রের সাথে রাজ্য সরকারের সমন্বয়ের ফলে আমরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আটকে থাকা তহবিল দ্রুত রাজ্যে আসছে যা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সমৃদ্ধি ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।

নতুন সরকার সামাজিক ক্ষেত্রে পূর্বতন সরকারের চলতে থাকা যে সমস্ত প্রকল্প যেমন স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী ইত্যাদি এখনো পর্যন্ত চলছে। যদিও ক্ষ্মআয়ুষ্মান ভারতক্ষ্ম প্রকল্পের জন্য মৌ সাক্ষর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে প্রকল্পের মাধ্যমে সারা ভারতে চিকিৎসা করা যাবে, এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গে আর কিছুদিনের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। আবার প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি সেন্টার আরো বেশি সারা পশ্চিমবঙ্গের স্থাপনের উদ্দেশ্যে ও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। নতুন সরকারের আমলে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পগুলি অতি দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে চালু হবে সে সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে এই প্রথম মাসের শাসনকাল থেকেই। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য শুরু হতে চলেছে ১০০ দিনের কাজ ১২৫ দিনের জব গ্যারান্টি নিয়ে। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগে এই কাজ পশ্চিমবঙ্গের বুকে বন্ধ ছিল পাঁচ বছরেরও বেশি সময়। সরকারি বাসে মহিলাদের টিকিট ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। জিরো টিকিটে মহিলারা পশ্চিমবঙ্গের যে কোন প্রান্তে সরকারি বাসে যেতে পারছেন এবং সরকারের তরফে এই বাস সংস্থাগুলিকে ওই একই মূল্যের তহবিল প্রত্যেক মাসে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে পরিবহন নিগমের আর্থিক ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য।

নতুন সরকারের আমলে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নাম নিয়ে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রাথমিকভাবে একটি দীর্ঘ ফর্ম ফিল আপ করা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও, পরবর্তীকালে ফর্মটি সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১০ু মহিলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মাসিক সাহায্য ৩০০০ টাকা ইতিমধ্যে পেয়েছেন। লক্ষীর ভান্ডারে এই মহিলারা মাসিক ১৫০০ টাকার সাহায্য পেতেন। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত ধরনের ধর্মীয় ভাতা। পুরোহিত ভাতা থেকে শুরু করে মোয়াজ্জিম ভাতা সমস্তই বন্ধ। আবার বার্ধক্য ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে দুহাজার টাকা। মা ক্যান্টিনের নাম বদলে মা আহার হয়েছে।

সপ্তাহে দুদিন বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের নির্বাচনী ন্যারেটিভ জবাব দিতে মাছ ভাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে মা আহারে। রেল ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক বিনিয়োগ এবং পুরনো সমস্ত বন্ধ হয়ে থাকা প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ যে আসতে চলেছে তা নজর পড়েছে প্রথম মাসেই। শিলিগুড়ি থেকে দিল্লী বুলেট ট্রেন একটি অন্যতম ঘোষণা। এছাড়াও কেন্দ্রের অন্যান্য সমস্ত দপ্তর গুলির সাথে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীদের সমন্বয়ের সুফল দেখা যাচ্ছে প্রাথমিকভাবে।

যদিও প্রথম মাসে সবচেয়ে বেশি নজর ছিল সরকারি চাকরি এবং শিল্পের জন্য নতুন সরকারের কি পদক্ষেপ নিচ্ছে তার দিকে। তাজপুরের পরিবর্তে দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্র বন্দরের কথা ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে আদানিপুত্র। আবার আমূল পশ্চিমবঙ্গে দুটি বড় ফ্যাক্টরির কথা ঘোষণা করেছে। প্রথম মাসে আমূলের এই দই তৈরীর কারখানাটি র ঘোষণা সবচেয়ে বড় সাফল্য। পশ্চিমবঙ্গের বুকে ভারী শিল্প না তৈরি হলে এই ব্যাপক জনসংখ্যা কে কর্মমুখী করা সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি চাকরিতে দুর্নীতি রোধে নেয়া হয়েছে একগুচ্ছ ব্যবস্থা। কোথায় কত শূন্য পদ আছে ঘোষণা করা হয়েছে চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের শিথিলতা দিয়ে নতুন নিয়ম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা হলে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কিছু সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে নতুন সরকার। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের বিপুল প্রত্যাশা ছিল নতুন সরকারের প্রতি তাদের প্রত্যাশায় সাড়া দিয়ে ৪৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২২ তারিখে বাজেট পেশের সময় দিয়ে ঘোষণা করার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের সাথে আলোচনায়। আবার নতুন পে-কমিশন যার প্রতিশ্রুতি ছিল ৪৫ দিনের মধ্যে তা আগামী জানুয়ারি থেকে বাস্তবায়িত করার কথা প্রাথমিকভাবে বলেছেন নতুন সরকার এবং রাজ্যের বিপুল আর্থিক বোঝা ও ক্ষতির জন্য সরকারি কর্মচারীদের কে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সবে মিলিয়ে নতুন সরকারের প্রথম মাস প্রশাসনিক দিক থেকে নেওয়ার সিদ্ধান্তগুলি পশ্চিমবঙ্গের জন্য কতটা হিতকর তা আগামী দিন বলবে, যদিও শুরু হিসাবে সদর্থক সে সম্পর্কে সংশয়হীন সব পক্ষ।প্রশাসনিক দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরে নেতা ও কর্মী যারা দুর্নীতিতে সরাসরি সংযুক্ত তাদেরকে আইন মাফিক গ্রেপ্তারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন সরকার। প্রায় তিন শতাধিক তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরে নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, লক্ষীর ভান্ডার নেওয়া পুরুষ দের ও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিবিআই কে তদন্তের ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে ছাড়। পাথর ও বালি খাদান এর কাঠ মানি বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে প্রশাসন । জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে প্রশাসনিকভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকার কথা ঘোষণা করেছে নতুন সরকার। আবার রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পরবর্তী এক মাস সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল হিসেবে বিধানসভায় একটি আসন পেলেও দ্রুত উঠে আসছে সিপিএম আবার অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়ক এবং সাংসদরা দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে দূরত্ব তৈরি করে নতুন বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম থেকে তৃণমূলে আসার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আবার দিল্লিতে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে বিজেপির সহযোগী শরীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বলিষ্ঠ অংশ। সবে মিলিয়ে ক্ষমতা থেকে দূরে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বুকে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে হকার উচ্ছেদ এবং বিভিন্ন বুলডোজার অ্যাকশন গুলিকে সামনে রেখে দ্রুত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সিপিএম এই বিরোধী পরিশোধ ভরাট করার চেষ্টা করছে। আগামী দিনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থন যদি সিপিএম পেতে সক্ষম হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বুকে আপাতত বিজেপি বিরোধী শক্তি হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠা পাওয়া সময়েরই অপেক্ষা।

নতুন সরকারের আমলে এখনো পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ এবং বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাতে অনেক সাধারণ মানুষ বিপদের মধ্যেও পড়েছেন। যদি অবৈধ দখলদারি থেকে মুক্তি একটি আইনত প্রক্রিয়া তবুও বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকারদের নির্বাচনের ব্যক্তির আগামী দিনের নতুন সরকার দেখবে এটা আশা। নতুন সরকারের তরফ থেকে ধৈর্য ও সহনশীলতা কাম্য এই ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গুলি নেওয়ার আগে। শাসক দলের তরফ থেকে বারবার বলার পরে নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গে অনেক সীমিত হয়েছে, এবং নতুন সরকার বিরোধী দলের বিধায়কদের সরকারি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েও এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে যদিও দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতির মত যদি আমরা নির্বাচনী পরবর্তী সন্ত্রাসের সময়ের জিরো টলারেন্স নীতি আগামী দিনে নিতে পারি তাহলে তা পশ্চিমবঙ্গের জন্যই বিশেষ ফলপ্রসূ হবে। যদিও বিরোধী দলের নেতার ওপর আক্রমণ ও কয়েকটি জায়গায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং ডিম ছুড়ে মারার মতন ঘটনাগুলিকে আরো সহনশীলতার সাথে বাস্তবায়নের দিকে নজর দেবে নতুন সরকার এটা কাম্য। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু পুরুষ ও মহিলা পদাধিকারীর সাথে সাধারণ মানুষের দ্বারা আইন হাতে তুলে নেওয়ার এই যে কিছু ঘটনা সামনে আসছে তা ভয় আউট ভরষা ইন স্লোগানকে কতটা বাস্তবায়িত করবে সে দিকে নজর থাকবে। অন্যদিকে নতুন সরকারের বুলডোজার অ্যাকশন এবং আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত অপরাধীদের কোমরে দড়ি পরে ঘোরানো মানবাধিকার এর পরিপন্থী ঘটনা হাইকোর্ট থেকে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে।

সবে মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যে সরকার এক মাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সরকারের প্রতিষ্ঠার দিন যে চারজন মন্ত্রিস শপথ নিয়েছিল তারা বাদে বাকিদের শপথ নিতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নিয়েছে শাসক শিবির এবং এখনো পর্যন্ত তাদের দপ্তর ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি, যা নতুন সরকারের প্রয়োজনীয় কর্মচঞ্চলতার পরিপন্থী। সবে মিলিয়ে এই প্রথম মাসে সরকারের তরফ থেকে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকভাবে যে সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া গেছে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির ক্ষেত্রে আগামী দিনে যথেষ্ট সহায়ক হবে এই আশা করা যায়। দ্রুত গতিতে নিজের কাজের অগ্রাধিকার পরিষ্কার করে নতুন সরকার যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তার ফলস্বরূপ যদি আগামী দিনে প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে জীবনযাপনের সুবিধা যদি থাকে তা নতুন সরকারের সাফল্যের মাপকাঠির জন্য যথেষ্টই ইতিবাচক হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা ও সচেতনতার প্রশ্ন

বাপন দেব লাডু

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কিছু আবিষ্কার যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগুনের ব্যবহার, চাকার আবিষ্কার কিংবা বিদ্যুতের প্রসারের মতোই তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশও মানুষের জীবনযাত্রাকে আমূল বদলে দিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীকে অনেকেই তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলে অভিহিত করেন। কারণ বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, প্রশাসন, যোগাযোগ এবং বিনোদন, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু এই বিপুল সুবিধার পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও সামনে এসেছে, আমরা কি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে যথেষ্ট সচেতন? মাত্র কয়েক দশক আগেও দূরে থাকা কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চিঠির ওপর নির্ভর করতে হতো। একটি খবর জানতে অপেক্ষা করতে হতো পরদিনের সংবাদপত্রের জন্য। আজ স্মার্টফোনের পর্দায় স্পর্শ করলেই মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ভিডিও কল, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মানুষের দূরত্বকে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। ভৌগোলিক সীমানা আর যোগাযোগের ক্ষেত্রে আগের মতো বড় বাধা নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল লাইব্রেরি, শিক্ষামূলক ভিডিও এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক অ্যাপ শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করেছে। শহর কিংবা গ্রামের একজন শিক্ষার্থী এখন ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসামগ্রী ব্যবহার করতে পারে। জ্ঞানের ভাণ্ডার আজ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি উন্মুক্ত। স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও প্রযুক্তির ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে দূরবর্তী এলাকার রোগীরাও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা অ্যাপ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণে সহায়তা করছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানও অনেক জীবন রক্ষা করছে।

অর্থনীতি ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। অনলাইন বাণিজ্য, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং তথ্যভিত্তিক ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বৃহত্তর বাজারে নিজেদের পণ্য ও পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারছেন।তবে প্রযুক্তির এই অসাধারণ অগ্রগতির পাশাপাশি কিছু উদ্বেগও রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ভুয়া তথ্য ও বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তুর দ্রুত বিস্তার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো তথ্য মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু সেই তথ্য কতটা সত্য, তা যাচাই করার প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। ফলে গুজব, ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তি সমাজে অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

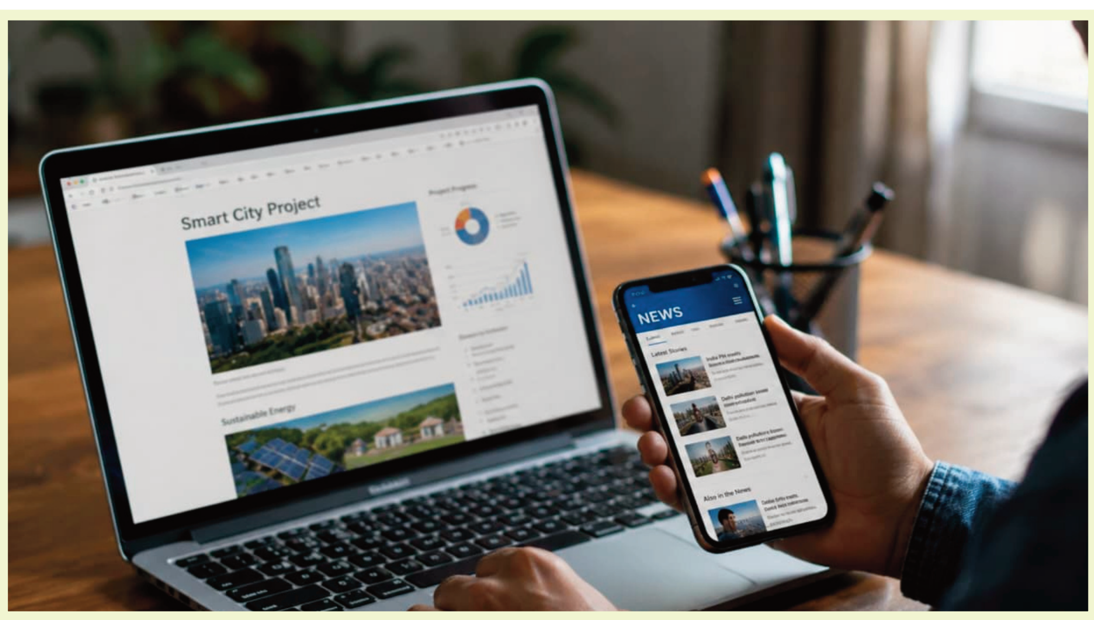

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা। ডিজিটাল যুগে মানুষের অনেক ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। অসতর্কতার কারণে সেই তথ্য অপব্যবহারের ঝুঁকিও তৈরি হয়। প্রতারণা, সাইবার অপরাধ এবং পরিচয় চুরির মতো ঘটনা বিশ্বজুড়েই উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তাই প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়াও জরুরি। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের সামাজিক ও মানসিক জীবনেও প্রভাব ফেলছে। অনেকেই দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় করছেন। এর ফলে পারিবারিক যোগাযোগ কমে যাওয়া, মনোযোগের ঘাটতি এবং মানসিক চাপ বৃদ্ধির মতো সমস্যার কথাও বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করছেন। প্রযুক্তি মানুষের সহায়ক হওয়ার কথা, কিন্তু তা যেন মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। এই বাস্তবতায় ডিজিটাল সচেতনতা একটি অপরিহার্য দক্ষতা হয়ে উঠেছে। শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার জানাই যথেষ্ট নয়; বরং প্রযুক্তিকে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করার মানসিকতাও গড়ে তুলতে হবে। কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে তার সত্যতা যাচাই করা, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা, অনলাইন আচরণে শালীনতা বজায় রাখা এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব।বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজকে যৌথভাবে এই সচেতনতা গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। নতুন প্রজন্মকে শুধু প্রযুক্তিনির্ভর নয়, প্রযুক্তিসচেতন নাগরিক হিসেবেও গড়ে তুলতে হবে। কারণ প্রযুক্তির প্রকৃত শক্তি তখনই কাজে লাগবে, যখন তার ব্যবহার হবে জ্ঞান, যুক্তি এবং মানবিক মূল্যবোধের আলোকে।

তথ্যপ্রযুক্তি নিঃসন্দেহে আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন। এটি মানুষের জীবনকে সহজ, দ্রুত এবং সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। কিন্তু প্রযুক্তির সুবিধা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে সচেতনতার প্রয়োজন। তাই সময়ের দাবি হলো

প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা, তবে বিচক্ষণতার সঙ্গে। কারণ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে মানুষের ব্যবহারবোধ ও দায়িত্বশীলতার ওপর। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সচেতনতাই হতে পারে অগ্রগতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহযাত্রী।

Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 13-06-2026 05:52 Page 3

৫ থেকে ২০ জুন ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি ঃ এই সপ্তাহ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ এবং লাভজনক। সপ্তাহের শুরু থেকেই আপনার কাজে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখা যাবে। কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের পরিবেশে অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে, ব্যবসায়ীরা তাঁদের কাজ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারবেন।

বৃষ রাশি ঃ এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ। এই সপ্তাহে আপনার সুখ, সম্পদ এবং খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বিশেষ কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হতে পারেন। চাকরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা পূরণ হবে। পদে পদোন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে, অন্য দিকে, ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন।

মিথুন রাশি ঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাঁরা আর্থিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। চাকরিজীবীদের তাঁদের কাজ অন্য কারও হাতে ছেড়ে দেওয়া বা কর্মক্ষেত্রে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত; অন্যথায়, তাঁরা তাঁদের বসের ক্রোধের শিকার হতে পারেন।

কর্কট রাশি ঃ শ্রী গণেশ বলছেন, কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র প্রমাণিত হবে। যদি আপনি বেকার থাকেন এবং চাকরি পেতে চান, তাহলে আপনাকে চাকরি পেতে আরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। অন্য দিকে, যাঁরা ইতিমধ্যেই চাকরিতে নিযুক্ত আছেন তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ রাশি ঃ এই সপ্তাহ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু সমস্যা এবং উদ্বেগ বয়ে আনতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে কর্মজীবীদের হঠাৎ করে কাজের অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হতে পারে। এই সময়ে ছোট ছোট কাজ করতেও অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণে আপনাকে আরও বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে।

কন্যা রাশি ঃ কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে তাঁদের পরিকল্পিত কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। এই সপ্তাহে আপনার সহকর্মী এবং পরিবার আপনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে এবং আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। সপ্তাহের শুরুতে কোনও শুভ বা ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকবে।

তুলা রাশি ঃ এই সপ্তাহ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ হতে চলেছে। সপ্তাহের শুরুতেই আপনার কিছু বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। এই সময়ে আপনি আপনার কেরিয়ার এবং ব্যবসা সম্পর্কিত সুসংবাদ পাবেন। চাকরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে স্থানান্তর বা পদোন্নতির ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পদোন্নতির ফলে কেবল কর্মক্ষেত্রেই নয়, সমাজেও আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক রাশি ঃ বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা যদি অলসতা এবং অহঙ্কার এড়িয়ে এই সপ্তাহে তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে মনোনিবেশ করেন, তাহলে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে পারেন। এই সপ্তাহে সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

ধনু রাশিঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে আত্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে, কেন না, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এই সপ্তাহে আপনার পরিকল্পিত কাজগুলি কিছুটা বিলম্বে সম্পন্ন হবে এবং আপনি সেগুলিতে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন।

মকর রাশিঃ এই সপ্তাহটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ এবং লাভজনক। সপ্তাহের শুরুতে পরিবারের কোনও প্রিয় সদস্যের সাফল্য আপনার সম্মান এবং সুখ বৃদ্ধি করবে। বাড়িতে ধর্মীয় এবং শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

কুম্ভ রাশি ঃ এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের কোনও কাজে শর্টকাট নেওয়া এবং নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাঁদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে।

মীন রাশি ঃ এই সপ্তাহটি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ। এই সপ্তাহে আপনি কোনও নির্দিষ্ট কাজে সাফল্যের জন্য ছলনা, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি সমস্ত কিছু ব্যবহার করবেন। বিশেষ বিষয় হল আপনার প্রচেষ্টা সফল প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র এবং জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন।

আলু নাকি শসা কোনটি কালো দাগ কমাবে ? জানুন বিস্তারিত

নয়া জামানা ঃ বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার, তার সঙ্গে রাত জেগে থাকার অভ্যাস;সব মিলিয়ে চোখের ক্লান্তি, ফোলাভাব এবং চোখের নীচে কালো দাগ বা ডার্ক সার্কেলের সমস্যা এখন অত্যন্ত সাধারণ। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই ঘরোয়া উপায়ের ওপর ভরসা করেন। আর সেই তালিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি নাম;আলু ও শসা। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই দুটির মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর?

চোখের ক্লান্তি কমাতে শসার জুড়ি মেলা ভার

শসায় জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এটি চোখে তাৎক্ষণিক শীতলতা এনে দেয়। দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখে যে ক্লান্তি, ভারীভাব বা জ্বালাপোড়া তৈরি হয়, তা কমাতে শসা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এর শীতল প্রভাব চোখের নীচের ফোলাভাব কমাতেও সহায়তা করে। ফলে দ্রুত সতেজতা পেতে অনেকের প্রথম পছন্দ শসাই।

ডার্ক সার্কেল কমাতে আলুর জনপ্রিয়তা

অন্যদিকে, আলুতে থাকা কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে বলে মনে করা হয়। সেই কারণে চোখের নীচের কালো দাগ বা ডার্ক সার্কেল কমাতে আলুর ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরেই জনপ্রিয়। নিয়মিত ব্যবহারে চোখের নীচের অংশ কিছুটা উজ্জ্বল দেখাতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন।

ফোলাভাব কমাতে দুটিই উপকারী

চোখের নীচে হালকা ফোলাভাব বা স্ফীতি থাকলে আলু ও শসা;দুটিই কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। কারণ উভয়ের মধ্যেই রয়েছে ত্বককে প্রশমিত করার প্রাকৃতিক গুণ। তবে তাৎক্ষণিক ঠান্ডা অনুভূতি ও আরাম দেওয়ার ক্ষেত্রে শসা তুলনামূলকভাবে বেশি জনপ্রিয়।

কোন সমস্যায় কোনটি ব্যবহার করবেন?

চোখের ক্লান্তি, জ্বালাপোড়া বা ফোলাভাব কমাতে ; শসা বেশি উপযোগী

চোখের নীচের কালো দাগ বা ডার্ক সার্কেলের জন্য ; আলু তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর বলে মনে করা হয়

অর্থাৎ, আপনার সমস্যার ধরন অনুযায়ী উপাদান নির্বাচন করাই সবচেয়ে ভালো।

একসঙ্গে ব্যবহার করা যায়?

বিশেষজ্ঞদের মতে, আলু ও শসা ভিন্ন সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। শসা চোখকে আরাম ও প্রশান্তি দেয়, আর আলু ডার্ক সার্কেল কমানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী দুটিকেই পরিচর্যার অংশ করা সম্ভব।

শুধু ঘরোয়া টোটকায় নয়, নজর দিন অভ্যাসেও

চোখের সুস্থতা বজায় রাখতে শুধুমাত্র ঘরোয়া প্রতিকারের ওপর নির্ভর করলেই হবে না। পর্যাপ্ত ঘুম, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরতি নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুস্থ অভ্যাসই দীর্ঘমেয়াদে চোখের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে।

গরমে স্বস্তি দেবে আঙুরের শরবত, স্বাদের সঙ্গে মিলবে স্বাস্থ্যগুণও

নয়া জামানা গ্রীষ্মকাল মানেই তীব্র রোদ, অস্বস্তিকর গরম আর ঘামের যন্ত্রণা। এই সময়ে শরীরকে ঠান্ডা ও সতেজ রাখতে অনেকেই বিভিন্ন ঠান্ডা পানীয় বা প্যাকেটজাত জুসের দিকে ঝোঁকেন। তবে সেগুলি সবসময় স্বাস্থ্যকর নয়। তাই ঘরোয়া উপায়ে তৈরি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয় হতে পারে ভালো বিকল্প। তেমনই একটি সহজ ও উপকারী পানীয় হল আঙুরের শরবত।

মিষ্টি-টক স্বাদের এই শরবত শুধু তৃষ্ণা মেটায় না, শরীরকে আর্দ্র রাখার পাশাপাশি দ্রুত শক্তি জোগাতেও সাহায্য করতে পারে। আঙুরে প্রচুর পরিমাণে জল, ভিটামিন 'সি' এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় গরমের দিনে এটি হতে পারে আদর্শ পানীয়।

আঙুরের শরবত তৈরির উপকরণ

তাজা আঙুর , ১ কাপ (সবুজ বা কালো, পছন্দমতো)

চিনি বা মধু , ২-৩ চা-চামচ (স্বাদ অনুযায়ী)

বিট নুন , আধ চা-চামচ

ভাজা জিরা গুঁড়ো , আধ চা-চামচ

লেবুর রস , ১ চা-চামচ

পুদিনা পাতা , ৭-৮টি

ঠান্ডা জল ও বরফের টুকরো , প্রয়োজনমতো

সহজ পদ্ধতিতে তৈরি করুন

প্রথমে আঙুর ভালোভাবে ধুয়ে নিন। এরপর ব্লেন্ডারে আঙুর, চিনি বা মধু, বিট নুন, ভাজা জিরা গুঁড়ো, পুদিনা পাতা এবং অল্প ঠান্ডা জল দিয়ে মিশ্রণটি ব্লেন্ড করুন।

তারপর একটি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে তাতে লেবুর রস ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠান্ডা জল মেশান। পরিবেশনের সময় গ্লাসে বরফ দিয়ে শরবত ঢেলে উপরে কয়েকটি পুদিনা পাতা বা লেবুর টুকরো দিয়ে সাজিয়ে নিতে পারেন।

আঙুরের কিছু উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যগুণ

হার্টের যত্নে সহায়ক

আঙুরে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হৃদ্ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে আঙুর খাওয়া হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করতে পারে।

নজরে INSTA

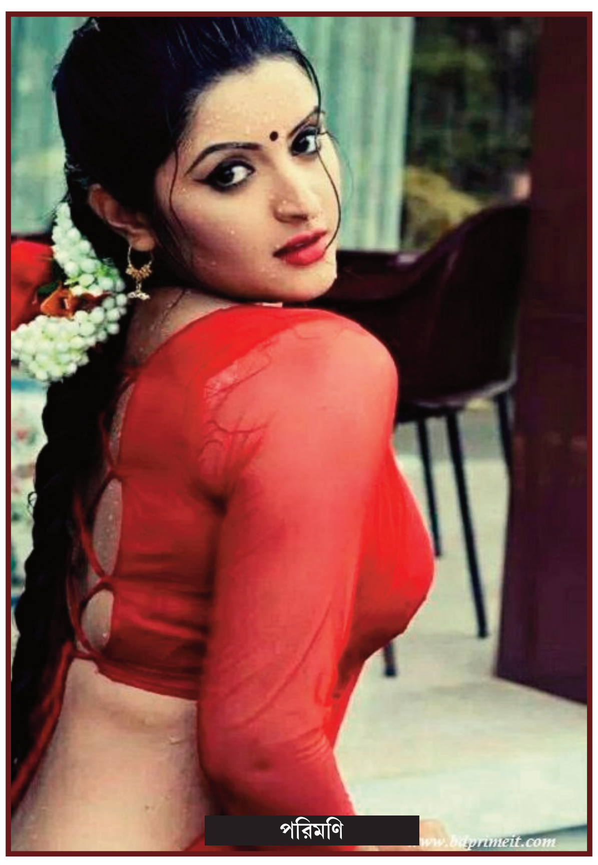
পরিমণি

ঈশান্যা

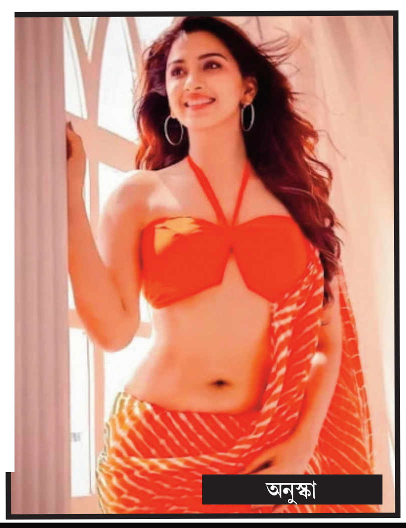
অনুস্কা

পুজা

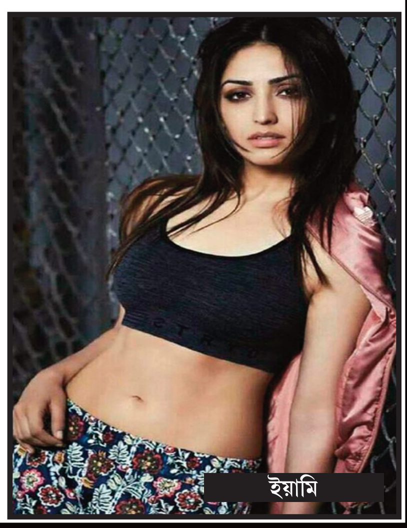
ইয়ামি

সবসময় পেট ফোলা বা বেরিয়ে থাকা ? শুধু ওজন নয়, থাকতে পারে আরও নানা কারণ

নয়া জামানা ঃ বর্তমান সময়ে অনেকেই অভিযোগ করেন, শরীরের অন্যান্য অংশ স্বাভাবিক থাকলেও পেট যেন সবসময় ফুলে থাকে বা অস্বাভাবিকভাবে বাইরে বেরিয়ে থাকে। অনেকের ধারণা, এর একমাত্র কারণ অতিরিক্ত খাওয়া বা ওজন বৃদ্ধি। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, পেট ফোলার পিছনে একাধিক কারণ কাজ করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক খাদ্যাভ্যাস এই সমস্যার অন্যতম কারণ। ভাত, রুটি, ময়দাজাত খাবার, বিস্কুট, প্যাকেটজাত খাবার, সফট ড্রিঙ্কস এবং অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার নিয়মিত খেলে শরীরে দ্রুত গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে এবং ইনসুলিনের উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে এমন খাদ্যাভ্যাস থাকলে পেটের চারপাশে অতিরিক্ত চর্বি জমার প্রবণতা বাড়ে।

তবে শুধু চর্বি নয়, হজমের সমস্যাও পেট ফোলার বড় কারণ হতে পারে। অনেক সময় খাবার ঠিকভাবে হজম না হলে অন্ত্রে গ্যাস তৈরি হয়, যার ফলে পেট ভারী বা স্ফীত মনে হয়। অনেকের ক্ষেত্রে সকালে পেট স্বাভাবিক থাকলেও দিনের শেষে তা বেশি ফোলা দেখায়। এর পিছনে বদহজম, গ্যাস বা অন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যাও দায়ী হতে পারে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানান, আমাদের অন্ত্রে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলি হজম প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বা অনিয়মিত জীবনযাত্রার কারণে এই ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। ফলে পেট ফোলা, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস এবং অস্বস্তির মতো সমস্যা দেখা দেয়।

এছাড়াও মানসিক চাপ বা অতিরিক্ত স্ট্রেসও পেট ফোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ শরীরের হরমোনের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলে এবং হজম প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে, যার ফলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

এই সমস্যা কমাতে বিশেষজ্ঞরা কিছু সহজ অভ্যাস মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন। যেমন; প্রক্রিয়াজাত খাবার কম খাওয়া, বেশি করে শাকসবজি ও ফল খাওয়া, পর্যাপ্ত জল পান করা, নিয়মিত হাঁটা বা শরীরচর্চা করা এবং পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা। পাশাপাশি দই, ছাছ বা অন্যান্য প্রোবায়োটিক খাবার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে।

তবে দীর্ঘদিন ধরে পেট ফোলা থাকলে বা তার সঙ্গে পেটে ব্যথা, বমি, রক্তপাত কিংবা হঠাৎ ওজন কমে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ কখনও কখনও এটি গুরুতর শারীরিক সমস্যারও ইঙ্গিত হতে পারে।

মহিলাদের শরীরের সুস্থ হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কত জেনে নিন

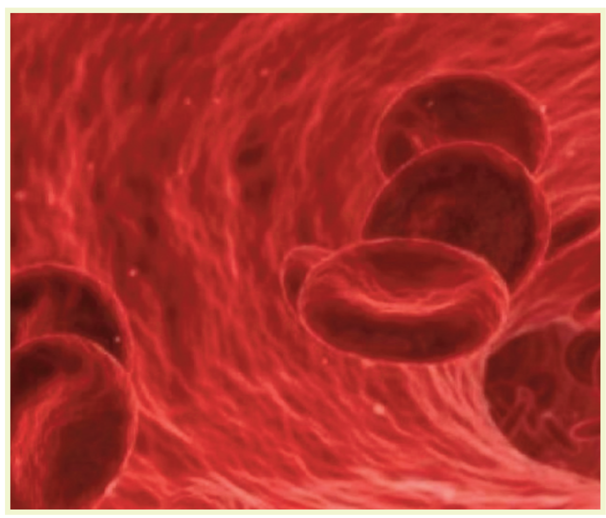

নয়া জামানা ঃ হিমোগ্লোবিন হল আপনার লোহিত রক্ত কণিকার প্রোটিন যা অক্সিজেন বহন করে।মেয়েদের শরীর সুস্থ রাখতে হিমোগ্লোবিন খুব গুরুত্বপূর্ণ।এই প্রোটিন, শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। তাই শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে গেলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ১২ থেকে ১৫.৫ গ্রাম প্রতি ডেসিলিটার ।

১২ এর নিচে হলে তা অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতার লক্ষণ হতে পারে।১০,১১ হলে হালকা অ্যানিমিয়া

৮,১০ হলে মাঝারি অ্যানিমিয়া,৮ এর নিচে হলে তা গুরুতর অ্যানিমিয়া হিসেবে ধরা হয়।মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময় রক্তক্ষরণের কারণে অনেক সময় হিমোগ্লোবিন কমে যেতে পারে।মেয়েদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের গুরুত্ব

১. অক্সিজেন সরবরাহ হিমোগ্লোবিন শরীরের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়।

২. শক্তি বজায় রাখা পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন থাকলে ক্লান্তি কম হয় এবং শরীর সক্রিয় থাকে।

৩. মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে।

৪. গর্ভাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক থাকা মা ও শিশুর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রক্ত ভালো থাকলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভালো থাকে।হিমোগ্লোবিন কমে গেলে খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়া, মাথা ঘোরা,শ্বাসকষ্ট,ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া,চুল পড়া ও নখ দুর্বল হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য লোহা সমৃদ্ধ খাবার পালং শাক, বিট, ডাল, কিশমিশ, খেজুর প্রোটিন ডিম, মাছ, মাংস,ভিটামিন লেবু, কমলা, আমলকি; ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় যোগ করুন।গুড় ও ছাতু রক্ত বাড়াতে অনেক উপকারী। তাই সারসংক্ষেপে বলা যায়, একজন মহিলার সুস্থ শরীরের জন্য ১২, ১৫.৫ হিমোগ্লোবিন থাকা সবচেয়ে আদর্শ। এর কম হলে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের উন্নয়নের ১২ বছর,নিউটাউনে বার্তা শুভেন্দুর

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা, কলকাতানিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছরের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতির নানা দিক এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর জনসেবার ২৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে।গত ১২ বছরে তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল গরিবের কল্যাণ,দেশের উন্নয়ন এবং সবার বিকাশ নিশ্চিত করা।

তিনি বলেন,দেশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গত এক দশকে নজিরবিহীন পরিবর্তন এসেছে। জাতীয় সড়ক, রেলপথ, বিমানবন্দর নির্মাণের পাশাপাশি আইআইটি, আইআইএম, এইমস এবং একাধিক মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা দেশের উন্নয়নের গতি আরও বাড়িয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির কথা। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় ১৪ কোটিরও বেশি শৌচালয় নির্মাণ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে কোটি কোটি পরিবারের নিজস্ব বাড়ি, ৮২ কোটির বেশি মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, জল জীবন মিশনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পানীয় জল এবং কৃষকদের জন্য পিএম কিষাণ সম্মান নিধির মতো প্রকল্পের সাফল্য।নারী ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অধিকারী বলেন,মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।নারী শক্তিকে দেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের সঙ্গেও সৌজন্য বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নযাত্রার ইতিহাস ও সাফল্য নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে স্কুলগুলিতে চলবে মর্নিং ক্লাস

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ গরমের ছুটি শেষ হলেও স্বস্তি নেই আবহাওয়ায়। দিনের বেলায় ক্রমশ বাড়তে থাকা তাপমাত্রা এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের স্কুলগুলির জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল স্কুল শিক্ষা দফতর। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত মর্নিং স্কুল চালু থাকবে।শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তীব্র গরমে স্কুলে যাতায়াত এবং দিনের বেলায় শ্রেণিকক্ষে দীর্ঘ সময় কাটানো ছোটদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসন। তাই সকালবেলার তুলনামূলক শীতল আবহাওয়ায় পাঠদানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলার স্থানীয় আবহাওয়া এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুবিধামতো সময়সূচি নির্ধারণ করতে পারবে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে।

উল্লেখ্য,

চলতি মাসের শুরুতেই প্রথমবারের মতো মর্নিং ক্লাস চালুর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তখনও বিদ্যালয়গুলিকে স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এবার সেই ব্যবস্থার মেয়াদ আরও বাড়িয়ে জুন মাসের শেষ দিন পর্যন্ত করা হল।এর আগে প্রবল গরমের কারণে রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় গরমের ছুটিও বাড়ানো হয়েছিল। শিক্ষা দফতরের মতে, পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য।শিক্ষামহলের একাংশের মত, বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সময়োপযোগী।

কারণ সকালবেলায় ক্লাস হলে একদিকে যেমন পড়াশোনার ক্ষতি কম হবে, অন্যদিকে তাপপ্রবাহের ঝুঁকি থেকেও অনেকটাই সুরক্ষিত থাকবে পড়ুয়ারা।

মমতার বক্তব্যে বিতর্ক, দাঙ্গা উসকানির অভিযোগে এফআইআর

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পুরনো রাজনৈতিক বক্তব্য ঘিরে নতুন করে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।সেই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে দাঙ্গায় উসকানি ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগে একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।সূত্রের খবর,গত ২ জুন কলকাতার রানি রাসমণি রোডে একটি জনসভায় দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। অভিযোগকারীদের দাবি, ওই সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের মধ্যে এমন কিছু ইঙ্গিত ছিল যা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। এর ফলে সমাজে বিভাজন ও অশান্তির পরিবেশ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।প্রথমে শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় এক আইনজীবী অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে একটি এফআইআর রুজু হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। এরপর আরও এক ব্যবসায়ী পৃথকভাবে থানায় অভিযোগ জমা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সভা থেকে দেওয়া বক্তব্য জনমনে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এবং তা আইনত অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মন্তব্য, যেখানে তিনি বলেন, তআমরা আছি বলে আপনারা সবাই ভালো আছেন।

যদি আমরা না থাকি তখন এক সেকেন্ড লাগবে... একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, তখন ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে ১২টা বাজিয়ে দেবে।দ এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তা সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় জোর চর্চা।বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, একজন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতার মুখে এমন ভাষা সমাজে ভুল বার্তা দিতে পারে। অন্যদিকে,

তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগ নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছে।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কোন দিকে এগোয় এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

আমতার নদী-বাঁধ পরিদর্শনে সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও বিধায়ক

সন্দীপ মজুমদার,নয়া জামানা, হাওড়াঃ হাওড়া জেলার 'মিনি সুন্দরবন' নামে পরিচিত ভাটোরা, ঘোড়াবেড়িয়া-চিতনান এবং কাশমলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা রূপনারায়ণ নদ ও মুণ্ডেশ্বরী নদী বেষ্টিত ভূখণ্ডটি আস্ত একটি দ্বীপাঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠে। বহুকাল পূর্বে গড়ে ওঠা এই দীপাঞ্চলটি অনুন্নত এলাকা হিসাবেই রয়ে গিয়েছে। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। তাছাড়াও 'গোদের উপর বিষফোঁড়া' হয়ে রয়েছে বন্যার ভ্রূকুটি। প্রায় প্রতিটি বর্ষার সময় এখানকার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ এলাকাই রূপনারায়ণ নদ ও মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলে প্লাবিত হয়। দ্বীপের প্রায় ৬০ হাজার মানুষ জল-বন্দী হয়ে পড়েন।আসন্ন বর্ষার সময় বন্যা প্রতিরোধ করার আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য শুক্রবার সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে নদী বাঁধ পরিদর্শন করলেন আমতা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক অমিত সামন্ত। তাঁরা এলাকাবাসীর এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যেই নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন। এলাকার বহু কৃষি নির্ভরশীল মানুষ ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত হন। শুধু তাই নয়, বর্ষার সময় নদীর জল বেড়ে সংযোগকারী বাঁশের সেতু ভেঙে ও ভুটভুটি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তর ভাটোরা, দক্ষিণ ভাটোরা ও ঘোড়াবেড়িয়া-চিতনান পার্শ্ববর্তী পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার অগণিত মানুষ হাওড়া জেলার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁরা সংকটে পড়েন।

পালাইনি, সহযোগিতা করেছি সিআইডিকে বার্তা অভিষেকের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর অবশেষে মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় কালীঘাটের বাসভবনে তিনি স্পষ্ট জানান, তদন্ত থেকে তিনি কখনও পালিয়ে যাননি বরং সবসময় তদন্তকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করেছেন।অভিষেকের দাবি, বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে ফিরেই তিনি সিআইডি দপ্তরে হাজিরা দেন। সেখানে টানা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি বলেন,ডাকা হয়েছিল, গিয়েছি।যা যা জানতে চাওয়া হয়েছে তার উত্তর দিয়েছি। ১৪ জুন আবার হাজিরা দেব।

এদিন তাঁর বাড়িতে নোটিস দিতে আসে সিআইডির একটি দল। কিন্তু সেই সময় তিনি দলের বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন বলে জানান। অভিষেকের কথায়, আমি আমার সহকারীকে বলেছিলাম নোটিস গ্রহণ করতে। কিন্তু যদি আমার হাতেই নোটিস দিতে চান তাহলে অপেক্ষা করতেই হবে।আমি তদন্ত এড়ানোর চেষ্টা করছি না।

যদিও শেষ পর্যন্ত সিআইডি আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে পারেননি। পরে অফিসের এক কর্মীর হাতে নোটিস তুলে দেওয়া হয়।ওই নোটিস অনুযায়ী,১৬ জুন তাঁকে ফের সিআইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে।তার আগে ১৪ জুন সই জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলায়ও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে।এদিকে, বিধানসভার সই জাল কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের বিভিন্ন তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক।তাঁর অভিযোগ,তদন্তে কী প্রশ্ন করা হয়েছে তা বাইরে চলে এসেছে।আমি কিছু বলিনি। তাহলে তথ্য বাইরে এল কীভাবে? বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হব,বলেন তিনি।তদন্ত ও রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে অভিষেকের এই মন্তব্য নতুন করে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের পারদ চড়িয়েছে।

কল্যাণের ক্ষোভে নীরব অভিষেক,পাল্টা দিলেন সম্মানের বার্তা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে চলতে থাকা অস্থিরতার আবহে প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে জল্পনার আগুনে ঘি না ঢেলে পরিস্থিতি শান্ত করার বার্তাই দিলেন অভিষেক।বিধায়কদের সই জাল সংক্রান্ত মামলায় এতদিন অভিষেকের হয়ে আদালতে সওয়াল করছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি সেই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর পাশাপাশি প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন। এমনকি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়ে দেওয়ার কথাও বলেন যে, দলে হয় অভিষেক থাকবেন, নয়তো তিনি।এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হলেও শুক্রবার নিজের প্রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে কথা বলেন অভিষেক। কালীঘাটের বাড়িতে সিআইডির নোটিস ও তদন্ত প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে সমালোচনা করার। উনি আমাকে ছোট থেকে বড় করেছেন। আমি তাঁকে আগেও সম্মান করতাম, এখনও করি।অভিষেক আরও স্পষ্ট করেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোনও ক্ষোভ বা অভিমান নেই। বরং প্রবীণ সাংসদের মন্তব্যকে তিনি অভিভাবকের অধিকার হিসেবেই দেখছেন। তাঁর কথায়, তিনি যদি আমার সমালোচনা করেন, সেই অধিকারও তাঁর রয়েছে।এদিকে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। দলের একাংশ নিজেদের 'আসল তৃণমূল' দাবি করে আলাদা অবস্থান নিয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজন সাংসদের বিদ্রোহী অবস্থানও শাসকদলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। এই আবহে কল্যাণ-অভিষেক বিতর্ক তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আরও সামনে এনে দিয়েছিল।তবে শুক্রবারের বক্তব্যে অভিষেক কার্যত স্পষ্ট করে দিলেন,দলের অভ্যন্তরীণ মতভেদকে প্রকাশ্য সংঘাতে পরিণত করতে তিনি আগ্রহী নন। রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেও প্রবীণ সহকর্মীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তিনি বিরোধের বদলে সৌজন্য ও সংযমের বার্তাই তুলে ধরলেন।

আগুনে ছাই ১২ হাজার ইভিএম, ঘনীভূত রহস্য

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কয়েক হাজার ইভিএম ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন। আগুন লাগার কারণ এবং তার অস্বাভাবিক বিস্তার ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।প্রশাসন সূত্রে খবর,ঘটনায় প্রায় ৪ হাজার ব্যালট ইউনিট, ৪ হাজার কন্ট্রোল ইউনিট এবং ৪ হাজার ভিভিপ্যাট সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী সরঞ্জাম সংরক্ষিত ছিল। বিপুল সংখ্যক ইভিএম নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট কমিশনের কাছে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে।শুধু নির্বাচনী সরঞ্জামই নয়, আগুনে নষ্ট হয়েছে বনদফতরের হেফাজতে থাকা বহু মূল্যবান প্রমাণও। উদ্ধার হওয়া বাঘ ও হরিণের চামড়া, কুমিরের দাঁত-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশ আগুনে পুড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকায় সক্রিয় চোরাশিকারিদের তথ্যভাণ্ডারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।ঘটনার তদন্তে নেমে একাধিক অসঙ্গতি সামনে এসেছে। দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী আগুনের বিস্তার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, চার ও পাঁচ তলায় আগুন লাগার পর কীভাবে তা সরাসরি নয় ও দশ তলায় পৌঁছে গেল, অথচ মাঝের ছয়, সাত ও আট তলা তুলনামূলকভাবে অক্ষত রয়ে গেল সেই উত্তর এখনও মেলেনি।তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সিঁড়িপথ ব্যবহার করেই আগুন দ্রুত উপরের তলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা জানতে ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন। কয়েক হাজার ইভিএম ধ্বংস হওয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ফুটপাথ দখল বরদাস্ত নয়, হকারদের পুনর্বাসনের আশ্বাস শুভেন্দুর

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ শহরের ফুটপাথ ও রাস্তা দখল করে কোনও ধরনের ব্যবসা চলতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে যাঁরা উচ্ছেদ অভিযানের ফলে সমস্যার মুখে পড়েছেন তাঁদের জন্য ভবিষ্যতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এক সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ফুটপাথ মূলত সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য। তাই জনসাধারণের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই রাস্তা ও ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বেআইনি দখলের ফলে সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।তাঁর বক্তব্য, জনগণের সুবিধাই প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য সাধারণ মানুষের অসুবিধা মেনে নেওয়া যায় না। তাই যেখানে ফুটপাথ ও রাস্তা দখল করা হয়েছে সেখানে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা চলবে।তবে উচ্ছেদ হওয়া হকারদের বিষয়েও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন শুভেন্দু। তিনি জানান, যাঁরা ব্যবসা হারিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন তাঁদের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তার ব্যবস্থা করতে পারে। ধীরে ধীরে পুনর্বাসনের পথও খোঁজা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।সম্প্রতি হাওড়া, শিয়ালদহ, যাদবপুর, দমদম-সহ একাধিক এলাকায় হকার উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে পুনর্বাসনের দাবি তোলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দুর বক্তব্য নতুন করে

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে।উচ্ছেদ অভিযানের ফলে বহু হকারের জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। তাই পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কত দ্রুত কার্যকর হয় এখন সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট সকলের।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

৫
১৩ জুন ২০২৬
গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

বনাঞ্চল এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার ১৭৪টি চোরাই মোবাইল, আটক ২

নয়া জামানা,মালদা ঃ রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা ও অপরাধ দমনে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল মালদা ডিভিশনের আরপিএফ। 'অপারেশন সতর্ক'-এর আওতায় ১১ই জুন বারহারোয়া আরপিএফ পোস্ট ও সিপিডিএস দলের যৌথ তল্লাশিতে ১৩৪০৩ বনাঞ্চল এক্সপ্রেস থেকে ১৭৪টি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে মালদার কালিয়াচকের দুই বাসিন্দাকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে যথাক্রমে ৮৫ ও ৮৯টি পুরনো ব্যবহৃত মোবাইল উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৭৮ টাকা। আটক ব্যক্তিরা মোবাইলগুলির বৈধ নথি বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারায় সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে ধৃতদের ও উদ্ধার সামগ্রী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারহারোয়া জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় আরও তদন্ত চলছে।

পশুপ্রেমীর তৎপরতায় নতুন জীবন পেল পথকুকুর ছানা

দিলীপকুমার তালুকদার,নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ এক পশুপ্রেমীর উদ্যোগে এক আহত পথ কুকুর ছানা চিকিৎসার সুযোগ পেলো।শুক্রবার বিকালে বুনিয়াদপুর হাটখোলায় এক পথ কুকুর ছানাকে দুইটি পূর্ন বয়স্ক কুকুর কামড়ালে ছানাটি গুরুতর আহত হয়।তার দেহের বিভিন্ন ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়তে থাকে।

এই খবর স্থানীয় পশুপ্রেমী দেবার্পিতা তালুকদারের কাছে পৌঁছালে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আহত কুকুর ছানাটিকে উদ্ধার করেন।তিনি তখনই বংশীহারী ব্লক প্রাণী সম্পদ দপ্তরের আধিকারিক ডাক্তার সুমন সাহাকে ফোনে বিস্তারিত জানিয়ে কুকুর ছানাটির চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য অনুরোধ করলে তিনি তার মেডিক্যাল টিমকে ঘটনাস্থলে পাঠান।হাটখোলায় পৌঁছে মেডিক্যাল টিমের স্বাস্থ্যকর্মী মৃন্ময় সরকার তার সহযোগীদের সহায়তায় আহত কুকুর ছানাটির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেন।প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আহত কুকুর ছানাটিকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন পশুপ্রেমী দেবার্পিতা তালুকদার।বর্তমানে কুকুর ছানাটি তার বাড়িতেই রয়েছে।স্থানীয় জনসাধারন ব্লক প্রাণী সম্পদ দপ্তরের আধিকারিক সহ স্বাস্থ্য কর্মী এবং পশুপ্রেমী দেবার্পিতা তালুকদারের এহেন মানবিক ভূমিকায় ধন্যবাদ জানান।

মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকের আগে বিজেপি কার্যালয়ে শুভেন্দু অধিকারী

স্বরূপ সাহা,নয়া জামানা, মালদা ঃ চার জেলার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিতে মালদায় পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মালদা বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার থেকে নেমে তিনি প্রথমে জেলার বিজেপির সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ ভবনে যান। সেখানে ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি-সহ জেলা বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছে শুভেন্দু অধিকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। পরে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে জেলার সাংগঠনিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।বিজেপি কার্যালয়ে কর্মসূচি শেষ করে তিনি গাড়িযোগে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন, যেখানে প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। তাঁর এই সফরকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দুই ক্ষেত্রেই এই সফর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্চায়েত প্রধানকে বিজেপির ডেপুটেশন

সুবল গোপ,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি এবং বেআইনিভাবে জমি দখলের অভিযোগে শুক্রবার চোপড়া ২ নম্বর মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলমের হাতে একটি স্মারকলিপি দিল বিজেপি।বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট উন্নয়ন; পঞ্চায়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি, গরিব মানুষদের আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বেআইনিভাবে কাটমানি নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তারা। এই সমস্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে দল। বিজেপি নেতৃত্ব বলেন, বহু জায়গায় কাজ না করেই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। যদি ১০ দিনের মধ্যে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে আমরা আগামীতে আরও বড় আন্দোলনে নামব।অন্যদিকে, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইয়ুম আলম জানান, বিজেপির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে দুর্নীতির কিছু অভিযোগ তুলে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। আমি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য ১০ দিনের সময় নিয়েছি। এদিনের এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা শংকর অধিকারী, বরুণ সিংহ সহ দলের একাধিক কর্মী ও সমর্থকরা।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

কুশমণ্ডির রেল উন্নয়নের দাবিতে ইতিবাচক সাড়া, আশায় বুক বাঁধছে এলাকাবাসী

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি বিধানসভা এলাকার রেল যোগাযোগ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়ের পাঠানো আবেদনের প্রেক্ষিতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দপ্তর থেকে প্রেরিত এক সরকারি পত্রে জানানো হয়েছে, বিধায়কের উত্থাপিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।গত ৬ জুন বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় কুশমণ্ডি বিধানসভা এলাকার রেল-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নের প্রস্তাব তুলে ধরে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। সেই আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার করে রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বিষয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।রেলমন্ত্রকের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ উন্নত রেল পরিষেবা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দাবিতে সরব হয়ে আসছেন। ফলে কেন্দ্রের এই ইতিবাচক উদ্যোগ এলাকাবাসীর মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বলেন, কুশমণ্ডি বিধানসভা এলাকার মানুষের ন্যায্য দাবি ও উন্নয়নের স্বার্থে আমি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্তরে বিষয়গুলি তুলে ধরছি। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের এই ইতিবাচক সাড়া নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। আশা করছি, আগামী দিনে এলাকার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।রাজনৈতিক মহলের মতে, রেলমন্ত্রকের এই প্রাথমিক সাড়া ভবিষ্যতে এলাকার যোগাযোগ পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর রয়েছে কুশমণ্ডিবাসীর।

বিজেপি করার অপরাধে হয়নি রাস্তা সংস্কার, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ বিজেপি করার অপরাধে রাস্তা সংস্কার হয়নি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের।এমনকি রাস্তার দাবিতে প্রতিবাদ করায় জেলও খাটতে হয়েছে বলে দাবি তাঁদের।ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর-১ ব্লকের পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিভিটা থেকে মালাবস্তি পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা ঘিরে। অভিযোগ, গত পাঁচ বছর ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। গ্রামবাসীদের দাবি, বিজেপি করো, তাই রাস্তা হবে না, এমন মন্তব্যও শুনতে হয়েছে তাঁদের। শুক্রবার এই ইস্যুতে তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতারা।পাশাপাশি নতুন বিজেপি সরকারের কাছেও রাস্তা মেরামতের আবেদন জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।যদিও এবিষয়ে স্হানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য জাহিদুল রহমান সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে নারাজ।স্থানীয় বিজেপি নেতা ইস্তার আলী জানান, দীর্ঘ পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে।এর আগেও একাধিকবার বলে সমস্যার সুরাহা হয়নি। বর্তমানে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দায়িত্ব প্রাপ্তরা বিজেপির কাছে রাস্তা ঠিক করে দেওয়ার আবেদন জানাতে বলেছেন। অপর বিজেপি সমর্থক গ্রামবাসী জয়নাল আলী জানান ,রাস্তা নিয়ে প্রতিবাদ করে জেল খেটেছি। সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশায় রয়েছে। নতুন সরকারের কাছে আবেদন রাখব আমাদের এই সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করুক অবিলম্বে।

দীর্ঘ এক দশক পর কদমগাছিতে কৃষক সভার কর্মীসভা ঘিরে বিপুল উদ্দীপনা

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর উত্তর দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জ ১ নম্বর অঞ্চলের কদমগাছি এমএসকে স্কুল প্রাঙ্গণে সারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকার বামপন্থী কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর জেলা স্তরের প্রাক্তন নেতা পরিতোষ রায়, ইসলামপুর ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক গৌতম বর্মন, সভাপতি বশির উদ্দিন, এরিয়া কমিটির সদস্য শওকত আলী ও রফিক আলম, রামগঞ্জ ১ নম্বর অঞ্চলের শাখা সংগঠনের সম্পাদক হরিলাল বিশ্বাস-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।সভায় বক্তারা কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। বাম নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষের স্বার্থে আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে এবং গ্রামীণ স্তরে সংগঠনের ভিত্তি মজবুত করতে হবে। বক্তৃতায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক সমালোচনা শোনা যায়। বাম নেতৃত্বের মতে, মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বামপন্থীরাই আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।দীর্ঘ ১০ বছর পর কদমগাছিতে এই ধরনের কর্মীসভা আয়োজিত হওয়ায় এলাকার প্রবীণ ও পুরনো বামপন্থী কর্মীদের মধ্যেও নতুন করে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সভা থেকে আগামী দিনে কৃষক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা, সংগঠন বিস্তার এবং জনসংযোগ বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জমি বিবাদে চোপড়ায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, জখম অন্তত ১০

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীগঞ্জ বাজার এলাকায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত ১০ জন গুরুতর জখম হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, মোহাম্মদ জালাল ও ধনবর আলীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ৬ শতক জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। অভিযোগ, শনিবার সকালে বিতর্কিত জমিতে এক পক্ষ সীমানা নির্ধারণের জন্য বেড়া দিতে গেলে অপর পক্ষ বাধা দেয়। এরপর দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে তা দ্রুত সংঘর্ষের রূপ নেয়।অভিযোগ, সংঘর্ষ চলাকালীন ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর চড়াও হয় দুই পক্ষ। এতে বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত হন। আহত এক যুবকের দাবি, ২০১২ সাল থেকেই ওই জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। অন্যদিকে মোহাম্মদ জালালের পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে জোরপূর্বক জমির দখল ধনবর আলীকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল।জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে দলুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।প্রকাশ্য দিবালোকে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় কালীগঞ্জ বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে কর্ণজোড়ায় জেলা কর্মশালা, উৎসাহ কৃষকদের মধ্যে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে চলমান রাজ্যব্যাপী 'প্রাকৃতিক কৃষি' কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া অডিটোরিয়াম হলে উত্তর দিনাজপুর জেলার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষির উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক কৃষিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে কৃষি, কৃষি বিপণন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, সমবায় এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে চলমান রাজ্যব্যাপী 'প্রাকৃতিক কৃষি' কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া অডিটোরিয়াম হলে উত্তর দিনাজপুর জেলার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষির উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক কৃষিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে কৃষি, কৃষি বিপণন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, সমবায় এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কৃষক, কৃষক গোষ্ঠী এবং প্রাকৃতিক কৃষির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও কর্মশালায় অংশ নেন।জাতীয় সংগীত ও বন্দেমাতরম পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রাকৃতিক কৃষির গুরুত্ব, মাটির উর্বরতা রক্ষা, উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদনের নানা দিক তুলে ধরেন। অডিটোরিয়াম চত্বরে আয়োজিত জৈব সার, কৃষিপণ্য ও মৃত্তিকা পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রদর্শনী স্টল কৃষকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কর্মশালাকে ঘিরে কৃষকদের মধ্যে প্রাকৃতিক কৃষির প্রতি আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন দাবি আদায়ে জাখিরপুর পঞ্চায়েতে বামফ্রন্টের ডেপুটেশন কর্মসূচি

সাজাহান আলি, নয়া জামানা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে শুক্রবার বিকেলে গণ ডেপুটেশন দিল বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ। পাঁচ শতাধিক সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিনের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন প্রধান রুকসানা বিবি। ডেপুটেশন উপলক্ষে পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো।এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন, গণ আন্দোলনের নেতা সুনীল কিস্কু, রঞ্জিত কুমার তালুকদার, মতিউর রহমান,সাইফুল মন্ডল প্রমুখ।বামফ্রন্টের তরফে সর্বসাধারণের জন্য যে সমস্ত দাবি তুলে ধরা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - এমজিএন আর ইজিএ প্রকল্পে যে সমস্ত মানুষের জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে আগামী ৩০ শে জুনের মধ্যে সকল জব কার্ড পুনর্নবীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে,আবাস যোজনার প্রাপক নির্বাচনে ভীষণ দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে খাস পুকুরের সংখ্যা মোট কতগুলি এবং সেগুলি সরকারি নিয়ম মেনে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা তার তালিকা প্রকাশ করতে হবে, দত্তমাটি এলাকায় মানুষের চলাচলের জন্য যে প্রধান রাস্তা তার একটা অংশ ভেঙে পুকুরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।এই ভাঙ্গা অংশসহ গ্রাম পঞ্চায়েতের আর যে সমস্ত রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে সেগুলিকে অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে। ডেপুটেশনের স্মারকলিপি গ্রহণ করে জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুকসানা বিবি দাবিগুলি যথাশীঘ্র বিবেচনা করে কার্যকরী করার আশ্বাস দেন। বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দেন , কুমারগঞ্জ ব্লকের যে সমস্ত পঞ্চায়েতে বিভিন্ন ভাতা থেকে গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন এবং দুর্নীতির কারণে প্রকৃত উন্নয়ন বন্ধ হয়ে রয়েছে সে সমস্ত পঞ্চায়েতে মিছিল করে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হবে এবং বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 13-06-2026 05:52 Page 6

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বৃদ্ধের

নয়া জামানা,ভরতপুর ঃ ভরতপুর থানার এলাকায় সাতসকালেই পথ দুর্ঘটনার বলি হলেন এক বৃদ্ধ দিনমজুর, যার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত বৃদ্ধের নাম আঙ্গুর আনসারী বয়স ৭০ বছর ১১ মাস, তিনি ভরতপুর থানার বাগানপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। প্রতিদিনের মতোই এদিন সকালেও উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। কিন্তু কান্দি-সালার রাজ্য সড়কের দক্ষিণ ভরতপুর প্রাইমারি স্কুলের কাছে আচমকাই একটি দ্রুতগামী চারচাকা গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মেরে চম্পট দেয় বলে স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে দাবি। রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার কাজে হাত লাগান এবং তাঁর পরিবারকে খ বর দেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ভরতপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর কান্দি মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ।তবে শেষরক্ষা হয়নি ।সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি ।পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্বজন ও প্রতিবেশীরা ।ইতিমধ্যেই ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে ভরতপুর থানার পুলিশ।

অবৈধ মদসহ গ্রেফতার কারবারী

নয়া জামানা ,ভরতপুর ঃ অপরাধ দমন ও এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় আবার একবার বড়সড় সাফল্যের নজির গড়ল ভরতপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খ বরের ওপর ভিত্তি করে, গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টা নাগাদ ভরতপুর লোহাদহ সড়কের দরগাহ তলা সংলগ্ন এলাকায় এক সাঁড়াশি অভিযান চালায় ভরতপুর থানার পুলিশ। পুলিশের এই অতর্কিত অভিযানে হাতেনাতে গ্রেফতার হয় বছর ৪৬ এর কিশোর কুমার দাস নামের এক কুখ্যাত অবৈধ মদ কারবারী, যার বাড়ি ভরতপুর থানার'ই গড্ডা গ্রামের উত্তরপাড়ায়।

ধৃতের কাছ থেকে ৩০ বোতল দেশী মদ এবং ৩ কার্টন অবৈধ বিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত কিশোর কুমার দাস স্বীকার করেছে যে, সে বিগত প্রায় দুই বছর ধরে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই অবৈধ কারবার চালিয়ে আসছিল। তবে ভরতপুর থানার পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরদারি ও তৎপরতার কাছে শেষরক্ষা হলো না তার। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবারই তাকে কান্দি মহাকুমা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভরতপুর থানার পুলিশের এমন ক্ষিপ্র ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপের ফলে এলাকায় অবৈধ মাদক কারবারিদের কোমর যেমন ভেঙে গেছে, তেমনই সাধারণ মানুষের বুকে পুলিশের প্রতি আস্থা ও সম্মান আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি, উন্নয়নের একাধিক দাবি তুললেন নিয়ামত শেখ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখ সহ মুর্শিদাবাদের একাধিক তৃণমূল (কোল্ড স্টোরেজ) নির্মাণের দাবি জানান। পাশাপাশি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক সেতু ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণের বিষয়ও উত্থাপন

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখ সহ মুর্শিদাবাদের একাধিক তৃণমূল বিধায়ক ।একাধিক দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কে সরাসরি চিঠি দিলেন নিয়ামত শেখ ।হরিহরপাড়ার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনস্বার্থের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে শেষে অংশ নিলেন হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখ।

বিধায়ক ।একাধিক দাবি তুলে মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কে সরাসরি চিঠি দিলেন নিয়ামত শেখ ।হরিহরপাড়ার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনস্বার্থের দাবি নিয়ে মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে শেষে অংশ নিলেন হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখ। বৈঠকে হরিহরপাড়া এলাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন বিধায়ক। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখি তভাবে স্থানীয় পেঁয়াজ চাষিদের স্বার্থে একটি শীতল সংরক্ষণাগার করেন ।এছাড়াও বিহারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দাবি সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনেন বিধায়ক নিয়ামত শেখ ।মুর্শিদাবাদের একাধিক তৃণমূল বিধায়ক মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক শেষে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখ া করেন ।বিধায়ক নিয়ামত শেখ জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দেওয়া স্মারকলিপি ও দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন, উন্নয়ন নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন বিধায়ক নিয়ামত শেখ কে।

সেতু নেই, নৌকাই ভরসা ঃ দুর্ভোগে সেয়ালাইয়ের ৪০০ পরিবার

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ গ্রামে নেই রাস্তা, নেই সেতু। নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা একটি নৌকা। স্বাধীনতার আট দশক পরেও এমনই দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর ব্লকের আলুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেয়ালাই গ্রামের বাসিন্দাদের। কুয়ে নদীর ওপারে অবস্থিত সেয়ালাই গ্রামে প্রায় ৪০০টি পরিবারের বসবাস। কিন্তু গ্রামে পৌঁছানোর জন্য নেই কোনও স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে স্কুল-কলেজে পড়ুয়াদের যাতায়াত থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া;সব ক্ষেত্রেই নদী পার হতে হয় নৌকায় চেপে। নদীর একপারে মদনপুর, অপরপারে সেয়ালাই। এই দুই গ্রামের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ওই নৌকাটিই। স্থানীয়দের দাবি, নৌকার মাঝি যাত্রীদের কাছ থেকে কোনও ভাড়া নেন না। তবে বছরে একবার গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাল, ডাল ও কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন, যা দিয়েই তাঁর জীবিকা নির্বাহ হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে চলছে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নদীর জলস্তর বেড়ে গেলে পারাপারে ঝুঁকি বাড়ে। অনেক সময় নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে, যার ফলে প্রাণহানির আশঙ্কা তৈরি হয়।

জরুরি চিকিৎসা বা অন্য কোনও প্রয়োজনে তখন চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতি নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট শেষ হলেই সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়িত হয় না। বছরের পর বছর ধরে একই সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের দাবি, বড় সেতু না হলেও অন্তত একটি ছোট কালভার্ট বা স্থায়ী পারাপারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

তাতে যাতায়াতের দীর্ঘদিনের সমস্যা অনেকটাই মিটবে এবং নিরাপদে চলাচল করতে পারবেন এলাকার মানুষ।

উন্নয়নের নানা দাবি ও সরকারি প্রকল্পের মধ্যেও আজও সেয়ালাই গ্রামের মানুষের কাছে সভ্যতার সেতুবন্ধন হয়ে রয়েছে একটি মাত্র নৌকা। তাই তাঁদের একটাই প্রশ্ন; কবে মিলবে স্থায়ী যোগাযোগের ব্যবস্থা?

দুবিঘা জমিতে ১৮ দেশের আম ! ওয়াসিমের বাগানে দর্শনার্থীদের ভিড়

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'; কবির এই পংক্তির যেন বাস্তব রূপ দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায়। মাত্র দু'বিঘা জমিতে বিশ্বের নানা দেশের বিরল প্রজাতির আম চাষ করে নজর কাড়ছেন ভগবানগোলা-১ ব্লকের বর্ষাতিগোলা গ্রামের বাসিন্দা ওয়াসিম রাজা। তাঁর বাগানে রয়েছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, চিন, মিশর ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির মোট ১৮ ধরনের আম। আর সেই বিরল সংগ্রহ দেখতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন কৌতূহলী মানুষ। পেশায় ঠিকাদার হলেও কৃষির প্রতি গভীর আগ্রহ থেকেই আম চাষে হাতেখড়ি ওয়াসিমের। বাড়ির পাশের আড়াই বিঘা জমির মধ্যে দু'বিঘা জমিতে তিনি প্রায় ৪০০টি আমগাছ রোপণ করেছেন। বর্তমানে গাছগুলো ফলভারে নুয়ে পড়েছে। জাপানের মিয়াজাকি, অস্ট্রেলিয়ার কিং অফ চাকাপাত, থাইল্যান্ডের ব্যানানা ম্যাঙ্গো ও অ্যাপল ম্যাঙ্গো, চিনের চ্যাঙমাই ও বারিফোর-সহ একাধিক বিদেশি প্রজাতির আম এখন শোভা পাচ্ছে তাঁর বাগানে। ওয়াসিম জানান, প্রায় ছয় বছর আগে বাংলাদেশে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে তিনি প্রথম বিদেশি আম চাষের প্রতি আকৃষ্ট হন। ওই আত্মীয়ের ছাদবাগানে বিভিন্ন দেশের আমগাছ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েকটি চারাগাছ নিয়ে আসেন। প্রথমে বাড়ির টবে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করেন। সাফল্য পাওয়ার পর জমিতে চারা রোপণ করেন। ভালো ফলন হওয়ায় ধীরে ধীরে বিদেশি প্রজাতির আম সংগ্রহ ও চাষই তাঁর নেশায় পরিণত হয়। তাঁর এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২৫ সালে ভগবানগোলা-১ ব্লক প্রশাসনের আয়োজিত 'আম উৎসব'-এ অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন ওয়াসিম। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তআমি চাই সাধারণ মানুষও এই বিরল প্রজাতির আমের স্বাদ গ্রহণ করুক। তাই ব্যবসায়িকভাবে আম বিক্রি না করে চারা উৎপাদন ও বিস্তারে জোর দিচ্ছি।দ ইতিমধ্যেই তিনি একটি নার্সারি গড়ে তুলেছেন। প্রজাতি অনুযায়ী আমের চারাগাছ এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকা দামে বিক্রি করছেন। তবে বাগানের আম কেউ খেতে চাইলে বিনামূল্যেই তা তুলে দিচ্ছেন তিনি। স্থানীয়দের মতে, ওয়াসিমের এই উদ্যোগ শুধু বিরল আম সংরক্ষণই নয়, কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনারও দিশা দেখাচ্ছে। বিদেশি প্রজাতির আমের এমন সমাহার দেখ তে এখন ভগবানগোলার এই বাগানই হয়ে উঠেছে এক অনন্য আকর্ষণের কেন্দ্র।

জ্যৈষ্ঠের দাবদাহে মৌসুমি ফলের বাজারে ভিড়, আম-লিচু-তালশাঁসের চাহিদা তুঙ্গে

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র দাবদাহে নাজেহাল জেলার মানুষ। সকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, আর দুপুরের পর রাস্তাঘাট কার্যত জনশূন্য হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে ও জলের ঘাটতি পূরণে সাধারণ মানুষের ভরসা হয়ে উঠেছে মৌসুমি ফল। ফলে জেলার বিভিন্ন বাজারে এখন জমজমাট ফলের ব্যবসা। বহরমপুর-কান্দি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সবজি বাজারে সকাল থেকেই ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। কেউ আম কিনছেন, কেউ লিচু, আবার অনেকে তালশাঁস নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। গরমের কারণে মৌসুমি ফলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বাজারে বর্তমানে ল্যাংড়া, হিমসাগর, সাদুল্লা ও ফজলি-সহ বিভিন্ন প্রজাতির আম বিক্রি হচ্ছে। আমের দাম কেজি প্রতি প্রায় ৩০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে। স্বাদ ও গুণমান অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের আমের চাহিদাও রয়েছে ভালো। ব্যবসায়ীদের দাবি, গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় বর্তমানে ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে এবং বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে বাজারে ভিড় আরও বাড়ছে। আমের পাশাপাশি লিচুর বাজারেও ব্যাপক চাহিদা দেখা যাচ্ছে। লাল টুকটুকে লিচুর গুচ্ছ ক্রেতাদের আকর্ষণ করছে। বাজারে লিচু প্রতি পিস প্রায় ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে বিক্রেতারা জানিয়েছেন। অন্যদিকে গরমে স্বস্তি দিতে তালশাঁসের জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। বাজার ও রাস্তার ধারের দোকানগুলিতে চারটি তালশাঁস ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। শিশু থেকে প্রবীণ;সব বয়সের মানুষের কাছেই তালশাঁস এখন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে মৌসুমি ফলের এই বাড়তি চাহিদার মধ্যে শসার বিক্রি তুলনামূলকভাবে কিছুটা কমেছে। ব্যবসায়ীদের মতে, গরমে শসার চাহিদা থাকলেও বর্তমানে ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি আম, লিচু ও তালশাঁসের দিকে। ব্যবসায়ীদের আশা, আগামী কয়েক সপ্তাহ গরমের প্রকোপ অব্যাহত থাকলে মৌসুমি ফলের বিক্রি আরও বাড়বে। স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাদ এবং গরমে স্বস্তি; এই তিন কারণেই জেলার বাজারগুলিতে এখন মৌসুমি ফলের ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে।

তেঘরী পঞ্চায়েতে অনাস্থা ঝড়, বিডিওর কাছে ১৭ সদস্যের স্বাক্ষর জমা

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে রাজনৈতিক তরজা, জোর চর্চা রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে ব্যাপক জল্পনা। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ জন, কংগ্রেস ৪জন, সিপিআইএম ২জন ও নির্দল ১ জন পঞ্চায়েত সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে তা রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে জমা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।প্রশ্ন উঠছে, কেন এই অনাস্থা? ড্ডরাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, দীর্ঘদিনের গোষ্ঠী কোন্দল এবং দলের অন্দরে জমে থাকা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ এই পদক্ষেপ ।অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ার পর থেকেই পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে উঠেছে। শাসকদলের অন্দরে মতবিরোধ ও ক্ষোভের জেরেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যদিও অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেনি ।এদিকে কংগ্রেসের মহিলা নেত্রী রেশমি বিবি দাবি করেছেন, কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন। তাঁর এই বক্তব্যের পর পরিস্থিতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিরোধী শিবিরের সমর্থন পেলে অনাস্থা প্রস্তাবের ফলাফল কোন দিকে যেতে পারে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ ।স্থানীয় সূত্রের দাবি, অনাস্থা ভোটের দিন বিভিন্ন পক্ষের অবস্থানই নির্ধারণ করবে পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। ফলে এখন থেকেই রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ধরে রাখার পাশাপাশি সদস্যদের একজোট রাখার চেষ্টা শুরু করেছে ।তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রঘুনাথগঞ্জের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। অনাস্থা প্রস্তাবের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং সম্ভাব্য ভোটাভুটির দিকে নজর রয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের। আগামী দিনে এই রাজনৈতিক লড়াই কোন মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা।

রঘুনাথগঞ্জে কংগ্রেসের দখলমুক্ত হল পুরনো দলীয় কার্যালয়

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রতীক্ষার অবসান। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এই আবহাওয়ায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের সেখালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়জুমলা এলাকায় ফের নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিল জাতীয় কংগ্রেস। অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে দখল হয়ে থাকা দলীয় কার্যালয়টি শুক্রবার পুনরুদ্ধার করলেন কংগ্রেস কর্মীরা। এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে ।মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক মানচিত্রে ফের চর্চায় রঘুনাথগঞ্জ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বড়জুমলা এলাকায় জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়টি কার্যত বেহাত হয়ে ছিল। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব জহিরুদ্দিন মিঞাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক দলবদলের হাওয়ায় ওই অফিসটি দখল করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরতেই আজ ফের সেই পুরনো কার্যালয়ে ফিরলেন কংগ্রেস সমর্থকরা ।উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লক মহিলা নেত্রী রেশমী বিবি, পলাশ সাহা, সম্মানিতনগর গ্রামপঞ্চায়েতের কংগ্রেস সভাপতি ইব্রাহিম সেখ, সেখালিপুর অঞ্চল সভাপতি জহিরুদ্দিন মিঞাঁ,সহ এক গুচ্ছ কংগ্রেস কর্মীরা।

শুক্রবার বিকেলে এলাকার কংগ্রেস কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে দীর্ঘদিনের তালাবন্ধ কার্যালয়ের সামনে পৌঁছান। এরপর নিজেদের দখল পুনরুদ্ধার করে, সেখানে ফের দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন তাঁরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছেন, এই অফিসটি তাদের দীর্ঘদিনের আবেগের জায়গা। দখ লমুক্ত করতে পেরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে। যদিও এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তবে বড়জুমলার মতো এলাকায় কংগ্রেসের এই ফিরে আসা রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

শিশুশ্রম রুখতে পথে প্রশাসন, হরিহরপাড়া -নওদায় সচেতনতা র‍্যালি-সেমিনার

জাব্বার সেখ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ শিশু শ্রমিক বিরোধী দিবসে হরিহরপাড়া ও নওদায় সচেতনতা শিবির, র‍্যালি ও সেমিনার ।শিশু শ্রমিক বিরোধী দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ও নওদা ব্লকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠোর শ্রম থেকে দূরে রাখতে এবং তাদের শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শুক্রবার বাপুর সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জানানো হয়, ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের ভাটা, বিভিন্ন দোকান বা অন্য কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা আইনত দণ্ডনীয়। যে সব কাজে দুর্ঘটনা বা শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, সেই ধরনের কাজে শিশু ও কিশোরদের যুক্ত করা যাবে না ।এদিন

শিশু শ্রমিক বিরোধী দিবসে হরিহরপাড়া ও নওদায় সচেতনতা শিবির, র‍্যালি ও সেমিনার ।শিশু শ্রমিক বিরোধী দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ও নওদা ব্লকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

নওদার আমতলা হাই স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সচেতনতা র‍্যালি আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক ও অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত থেকে শিশু শ্রমের কুফল সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেন। অন্যদিকে, হরিহরপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়ার যুগ্ম বিডিও, কন্যাশ্রী যোদ্ধার সদস্যরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বিভিন্ন বাজার ও দোকানে গিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হয় যাতে অল্পবয়সী কোনও শিশু বা কিশোরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত না করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিশু শ্রমের ঘটনা নজরে এলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে জেল ও জরিমানার বিধানও রয়েছে। উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া ব্লকের কন্যাশ্রী যোদ্ধার কো-অর্ডিনেটর জাকিরন বিবি সহ অন্যান্যরা ।শিশুদের সুরক্ষা, শিক্ষা ও সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতেই এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

রেশন কার্ড চালু রাখতে রামপুরহাটে ট্রাইবুনালে আবেদনের হিড়িক

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এসআইআরে চূড়ান্ত তালিকা থেকে লক্ষাধিক নাম বাদ গিয়েছে। এবার তাঁদের রেশন কার্ডও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য খাদ্যদপ্তর। তবে ট্রাইবুনালে আবেদন করা বাসিন্দাদের কার্ড আপাতত চালু থাকবে। কিন্তু সেই আবেদনের নথি জমা দিতে হবে।

তাই ফ্রি-তে রেশন পেতে ব্লক রেশন অফিসগুলোতে ট্রাইবুনালের কাগজপত্র জমা দিতে ভিড় বাড়ছে।মুরারই-১ ব্লক খাদ্যদপ্তরের সামনে রোদ, গরমের মধ্যেও ট্রাইবুনালে আবেদনপত্র, আধার ও ভোটার কার্ডের কাগজ হাতে লম্বা লাইন চোখে পড়ে। এই ব্লকের বসিন্দারা বলেন, প্রকৃত নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অনেকের নাম লজিকাল ডিসক্রেপেন্সিতে নাম বাদ পড়েছে। এখন বলা হচ্ছে, রেশনও বন্ধ হয়ে যাবে। যারা দিনমজুরি করে সংসার চালান তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে এ সিদ্ধান্তে। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় যা জিনিসপত্রের দাম তাতে বিনামূল্যে রেশন বা খাদ্যশস্য পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। ক্ষোভ ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে তারা জানান এদেশের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ায় মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছি। তার উপরে খাদ্যসামগ্রী দেবে না বলছে। আর কতবার লাইনে দাঁড়াব?

ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে গিয়ে মৃত্যু নানুরের যুবকের, শোকস্তব্ধ পরিবার

রূম্পা দাস,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়ে ফের এক পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে নানুরে। মৃত যুবকের নাম রাজেশ মল্লিক (৩৬)।তিনি নানুর ব্লক সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে কাশ্মীরে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন রাজেশ। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন তিনি পরিবারের দাবি, অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন রাজেশ। কাশ্মীর থেকে জম্মু হয়ে ট্রেনে বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু জম্মু পৌঁছনোর পর হঠাৎই ঘটে যায় বিপত্তি। বাড়ি ফেরার আগেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ওই যুবকের।মৃতের স্ত্রী জাহিরা খাতুন জানান, সোমবার সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে তাঁর শেষবার কথা হয়েছিল। এরপর থেকে আর কোনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বুধবার পুলিশ মারফত পরিবারের কাছে মৃত্যুর খবর পৌঁছয়। আচমকা এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। রাজেশের সংসারে রয়েছেন স্ত্রী এবং দুই নাবালিকা কন্যা।মৃত যুবকের দিদি কামেলা বিবি

জানান, এর আগে চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন রাজেশ। তবে দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রায় দু'বছর বাড়িতেই ছিলেন তিনি। সম্প্রতি কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠায় আর্থিক অনটন কাটাতে ফের কাজের সন্ধানে বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেই যাত্রাই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুযাত্রায় পরিণত হল।কাশ্মীরে রাজেশের সঙ্গে থাকা তাঁর এক মেসো-শ্বশুর কেরিম শেখ ফোনে জানান, ডাক্তার দেখানোর পর অনেকটাই সুস্থ হয়ে গিয়েছিল রাজেশ।

বাড়ি ফেরার জন্য জম্মু যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা এখনও বুঝতে পারছি না।এদিকে রাজেশের এক ভাই-সহ দু'জন আত্মীয় ইতিমধ্যেই জম্মুর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পরিবারের পক্ষ থেকেও প্রশাসনের কাছে বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।রাজেশের অকালমৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে স্ত্রী ও দুই কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, জীবিকার তাগিদে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

সিউড়ির প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি থেকে বিপুল ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ একসময় বীরভূমের রাজনীতিতে তাঁর নাম ছিল ক্ষমতা ও প্রভাবের অন্যতম প্রতীক। জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে সিউড়ির বিধায়ক; রাজনৈতিক জীবনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী বিকাশ রায় চৌধুরী। কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর বদলেছে সময়। আর সেই সময়ের সঙ্গেই যেন বদলে গিয়েছে বীরভূমের রাজনৈতিক বাস্তবতাও।শুক্রবার সকালে সিউড়ির সাজানোপল্লিতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরীর অস্থায়ী বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বাড়ির ভিতরে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী মজুত থাকার খবর সামনে আসতেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির ওপর নজরদারি শুরু করে।ঘটনার

পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র তরজা। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, যাদের কাছে যে ধরনের ত্রাণসামগ্রী মজুত রয়েছে, তা অবিলম্বে গরিব ও প্রয়োজনীয় মানুষের মধ্যে বিতরণ করা উচিত।তাদের বক্তব্য, ঘটনার পর ব্যাকডেটে চিঠি দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না।জানা গিয়েছে, ঘটনার একদিন আগেই অর্থাৎ ১১ জুন বিকাশ রায় চৌধুরী বীরভূমের জেলাশাসকের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর কাছে কিছু ত্রাণসামগ্রী ও ত্রাণ তহবিলের উপকরণ রয়েছে, যা নির্বাচনের আগে বিধায়ক তহবিলের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছিল। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে জেলার বাইরে চলে যাওয়ায় সেগুলি আর যথাযথভাবে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি বলে দাবি করেন। চিঠিতে প্রশাসনকে ওই সামগ্রী গ্রহণ করার আবেদনও জানানো হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।তবে বিজেপি নেতৃত্বের প্রশ্ন, যদি সত্যিই সাধারণ মানুষের জন্য এই সামগ্রী রাখা হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন তা বিতরণ করা হল না কেন। তাদের দাবি, ত্রাণসামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে মজুত না রেখে প্রয়োজনমতো মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়াই উচিত ছিল।এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে বাড়ি থেকে সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে তার মালিকানা জেলা পরিষদের সদস্য আঁখি অধিকারীর নামে। ফলে রাজনৈতিক মহলে এই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বর্ষার আগেই ভাগীরথীতে ভয়াবহ ভাঙন, কপালে চিন্তার ভাঁজ স্থানীয়দের

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বর্ষা শুরু হতে এখনো হাতে গোনা কয়েক দিন। কিন্তু তার আগেই ফের নতুন করে ভাগীরথীর ভাঙন শুরু হয়েছে নবদ্বীপের মহিশুড়া পঞ্চায়েত এলাকায়। এবারের ভাঙনের কোপে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মহিশুড়া দক্ষিণপাড়া থেকে জাহ্নবী পাড়া খড়ের মাঠে যাওয়ার পিচ রাস্তা যা সম্প্রতি, পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পে তৈরি হয়েছিল। ইতিমধ্যেই নদী ভাঙনে রাস্তার বেশকিছু জায়গা ভেঙে গিয়েছে। পাশাপাশি কিছু এলাকায় ওই রাস্তা দিয়ে ট্রাক্টর নিয়ে যাওয়ার ফলে ধস নেমেছে। নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতিশেখর গোস্বামী বলেন, এই বিষয়ে বলেন বিগত সরকারের অনেক আগেই ওই এলাকায় ভাঙন রোধের কাজ করা উচিত ছিল।তাহলে এভাবে ভাঙনের

মুখে পড়তে হত না। যাই হোক দ্রুততার সঙ্গে এই ভাঙন প্রতিরোধের কাজ যাতে হয় সেটা আমাদের সরকার দেখবে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বারবার জানানো সত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। যদিও প্রশাসনের তরফে অস্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধে বেশকিছু জায়গায় বালির বস্তা ফেলা হয়েছিল। সেগুলি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। প্রতিদিন একটু একটু করে রাস্তা ভেঙে পড়ায় মহিশুড়া পঞ্চায়েতের নদী তীরবর্তী ওই সব বাসিন্দারা চিন্তিত।

আদালত চত্বরে তৃণমূল নেতাকে ডিম নিক্ষেপ, উঠল 'চোর' স্লোগান

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা,বীরভূম ঃ বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে ফের চাঞ্চল্য ছড়াল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার একটি পুরনো মামলাকে ঘিরে। ওই মামলায় গ্রেফতার হলেন সিউড়ি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিংকি দাসের স্বামী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা পবিত্র দাস। দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন থাকা মামলায় তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে সিউড়ি থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও হিংসার একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। সেই সময় সিউড়ি এলাকাতেও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, মারধর, ভাঙচুর, লুটপাট এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ দায়ের হয়। ওই ঘটনাগুলির সঙ্গে পবিত্র দাসের নাম জড়িয়ে একাধিক ধারা যুক্ত করে সিউড়ি থানায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। দীর্ঘ তদন্তের পর অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রের দাবি।শুক্রবার সকালে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার

মধ্যে পবিত্র দাসকে সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। আদালতে মামলার শুনানি চলাকালীন তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় তদন্তকারী সংস্থা। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তবে আদালতের ভেতরের আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আদালত চত্বরের বাইরেও এদিন ছিল ব্যাপক উত্তেজনা। আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত একদল বিক্ষোভকারী পবিত্র দাসকে দেখে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন। আদালত ভবন থেকে পুলিশ ভ্যানের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ডিমও নিক্ষেপ করা হয়। যদিও পুলিশের তৎপরতায় বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, সম্ভাব্য হামলা বা ডিমের আঘাত এড়াতেই আদালত চত্বর থেকে পুলিশ গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার সময় মাথায় হেলমেট পরে ছিলেন পবিত্র দাস।যদিও এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের দাবি, ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন তার নিজস্ব গতিতেই কাজ করছে।এখন তদন্তের অগ্রগতি এবং পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

প্রাক্তন বিডিও-র বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ, থানায় এফআইআর বিজেপি নেতার

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ স্বজনপোষণ সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এবার প্রাক্তন বিডিওর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি নেতার। নদীয়ার শান্তিপুর বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তীর অভিযোগ, এই সন্দীপ ঘোষ যখন শান্তিপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরের মুখ্য পরিচালক ছিলেন তখন থেকে নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে একাধিক দুর্নীতি করেছেন। বাংলার বাড়ি থেকে শুরু করে ক্লাসটার সমিতির টাকা নিয়ে দুর্নীতি করেছেন, ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারতেন না। কিছু তৃণমূল নেতাকে হাতিয়ার করে অনায়াসে ভরি ভরি দুর্নীতির সাথে যুক্ত ওই বিডিও সন্দীপ ঘোষ। এখন সরকার বদল হয়েছে। চলছে আইনের শাসন, তাই দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকা বিডিও সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন যাতে পদক্ষেপ নিতে পারে সেই কারণে শুক্রবার শান্তিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলো। এখানেই শেষ নয় জেলাশাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক একাধিক দপ্তরে এই তোলাবাজ বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানা যায়, বিজেপি নেতার দাবি,ওই বিডিওকে যেন গ্রেফতার করা হোক। যদিও তিনি এখন আলিপুরদুয়ারের দায়িত্ব রয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে এই বিডিওর সাথে এখন যিনি গ্রেফতার হয়েছেন জাহাঙ্গীর বাদশা ওরফে পুষ্পার ঘনিষ্ঠ তাকে যেমন পুলিশ কোমরে দড়িয়ে পড়িয়ে রাস্তায় ঘুরিয়েছে, আমরা চাইছি এই দুর্নীতিবাজ বিডিওর সাথে একই আচরণ করা উচিত। প্রশাসন যদি পদক্ষেপ না নেয় তাহলে আগামী দিনে আরও কড়া পদক্ষেপ নেব আমরা।

মানুষের জন্য কাজ করতে না পারার আক্ষেপ, নবদ্বীপ পুরসভায় কাউন্সিলরের পদত্যাগ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রাজ্যে পালাবদলের পরে একে একে পদত্যাগ করেছেন একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলার। সেই ধারা অব্যাহত থাকল বৃহস্পতিবারও। এ দিন পদত্যাগ করলেন নবদ্বীপ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিতালি হালদার।দু'বারের নির্বাচিত এই কাউন্সিলার এ দিন পুরসভায় এসে এগজিকিউটিভ অফিসার দীপক করের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন। যদিও চিঠিতে পদত্যাগের কোনও কারণ উল্লেখ করেননি তিনি। তবে তাঁর দাবি, কাজ করতে না পারার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।মিতালি দেবীর অভিযোগ, গত চার বছরে তাঁর অজান্তেই ওয়ার্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শুধু স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হতো বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও তিনি আরও বলেন মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছা নিয়েই নির্বাচনে লড়েছিলাম। কিন্তু এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান করার সুযোগও পাইনি। তাই এই পদে থাকার আর কোন অর্থ খুঁজে না পেয়েই এই পদত্যাগ।

'বুলডোজার রাজ' চলবে না! পুনর্বাসনের দাবিতে সিটু-র কড়া হুঁশিয়ারি ও ডেপুটেশন

সায়ন ভান্ডারী,নয়া জামানা,বীরভূম ঃ রাজ্যজুড়ে বুলডোজার রাজের প্রতিবাদ এবং পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে শুক্রবার রামপুরহাট শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করল সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস 'সিটু'এর রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক সমন্বয় কমিটি। এদিন রামপুরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড় থেকে মিছিলের সূচনা হয়।

শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় পাঁচমাথা মোড়ে এসে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বুলডোজার দিয়ে হকার উচ্ছেদের ঘটনা বেড়ে চলেছে, যার ফলে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারের জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। মিছিল শেষে সংগঠনের প্রতিনিধিরা রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয়, কোনও হকারকে উচ্ছেদ করার আগে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।পুনর্বাসন ছাড়া কোনও অবস্থাতেই হকার উচ্ছেদ করা চলবে না।সিটু-র পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, হকারদের জীবিকা ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে এই আন্দোলন ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। সংগঠনের দাবি, প্রশাসনকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে এবং পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা ছাড়া উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখতে হবে।

লাভপুরে শুরু ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প, শ্রমিকদের সঙ্গে কাজে হাত লাগালেন বিধায়ক

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে লাভপুর ব্লকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ। শুক্রবার সকালে লাভপুর ব্লকের মানপুর গ্রামে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন লাভপুরের বিধায়ক দেবাশীষ ওঝা।

উপস্থিত ছিলেন লাভপুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকসহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।প্রকল্পের উদ্বোধন করার পাশাপাশি শ্রমিকদের সঙ্গে বিধায়ক নিজেও কাজে অংশ নেন।

শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে তিনি প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন এবং সকলকে নিয়ম মেনে ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।এদিন বিধায়ক দেবাশীষ ওঝা বলেন, পূর্ববর্তী সময়ে নানা প্রশাসনিক জটিলতা ও অনিয়মের

অভিযোগের কারণে কর্মসংস্থানমূলক এই প্রকল্প দীর্ঘদিন কার্যত বন্ধ অবস্থায় ছিল। তবে সরকার পরিবর্তনের পর সেই জটিলতা দূর করে পুনরায় প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মদিবসের সংখ্যাও বৃদ্ধি করে ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিন করা হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ এলাকার শ্রমজীবী মানুষেরা আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ মানুষের হাতে কাজ তুলে দেওয়া এবং এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আগামী দিনে যাতে এই প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনও অভিযোগ না থাকে, সেই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। শ্রমিকদের সঠিকভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রশাসনও কাজের গুণগত মানের উপর নজর রাখবে।প্রশাসনের কর্মকর্তারাও জানান, প্রকল্পের কাজ স্বচ্ছতা ও নির্ধারিত নিয়ম মেনে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানপুর গ্রামে প্রকল্পের সূচনার মধ্য দিয়ে লাভপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ধাপে ধাপে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।গ্রামের শ্রমিকদের মধ্যেও এই প্রকল্প চালু হওয়ায় উৎসাহের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের আশা, বাড়তি কর্মদিবসের সুযোগ গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বহু পরিবারের জীবিকায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

জামুড়িয়ায় যৌথ অভিযান, নিউ কেন্দা ওসিপি থেকে উদ্ধার ৩ টন চোরাই কয়লা

নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ায় কয়লা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল প্রশাসন। শুক্রবার সকালে ইসিএল কেন্দা এলাকার অন্তর্গত নিউ কেন্দা ওসিপি কুয়ারি ৩-এ সিআইএসএফ এবং ইসিএল নিরাপত্তা বাহিনী একটি আকস্মিক যৌথ অভিযান চালায়। এই অভিযানে আনুমানিক ৩ টন চোরাই কয়লা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নিউ কেন্দা ওসিপির এই অংশটি থেকে কয়লা চুরির অবৈধ কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে গত কয়েকদিন ধরে সেখানে আবারও নতুন করে কয়লা চুরির তৎপরতা শুরু হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে ইসিএল কর্তৃপক্ষ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিআইএসএফ ও ইসিএলের যৌথ দল এদিন সকালে খনিতে অতর্কিত হানা দেয়। নিরাপত্তা বাহিনীর এই আকস্মিক অভিযানের ফলে খনি চত্বরে থাকা কয়লা চোরদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এই চক্রের মূল পান্ডাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

শহরের উন্নয়ন ও ব্যবসা বাঁচাতে পৌরপতিকে স্মারকলিপি ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতির

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ফেরানো এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার দাবিতে বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতি। সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি শীর্ষেন্দু সাধু এবং সম্পাদক সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার পৌরপতির সাথে দেখা করে এই স্মারকলিপি তুলে দেন। ব্যবসায়ীদের মূল দাবি, শহরের প্রাণকেন্দ্র তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ডটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মূল বাজার এলাকায় সাধারণ মানুষের আনাগোনা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে স্থানীয় ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের ওপর।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত এবং পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা,

শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে বর্ধমানে আসেন। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডটি শহরের বাইরে সরিয়ে নেওয়ায় যাত্রীদের অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে হকার, ছোট ব্যবসায়ী ও দোকান কর্মচারীদের জীবিকাকে সংকটে ফেলেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ মানুষ,

ছাত্রছাত্রী ও রেলযাত্রীদের স্বার্থে শহরের ভেতর দিয়ে সীমিত সময়ের জন্য বাস চলাচল চালু এবং তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ডটি পুনরায় সচল করার দাবি জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি শহরের নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, পর্যাপ্ত রাস্তার আলো, অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মানোন্নয়নের মাধ্যমে একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলারও আবেদন জানিয়েছে সমিতি।

ভোট পরবর্তী হিংসায় গ্রেপ্তার

গৌরবাজারের পঞ্চায়েত সদস্য শেখ বুলন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক পঞ্চায়েত সদস্য। ধৃত ব্যক্তির নাম শেখ বুলন। তিনি ফরিদপুর থানার অন্তর্গত গৌরবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং বৈদ্যনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার রাতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ফরিদপুর থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভোটের পর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অশান্তির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। গ্রেপ্তারের পর রাতেই তাকে ফরিদপুর থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর শুক্রবার সকালে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ফরিদপুর থানার পুলিশ ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য শেখ বুলনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে নজরদারি চালানো হচ্ছে।

দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানকে উদ্ধারে গিয়ে হামলার মুখে পুলিশ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘেরাও এবং তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে। শুক্রবার শক্তিগড় থানার বড়শুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বড়শুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমেশ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে চড়াও হন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তারা প্রধানকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামলাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ যখন প্রধানকে নিরাপদে বের করে আনার চেষ্টা করে, তখনই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তাদের চরম বচসা ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়।।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মৃদু লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তীব্র উত্তেজনার মধ্যেই প্রধানকে হেলমেট পরিয়ে একটি পুলিশি গাড়িতে তোলা হয়। কিন্তু গাড়িটি রওনা হতেই বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু করে।

ইটের আঘাতে পুলিশের একটি গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায় এবং গাড়িটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই হামলার ঘটনায় তদন্ত শুরু হলেও এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, তা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি।

গ্রেপ্তার বালি ও কয়লা পাচারের কিংপিন যুধিষ্ঠির ঘোষ, পেশ করা হল আদালতে

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বামফ্রন্ট থেকে তৃণমূল আমল পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে চলা অবৈধ বালি ও কয়লা পাচার চক্রের অন্যতম মূল হোতা যুধিষ্ঠির ঘোষকে গ্রেপ্তার করল পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ ২০০২ সালের একটি পুরনো মামলার ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর শুক্রবার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুধিষ্ঠির ঘোষ একসময় আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় কয়লা পাচার চক্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। পরবর্তীতে জেলার অজয় নদীর বিভিন্ন ঘাট থেকে দীর্ঘদিন ধরে অবাধে অবৈধ বালি উত্তোলনের কারবার চালাত সে। এই অবৈধ সিন্ডিকেটের কারণে একাধিকবার সিআইডি, ইডি এবং সিবিআইয়ের নজরেও পড়েছিল সে। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতা বদল হতেই, নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসন অবৈধ কারবার রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে। অবশেষে এক মাসের মধ্যেই জালে ধরা পড়ল এই কুখ্যাত মাফিয়া। তবে নিজের গ্রেপ্তারির বিষয়ে ধৃত যুধিষ্ঠির ঘোষ সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনো মন্তব্য করেনি।

ঋণের জালে সর্বস্বান্ত কালনার তাঁতশিল্পী

পরিবার নিয়ে পথে বসার উপক্রম

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ব্যবসার জন্য নেওয়া ঋণের বোঝা শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিল মাথার ওপরের ছাদ। দেনার দায়ে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে পরিবার নিয়ে পথে বসতে হলো এক সাধারণ তাঁতশিল্পীকে। কালনা ১ ব্লকের ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেলকুলি গ্রামে শুক্রবার এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলকুলি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও পেশায় তাঁত ব্যবসায়ী সাগর মন্ডল নিজের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে এবং তা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০২১ সালে একটি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। 'আধার ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড' নামের ওই সংস্থা থেকে তিনি নিজের একমাত্র বসত বাড়িটি বন্ধক রেখে ২ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা লোন নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাঁত ব্যবসায় একের পর এক লোকসান হওয়ায় তিনি সময়মতো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছিলেন না। মাঝের সময়ে বেশ কিছু টাকা তিনি শোধ করলেও, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়তে থাকায় বকেয়া টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৯৫৫ টাকা। দীর্ঘদিন এই মোটা অঙ্কের টাকা অনাদায়ী থাকায় শেষ পর্যন্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফাইনান্স কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। আদালতের মাধ্যমে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি দখল নেওয়ার আইনি অনুমতিও পেয়ে যায় তারা। সেই মোতাবেক, শুক্রবার সংস্থার প্রতিনিধিরা সরকারি আধিকারিক এবং পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে বেলকুলি গ্রামে সাগর মন্ডলের বাড়িতে চড়াও হন। চোখের নিমেষে ওই বাড়ির ভেতরে থাকা সমস্ত গৃহস্থালির আসবাবপত্র ও জিনিসপত্র বাইরে বের করে দেওয়া হয় এবং বাড়ির মূল ফটকটি সিল করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে প্রশাসনের উপস্থিতিতে বাড়ির দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় আইনি দখলের নোটিশ বোর্ড। নিজেদের আজন্মের ভিটে হারিয়ে বাড়ির বাইরে অসহায়ভাবে বসে চোখের জল ফেলতে দেখা যায় ওই তাঁতশিল্পী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। কান্নায় ভেঙে পড়ে সাগর মন্ডল জানান, ব্যবসায় ক্রমাগত ক্ষতি হওয়ায় বাধ্য হয়েই তিনি ঋণের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আর্থিক জাল যে তাঁর পরিবারকে এভাবে গৃহহীন করবে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে এখন স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কোথায় যাবেন, তা ভেবে দিশেহারা তিনি। এদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির এই বিপন্ন দশা এবং একটি পরিবারের আকস্মিক এই পরিণতিতে ব্যথিত প্রতিবেশীরাও। স্থানীয় বাসিন্দারা মানবিকতার খাতিরে আবেদন জানিয়েছেন, যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসে আইনি মীমাংসার মাধ্যমে পরিবারটিকে আবার ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করেন, তবে একটি অসহায় পরিবার চরম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

গ্যাসের অভাবে আউসগ্রামে বন্ধ মিড-ডে মিল, পড়ুয়াদের দেওয়া হল চিঁড়ে-ফল

ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান পূর্ব ঃ বর্ধমানের আউসগ্রামের কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকটের জেরে বন্ধ হয়ে গেল মিড-ডে মিলের রান্না। আকস্মিক এই বিপত্তিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খ ।বারের পরিপূরক হিসেবে শুকনো চিঁড়ে এবং ফল দিতে বাধ্য হন। তবে পুষ্টিকর গরম খাবারের পরিবর্তে এই শুকনো খাবার পেয়ে পড়ুয়াদের পেট না ভরায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অভিভাবকরা। গ্রামীণ এলাকার একটি বড় স্কুলে কীভাবে এভাবে আচমকা রান্না বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগেই রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাকে বিষয়টি জানিয়ে নতুন সিলিন্ডার বুক করা হয়েছিল। কিন্তু গ্যাস এজেন্সির পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ডিস্ট্রিবিউটরদের নতুন নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে কেবল একদিন, অর্থাৎ সোমবার বিল্লগ্রাম অঞ্চলসহ স্থানীয় স্কুলগুলিতে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এর বাইরে অন্য কোনো দিন কোনো স্কুলের গ্যাস শেষ হয়ে গেলে, নিজেদের দায়িত্বেই এজেন্সি থেকে সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হবে। এই আজব নিয়মের বেড়াজালে পড়ে চরম সমস্যায় পড়েছে কয়রাপুর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সতীনাথ গোস্বামী জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের গ্যাস সিলিন্ডার বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নানা আইনি বিধিনিষেধ রয়েছে। সাধারণত এজেন্সির কর্মীরাই স্কুলে এসে নতুন সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়ে খালি সিলিন্ডার নিয়ে যান। কিন্তু এজেন্সির অনমনীয় মনোভাব ও আকস্মিকভাবে গ্যাস শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে এদিন রান্না করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও জানান, মিড-ডে মিল কোনো অবস্থাতেই বন্ধ রাখা যাবে না;এই সরকারি নির্দেশ মেনে এবং মানবিকতার খ ।তিরে পড়ুয়াদের শুকনো চিঁড়ে ও ফল দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই ব্লক ও জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে বলে স্কুল সূত্রে খবর। আগামীকাল থেকেই যাতে পুনরায় স্কুলে রান্না করা গরম খাবার পরিবেশন করা যায়, তার জন্য সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে আশ্বস্ত করেছেন প্রধান শিক্ষক। পাশাপাশি তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করে জানান, স্কুলগুলিকে সাধারণ গ্রাহকদের সারিতে না ফেলে, বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় বা আলাদা নিয়ম চালু করা অত্যন্ত জরুরি। ওদিকে অভিভাবকরা দ্রুত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দাবি করেছেন।

ইসিএলের জমি দখল করে অফিস ও পেট্রোল পাম্প

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাবাকে ৭ দিনের মধ্যে উচ্ছেদের নোটিস

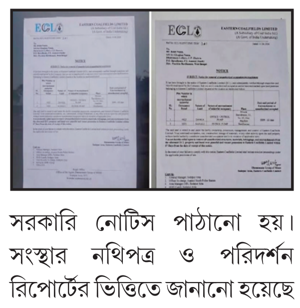

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড বা ইসিএলের জমি বেআইনিভাবে দখ ল করার গুরুতর অভিযোগ উঠল আসানসোল পুরনিগমের ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদ্য পদত্যাগী তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় নুনিয়ার বাবা রোহিত নুনিয়ার বিরুদ্ধে। কয়লা উত্তোলনকারী সংস্থা ইসিএলের অভিযোগ, ২০০৯ সাল থেকে কোম্পানির জমি দখল করে সেখানে একটি ব্যক্তিগত অফিস ও পেট্রোল পাম্প চালানো হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। গত ১১ জুন ২০২৬ তারিখে ইসিএলের সোদপুর এরিয়ার ধেমোমেন গ্রুপ অফ মাইনসের পক্ষ থেকে রোহিত নুনিয়াকে একটি সরকারি নোটিস পাঠানো হয়। সংস্থার নথিপত্র ও পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে জানানো হয়েছে যে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বড়ধেমো মৌজার ১০২২ এবং ১০২৩ নম্বর প্লটের জমি অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০২২ নম্বর প্লটের ডাঙা জমিতে একটি অফিস ও পেট্রোল পাম্প এবং ১০২৩ নম্বর প্লটের নালা জমিতে পেট্রোল পাম্পের বাকি অংশ পরিচালিত হচ্ছে। ইসিএল স্পষ্ট জানিয়েছে, এই জমি সম্পূর্ণভাবে তাদের বৈধ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে কোনো অনুমতি ছাড়া সেখানে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বা নির্মাণ কাজ চালানো সম্পূর্ণ বেআইনি। নোটিস প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত অননুমোদিত নির্মাণ ও সামগ্রী সরিয়ে জমি খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমি খালি না করা হলে আইনানুগভাবে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে সতর্ক করেছে ইসিএল। এই নোটিসের প্রতিলিপি আসানসোল দক্ষিণ থানার ওসি এবং সোদপুর এরিয়ার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছেও পাঠানো হয়েছে। তবে এই নোটিস জারির পর তীব্র বিতর্ক শুরু হলেও অভিযুক্ত রোহিত নুনিয়া বা তাঁর ছেলে সঞ্জয় নুনিয়ার কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

চলন্ত বাসে কিশোরী হত্যা, কাটোয়া

আদালতে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নয়া জামানা, কাটোয়া ঃ প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় চলন্ত বাসে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীকে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুনের দায়ে ইজাজুল শেখ ওরফে বাবু নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কাটোয়া আদালত। কারাদণ্ডের পাশাপাশি আদালত তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে, যা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাটোয়া ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক রুদ্রপ্রসাদ রায় এই রায় ঘোষণা করেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর হওয়ার পর কাটোয়া মহকুমা আদালতে এটাই প্রথম মামলার সাজা ঘোষণা। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাসে এই হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী আরসিদা খাতুন ওরফে জ্যোতি যখন তার মাসি ও দিদিমার সাথে বাসে বাড়ি ফিরছিল, তখন ইজাজুল ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গলা কেটে দেয়। ঘটনার পর অভিযুক্ত ধানখেতে লুকিয়ে পড়লেও পুলিশ ড্রোন ও স্নিফার ডগের সাহায্যে তাকে গ্রেফতার করে। মোট ৩৪ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ ও সমস্ত তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালত এই চূড়ান্ত শাস্তি ঘোষণা করেছে।

ভোটার তালিকায় বৈধদের নাম তোলার দাবিতে গলসিতে সিপিএমের বিক্ষোভ

নয়া জামানা, গলসি ঃ অবিলম্বে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করার দাবিতে পূর্ব বর্ধমানে জোরদার আন্দোলন শুরু করল সিপিআই(এম)। শুক্রবার গলসি ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে গলসি ২ নং ব্লকের বিডিও অফিসে সাত দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

এদিন এলাকার বাম কর্মী-সমর্থকেরা গলসি বাজার থেকে একটি বিশাল মিছিল বের করে বিডিও অফিসে পৌঁছান এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ছিল, ট্রাইবুনালে আবেদনকারী বৈধ ভোটারদের নাম দ্রুত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থে আরও বেশ কিছু দাবি তুলে ধরা হয়।

যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য; ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে পুনরায় চালু করা, বৈদ্যুতিক স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করা, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী শ্রম আইন প্রত্যাহার এবং কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান কেনা। একই সঙ্গে বর্ষার মরশুম শুরুর আগেই এলাকার বেহাল রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার এবং উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ না করার দাবিও জানানো হয়েছে। দলের একটি প্রতিনিধি দল বিডিও সঞ্জীব দাসের সঙ্গে দেখা করে এই স্মারকলিপি তুলে দেন।

গলসি ২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক সেখ সাইফুল হক জানান, বিডিও তাঁদের সমস্ত দাবি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন এবং বিষয়গুলি দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

পরিবেশবান্ধব কৃষিতে নতুন দিশা, দুর্গাপুরে সরকারি উদ্যোগে প্রাকৃতিক চাষের কর্মশালা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ কৃষিক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পদ্ধতির প্রসারে এক বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য কৃষি দপ্তর। শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিপুল সংখ্যক কৃষক এই কর্মসূচিতে অংশ নেন, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে জৈব চাষের নানাদিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানান, রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহার মাটির ক্ষতি করছে। এর বিকল্প হিসেবে কেঁচো সার ও অন্যান্য জৈব উপাদানের ব্যবহার বাড়িয়ে কীভাবে মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা যায়, সেই বিষয়ে কৃষকদের বাস্তবসম্মত পাঠ দেওয়া হয়। এছাড়া, চাষের খরচ কমাতে এবং পরিবেশ রক্ষায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উপযোগিতাও ব্যাখ্যা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিমের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষণ ঘোড়ুই, পান্ডবেশ্বর ও বারাবনির বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি ও অরিজিৎ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক এস পোন্নাবলম এবং দুর্গাপুর পুরসভার কমিশনার আবুল কালাম আজাদ সহ কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। জেলাশাসক জানান, আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে প্রাকৃতিক কৃষি ভবিষ্যতে চাষিদের আয়ের নতুন পথ দেখাবে। এই কর্মশালার পর বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব চাষে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

পুরুলিয়ার নতুন পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ, আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলেন দায়িত্ব

জয়শ্রী দে ।। নয়া জামানা ।। পুরুলিয়া

রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের সাম্প্রতিক রদবদলের পর পুরুলিয়া জেলার নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন আইপিএস কুমার সানি রাজ। শুক্রবার পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর হাতে জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নতুন পুলিশ সুপারকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী পুলিশ সুপার আইপিএস বৈভব তেওয়ারি। তিনি নতুন পুলিশ সুপারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং প্রশাসনিক নিয়ম মেনে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জারি করা বৃহৎ রদবদল তালিকায় রাজ্যের একাধিক জেলার পুলিশ সুপার এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। সেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে্র অংশ হিসেবেই পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপারের পদে এই পরিবর্তন কার্যকর হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর কুমার সানি রাজ জেলার সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন শাখার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি জানান, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাই তাঁর প্রধান অগ্রাধিকার হবে।

পাশাপাশি পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। অন্যদিকে, বিদায়ী পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারির কর্মজীবনের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও জেলার উন্নয়নে তাঁর অবদানের জন্য জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। নতুন পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ আরও দক্ষতা ও গতিশীলতার সঙ্গে কাজ করবে বলে আশাবাদী প্রশাসনিক মহল।

প্রাকৃতিক কৃষির পথে পুরুলিয়া, ৪০০ কৃষককে নিয়ে জেলাস্তরীয় সচেতনতা কর্মশালা

জয়শ্রী দে,নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারে কৃষিজমির উর্বরতা এবং পরিবেশের উপর ক্রমবর্ধমান নেতিবাচক প্রভাবের কথা মাথায় রেখে পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক এক জেলাস্তরীয় সচেতনতা কর্মশালা। পুরুলিয়া শহরের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এই একদিনের কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। জানা গিয়েছে, জেলার ২০টি ব্লক থেকে প্রায় ৪০০ জন কৃষক এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিধায়ক, কৃষি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, কিষান মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি, জেলা নেতৃত্ব এবং কৃষি দপ্তরের একাধিক পদস্থ আধিকারিক অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কর্মসূচিটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। কর্মশালায় বক্তারা প্রাকৃতিক কৃষির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, রাসায়নিকমুক্ত চাষ শুধু মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করে না, একই সঙ্গে নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং কৃষি উৎপাদনকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করে তুলতে প্রাকৃতিক কৃষির বিকল্প নেই বলেও মত প্রকাশ করেন তাঁরা। এই কর্মশালায় কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির বিভিন্ন আধুনিক কৌশল, জৈব উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি এবং কম খরচে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারী কৃষকেরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক কৃষি চর্চায় আরও আগ্রহী হওয়ার কথা জানান। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে ব্লক স্তরেও এমন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। কৃষির উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা এবং সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

দিঘায় বদলের ছোঁয়া, সরানো হচ্ছে ‘বিশ্ব বাংলা’ লোগো

নয়া জামানা , পূর্ব মেদিনীপুর ঃ রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্র পর্যটনকেন্দ্র দিঘায় শুরু হয়েছে ‘বিশ্ব বাংলা’ লোগো অপসারণের কাজ। শুক্রবার সকাল থেকে ওল্ড দিঘার ১ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় এই কাজ শুরু হওয়ায় পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দিঘার সৌন্দর্যায়নের অংশ হিসেবে ‘বিশ্ব বাংলা’ লোগোটি সেখানে স্থাপন করা ছিল। সমুদ্রসৈকতে আগত পর্যটকদের কাছে এটি ছিল একটি পরিচিত আকর্ষণ। বিশেষ করে ওল্ড দিঘার প্রবেশপথে সুসজ্জিত এই লোগোর সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার প্রবণতা ছিল পর্যটকদের মধ্যে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, নামফলক ও প্রতীক সংক্রান্ত ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার দিঘা থেকেও ‘বিশ্ব বাংলা’ লোগো সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগেও দিঘার জগন্নাথ ধামের নাম পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে সেই স্থানের নতুন নামকরণ হয়েছে ‘দিঘা জগন্নাথ মন্দির ও শ্রী শ্রী জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার’। প্রশাসনিক স্তরে একাধিক পরিবর্তনের মধ্যেই এবার ‘বিশ্ব বাংলা’ লোগো অপসারণ নতুন করে নজর কেড়েছে। যদিও এই পরিবর্তন নিয়ে সরকারি স্তর থেকে বিস্তারিত কোনও বিবৃতি সামনে আসেনি, তবুও স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের একাংশের মতে, নতুন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দিঘা পর্যটনকেন্দ্রকে আরও আধুনিক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে আগামী দিনে নতুন প্রকল্প ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে মনে করছেন পর্যটন সংশ্লিষ্ট মহল। ফলে দিঘার এই পরিবর্তন ঘিরে কৌতূহল বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে সিপিআই(এম), ইন্দাসে বিক্ষোভ -মিছিলে সরব কর্মী-সমর্থকরা

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের করিশুন্ডা অঞ্চলের গোবিন্দপুর বাজারে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করল সিপিআই(এম)। কর্মসূচিতে দলের বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

এদিনের মিছিল গোবিন্দপুর বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান তোলেন আন্দোলনকারীরা। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক চাপ কমানো এবং জনস্বার্থে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়। বক্তারা অভিযোগ করেন, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবহণ খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদরে। পাশাপাশি রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেছে বলেও দাবি করেন তাঁরা। এদিনের কর্মসূচি থেকে সিপিআই(এম) নেতা সুজন চক্রবর্তীর উপর হামলার ঘটনারও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবি তোলেন আন্দোলনকারীরা। শুধু তাই নয়, হকার উচ্ছেদ ইস্যুতেও সরব হয় সিপিআই(এম)।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ অভিযান চালানো উচিত নয়। বহু পরিবার হকারির উপর নির্ভরশীল, তাই তাঁদের জীবিকা রক্ষায় প্রশাসনের মানবিক ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সিপিআই(এম) নেতৃত্ব জানিয়েছে, মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাঁদের আন্দোলন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। গোবিন্দপুর বাজারের এই কর্মসূচি এলাকায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে এবং রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে ‘ডবল ধামাকা’, উদ্বোধন কোল্ড রুম ও সিড প্রসেসিং ইউনিট

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ কৃষকদের উন্নয়ন ও কৃষিকাজকে আরও আধুনিক করার লক্ষ্যে বাঁকুড়ার সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা হলো। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে নতুন করে তৈরি হওয়া ‘কোল্ড রুম কাম স্টোর’ এবং ‘সিড প্রসেসিং ইউনিট’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একইসঙ্গে এলাকার তফশিলি জাতিভুক্ত প্রান্তিক কৃষকদের হাতে উন্নত মানের ধানের বীজও তুলে দেওয়া হয়। স্বাবলম্বী আরআইসিই প্রকল্পের আওতায় গড়ে ওঠা এই দুটি নতুন ইউনিট কৃষকদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। কোল্ড রুমের মাধ্যমে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন।

অন্যদিকে, সিড প্রসেসিং ইউনিট উন্নত মানের বীজ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায়, বন ও পরিবেশ রাষ্ট্রমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী। তাঁর হাত দিয়েই উদ্বোধন হয় নতুন দুটি ইউনিটের। পাশাপাশি ১২০ জন তফশিলি জাতিভুক্ত প্রান্তিক কৃষকের হাতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ২৫ কেজি করে উন্নত মানের ধানের বীজ তুলে দেওয়া হয়। সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কার্যকারী সঞ্চালক ড. মৌমিতা দে জানান, দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফলস্বরূপ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কৃষকদের আরও স্বনির্ভর করে তোলা এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, কৃষকদের স্বার্থে কেন্দ্রের যেকোনও উন্নয়নমূলক কাজে তিনি সর্বদা পাশে থাকবেন। এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সুবর্ণরেখার বুকে মিলল প্রাচীন পাথরের মূর্তি, জঙ্গলমহলের ইতিহাসে নতুন রহস্য

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের মহাপাল এলাকায় সুবর্ণরেখা নদী থেকে একটি প্রাচীন পাথরের মূর্তি উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই আবিষ্কারকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ইতিহাসপ্রেমী ও গবেষক মহলেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অনেকের মতে, এই ঘটনা জঙ্গলমহলের প্রাচীন ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত বহন করতে পারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,

বৃহস্পতিবার সকালে কয়েকজন যুবক প্রতিদিনের মতো সুবর্ণরেখা নদীর তলদেশ থেকে নুড়ি পাথর সংগ্রহ করছিলেন। সেই সময় জলের নিচে একটি অস্বাভাবিক পাথরের আকৃতি তাঁদের নজরে আসে। পরে সেটিকে উদ্ধার করে পরিষ্কার করা হলে দেখা যায়, সেটি একটি প্রাচীন ভাস্কর্য বা পাথরের মূর্তি। দীর্ঘদিন নদীর জল ও বালির নিচে চাপা পড়ে থাকার কারণে মূর্তিটির কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও মূল অবয়ব এখনও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে।

শুধু একটি মূর্তিই নয়, একই এলাকা থেকে আরও কয়েকটি পাথরের ভগ্নাংশ উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে একটি অংশে মানুষের মাথার মতো ভাস্কর্যশিল্পের চিহ্নও দেখা গিয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি।

প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, উদ্ধার হওয়া মূর্তিটি জৈন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। কেউ কেউ মনে করছেন, এটি জৈন ধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের যক্ষ ‘গোমুখ’-এর প্রতিকৃতি হতে পারে। ইতিহাসবিদদের মতে, জঙ্গলমহল, মানভূম ও সিংভূম অঞ্চলে একসময় জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফলে এই আবিষ্কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তবে প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন, মূর্তিটির প্রকৃত পরিচয়, নির্মাণকাল এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণের জন্য বিস্তারিত গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রয়োজন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার দাবি জানিয়েছেন।

এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে জঙ্গলমহলের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে আনতে পারে বলেই আশা করছেন গবেষক ও ইতিহাসপ্রেমীরা।

বকেয়া বেতন ও স্থায়ীকরণের দাবিতে মানবাজারে আইটিসিআরপি কর্মীদের স্মারকলিপি

নয়া জামানা, মানবাজার ঃ চাকরির স্থায়ীকরণ, সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে মানবাজার-১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন (আইটিসিআরপি) কর্মীরা। শুক্রবার দুপুরে মানবাজার-১ ব্লক কার্যালয়ের সামনে তাঁরা একত্রিত হয়ে নিজেদের বিভিন্ন দাবি প্রশাসনের সামনে তুলে ধরেন। জানা গিয়েছে, মানবাজার-১ ব্লকের অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজের সঙ্গে যুক্ত একাধিক আইটিসিআরপি কর্মী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের অভিযোগ, ২০২৪ সালের পর থেকে তাঁরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সরকারি ও প্রশাসনিক কাজ করলেও এখনও পর্যন্ত বেতন পাননি। ফলে আর্থিক সমস্যার মুখে পড়েছেন বহু কর্মী ও তাঁদের পরিবার। কর্মীদের মধ্যে ঝুমা রায়, সংযুক্তা মুখার্জী সেন এবং সুনিতা মাহাতো জানান, বেতন না পাওয়ার পাশাপাশি কাজের ক্ষেত্রেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ ও ওটিপি যাচাইকরণের মতো কাজে তাঁদের প্রায়ই সমস্যার মুখে পড়তে হয়।

অথচ সেই পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য তাঁরা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তাঁদের আরও দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী চাকরির স্বীকৃতি কিংবা পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। ফলে প্রশাসনিক কাজ করতে গিয়েও নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এদিন কর্মীরা তাঁদের সমস্ত দাবি লিখিতভাবে বিডিওর কাছে জমা দেন। বিডিও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান আইটিসিআরপি কর্মীরা। এখন প্রশাসনের সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা।

চারদিনের নিখোঁজের পর মিলল যুবকের দেহ, পটাশপুরে রহস্য ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা , পূর্ব মেদিনীপুর ঃ চারদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর এলাকায়। খালের পাড়ের একটি গাছ থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম মানস মণ্ডল (৩১)।

তিনি পটাশপুর থানার পুরুষোত্তমপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পরিবারের দাবি, চারদিন আগে হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি চালিয়েও তাঁর সন্ধান মেলেনি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পরিবারের পক্ষ থেকে পটাশপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরিও দায়ের করা হয়। এরপর পুলিশও খোঁজখবর শুরু করে। এরই মধ্যে শনিবার সকালে প্রতিবেশী এগরা থানার একটি খালের পাড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি গাছের ডালে এক যুবকের দেহ ঝুলতে দেখতে পান। বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে দেহটি উদ্ধার করে পরিচয় নিশ্চিত করা হলে জানা যায় সেটি নিখোঁজ যুবক মানস মণ্ডলের। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি নানা প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হাতির হামলায় মৃত্যু, ঝাড়গ্রামে ফের আতঙ্ক

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ ফের বুনো হাতির হানায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটল ঝাড়গ্রাম জেলায়। শুক্রবার ভোরে নয়াগ্রাম ব্লকের রামচন্দ্রপুর এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, পাশাপাশি গ্রামবাসীদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম কাঙ্গালি নায়েক (৭০)।

প্রতিদিনের মতো শুক্রবার ভোরেও তিনি বাড়ি থেকে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎই একটি পূর্ণবয়স্ক বুনো হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হাতিটি আচমকা আক্রমণ করে এবং পায়ের নিচে পিষে দেয় বৃদ্ধকে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরে বনদপ্তর ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মী ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। গ্রামবাসীদের একাংশের অনুমান, নিকটবর্তী জঙ্গল এলাকা থেকে নদী পার হয়ে হাতিটি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। তবে কীভাবে হাতিটি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ করল এবং কেন আগে থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, হাতির গতিবিধি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা ও পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব রয়েছে। ফলে বারবার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁরা হাতির চলাচল নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ এবং গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ঝাড়গ্রামের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে প্রায়ই বুনো হাতির উপদ্রব দেখা যায়। ফসলের ক্ষয়ক্ষতি থেকে শুরু করে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে মাঝেমধ্যেই। ফলে বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকার মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। ঘটনার তদন্তে্র পাশাপাশি হাতিটির গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করেছে বনদপ্তর।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

অঞ্চল সভাপতির বাগানবাড়িতে হানা, উদ্ধার সরকারি ত্রাণসামগ্রী

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভার গোপালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি মনিরুল মোল্লার একটি বাগানবাড়িকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই নির্জন বাগানবাড়িতে বিভিন্ন অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ চলত। বৃহস্পতিবার এলাকার কয়েকজন মহিলা, পারমিতা দাসের নেতৃত্বে, বাগানবাড়ির গেটের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁদের দাবি, ভিতরে ঢুকে তারা বিলাসবহুলভাবে সাজানো ঘর, বড় বিছানা, বালিশ এবং ঝকঝকে বাথরুম দেখতে পান। পাশাপাশি সেখানে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী মজুত অবস্থায় রয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এলাকার প্রয়োজনীয় মানুষদের জন্য বরাদ্দ ত্রাণসামগ্রী সেখানে কীভাবে এল, তা খতিয়ে দেখা উচিত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাগানবাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা এবং মনিরুল মোল্লার দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তোলেন। অভিযোগের তিরে রয়েছেন মনিরুল মোল্লা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী চন্দন দাস। ঘটনার পর থেকেই মনিরুল মোল্লাকে এলাকায় দেখা যায়নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। পুরো ঘটনায় রাজনৈতিক মহলসহ এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। তদন্তের রিপোর্টের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে এলাকার মানুষ।

খাল দখলে বিপাকে ১৫ হাজার কৃষক! সংস্কারের দাবিতে পথে নামলেন গ্রামবাসীরা

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ব্লকের আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনপুর গ্রামে খাল দখল ও সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন গ্রামবাসী ও কৃষকরা। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ভাঙার খাল দখল হয়ে যাওয়ায় কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বিক্ষোভকারীদের দাবি, একসময় এই খালের উপর নির্ভর করেই মোহনপুর ও আশপাশের এলাকার কয়েক হাজার বিঘা কৃষিজমির জলনিকাশি ব্যবস্থা চলত। প্রায় ১৫ হাজার কৃষক এই জমিতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল এবং গ্রামের জমে থাকা জল এই খাল দিয়ে বেরিয়ে যেত। ফলে কৃষিজমি চাষের উপযোগী থাকত। অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে খালের চর দখল করে বাড়িঘর নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি খাল বন্ধ করে তৈরি হয়েছে মাছের ভেড়ি। এর ফলে জলনিকাশি ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। বর্ষার সময় জল জমে থাকায় বহু কৃষিজমি অনাবাদি হয়ে পড়েছে এবং কৃষকদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, খাল দখলের বিষয়টি নিয়ে বহুবার প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টে প্রতিবাদ করায় অনেককে হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। এদিন বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে খাল দখলমুক্ত করা, ভাঙার খালের সংস্কার এবং জলনিকাশির স্বার্থে একটি সুইচগেট নির্মাণের দাবি জানান। দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান
১৪ পৃষ্ঠা রঙ্গিন

রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল তাজা বোমা, চাঞ্চল্য ছড়াল বাদুড়িয়ায়

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার আটুরিয়া এলাকায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে কয়েকজন কৃষক মাঠে কাজ করতে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ দেখতে পান। প্রথমে বিষয়টি গুরুত্ব না দিলেও পরে ব্যাগটি খোলার পর তারা হতবাক হয়ে যান।

ব্যাগের ভিতরে দুটি তাজা বোমা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। পুলিশ এলাকা ঘিরে ফেলে এবং সতর্কতার সঙ্গে ব্যাগটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে বোমাগুলিও নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দুষ্কৃতিমূলক কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে কেউ ওই বোমাগুলি মজুত করে রেখেছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের নজরদারি ও তল্লাশি বাড়ায় ধরা পড়ার ভয়ে রাতের অন্ধকারে সেগুলি রাস্তার ধারে ফেলে রেখে যাওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করছেন তাঁরা। যদিও বোমাগুলি কারা সেখানে রেখে গিয়েছিল এবং এর পিছনে কারা জড়িত, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি মন্তব্য পাওয়া যায়নি। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ও উদ্বেগের পরিবেশ বজায় রয়েছে।

সন্দেশখালিতে ফের অস্ত্র উদ্ধার, আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেফতার এক

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি বিধানসভার ন্যাজাট থানার হুলোপাড়া এলাকায় ফের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম আনিসুর গাজী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই সন্দেশখালীর বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসছে। কখনও পুকুর থেকে, আবার কখনও মাছের ভেড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাগুলির জেরে ইতিমধ্যেই গত সাত দিনের মধ্যে অন্তত ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বসিরহাট পুলিশ জেলার বিশেষ পুলিশ বাহিনী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ন্যাজাট থানার হুলোপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে আনিসুর গাজীকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে দুটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১১ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। এই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কীভাবে এলাকায় এত পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র মজুত হচ্ছিল এবং এর পিছনে কোনও বড় চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃত আনিসুর গাজীকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইবে বলে সূত্রের খবর। অস্ত্রগুলির উৎস এবং সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে বের করতে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে।

হাড়োয়ায় শুরু এইচপিভি টিকাকরণ, ক্যান্সার প্রতিরোধে বড় পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দপ্তরের

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া ব্লকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি। বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার সহযোগিতায় এবং হাড়োয়া ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে এই বিশেষ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ শ্যামল কুমার বিশ্বাস এবং হাড়োয়া ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নাফিউল ইসলাম। তাঁদের উপস্থিতিতেই এলাকার ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী কিশোরীদের এইচপিভি ভ্যাকসিন প্রদান আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এইচপিভি ভ্যাকসিন মানবদেহকে একাধিক গুরুতর রোগের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই টিকা গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। ফলে ক্যান্সার প্রতিরোধে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বহুমূল্য ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। টিকা পেয়ে খুশি কিশোরীরা। তারা জানিয়েছে, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এমন উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পাশাপাশি এই কর্মসূচির জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও রাজ্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানিয়েছে তারা। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের আশা, এই কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক কিশোরী উপকৃত হবে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যবান ও সচেতন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

শৌচালয়ের নামে টাকা তোলার অভিযোগ

তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের স্যান্ডেলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শৌচালয় প্রকল্পের নামে অর্থ তোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এলাকার এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হাবিবুল্লাহ গাজী। ঘটনাকে ঘিরে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বহু গ্রামবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকড়া মুজাফফর ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় হাবিবুল্লাহ গাজীর বাড়ি।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় শৌচালয় পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় সাধারণ মানুষ অর্থ দিলেও অনেকেই এখনও শৌচালয় পাননি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাঁদের ভয় দেখানো এবং হুমকি দেওয়া হত। এমনকি অভিযোগকারীদের নানা ধরনের চাপের মুখেও পড়তে হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এই অভিযোগ সামনে আসতেই গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে হাবিবুল্লাহ গাজীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং তাঁর গ্রেফতারের দাবি তোলেন। পাশাপাশি হিঙ্গলগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তাঁরা। স্থানীয়দের দাবি, বর্তমানে অভিযুক্ত নেতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে দেখা যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। তদন্তের ফলাফলের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে এলাকার মানুষ।

পরিষেবা ও উন্নয়নের হিসাব চেয়ে হাড়োয়ায় আইএসএফের মিছিল

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক দাবিকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়ায় মিছিল ও গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল আইএসএফ। শুক্রবার হাড়োয়া বিদ্যালয় সেতু এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় পর্যন্ত যায়। এরপর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন দলের নেতৃত্ব। আইএসএফের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এলাকার বহু বাসিন্দা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে দলটি। মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোথায়, কী ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং তার জন্য কত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, সেই তথ্য সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশ করা উচিত। আইএসএফ নেতৃত্বের অভিযোগ, জনগণের করের টাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হলেও সেই সংক্রান্ত তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছায় না। তাই উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ, সরকারি পরিষেবার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবিতে এই গণডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়েছে। দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে আইএসএফ নেতৃত্ব।

মাছের ভেড়িতে মহিলার দেহ উদ্ধার, শোক ও চাঞ্চল্য ভবানীপুরে

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার ভবানীপুর এলাকায় একটি মাছের ভেড়ি থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শোক ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম লগোমারি আড়ি (৫২)। তিনি ভবানীপুর এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। এদিন বিকেলে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি মাছের ভেড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাদার মধ্যে একটি দেহ আটকে থাকতে দেখেন। প্রথমে বিষয়টি বুঝতে না পারলেও কাছে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান সেটি একজন মহিলার দেহ। ঘটনার খবর দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা হাসনাবাদ থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি বসিরহাট জেলা হাসপাতাল পাঠানো হয়। খবর পেয়ে মৃতার পরিবারের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরিবারের দাবি, লগোমারি আড়ি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সেই কারণে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে নজরদারিতে রাখতেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবার মাছের ভেড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পার্টি অফিসে ত্রাণের ভাণ্ডার! কুলপিতে উদ্ধার ঘিরে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভা এলাকায় একটি তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা এবং নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে একটি পার্টি অফিসে অভিযান চালায়। অভিযোগ, অভিযানের সময় স্থানীয় বাসিন্দা ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। পার্টি অফিসের দোতলায় একটি ঘর খুলতেই বিপুল পরিমাণ বস্তাবন্দি সামগ্রী দেখতে পান উপস্থিতরা। অভিযোগ অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল কম্বল, শাড়ি, লুঙ্গি, শিশুদের পোশাক, বেডকভার এবং বিপুল পরিমাণ ত্রিপল। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এই সামগ্রীগুলি মূলত অসহায় ও দুস্থ মানুষের জন্য বরাদ্দ ছিল। কিন্তু তা উপভোক্তাদের হাতে না পৌঁছে দীর্ঘদিন ধরে পার্টি অফিসে মজুত রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁদের দাবি, প্রয়োজনের সময় ত্রাণ না পেলেও বিপুল পরিমাণ সামগ্রী এক জায়গায় মজুত ছিল। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পরে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। যদিও অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার প্রকৃত সত্যতা ও উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। কুলপির এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

সরকারি প্রকল্পে কাটমানির অভিযোগে বিক্ষোভ, সোনারপুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘিরে উত্তেজনা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার প্রতাপনগর এলাকায় সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগের মুখে পড়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা উপেন্দ্র মণ্ডল। কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাস যোজনা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, কারও কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা,

আবার কারও কাছ থেকে তারও বেশি অর্থ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, টাকা দেওয়ার পরেও অনেকেই প্রতিশ্রুত সরকারি সুবিধা পাননি। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরও কাজ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে অভিযুক্ত নেতার বাড়িতে গিয়ে টাকা ফেরতের দাবি তোলেন। স্থানীয়দের দাবি, বিক্ষোভের সময় উপেন্দ্র মণ্ডল বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। তবে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিষয়টি নিয়ে আশ্বাস দেন। এরপর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, এই ঘটনায় আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসলেও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা নিয়ে এখন নানা প্রশ্ন উঠছে এলাকায়। যদিও অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পঞ্চায়েতে তীব্র কর্মী সংকট ও থমকে থাকা উন্নয়ন সচল করতে রাজ্যে ১১ হাজার নতুন কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত

বাপ্পা রায় ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বর্তমানে একাধিক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। বহু জায়গায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পদত্যাগ এবং অনুপস্থিতির কারণে গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করলে রাজ্য সরকার বসে থাকবে না, বরং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে উন্নয়নের চাকা সচল রাখা হবে। এই প্রশাসনিক বৈঠকেই পঞ্চায়েত দপ্তরের তীব্র কর্মী সংকটের বিষয়টি সামনে আসে। মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় যে অনেক ব্লকে বর্তমানে একজনও ইঞ্জিনিয়ার নেই। এই বিশাল শূন্যতা পূরণ করতে এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো জোরদার করতে তিনস্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দ্রুত ১১ হাজার কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কাজের অগ্রগতি এবং বকেয়া অর্থ নিয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন্ত্রী জানান, ২০২৩ থেকে ২০২৬ সালের বকেয়া টাকা এখন কিস্তিতে আসছে এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিলও মিলছে। সম্প্রতি কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ১৭০০ কোটি টাকার একটি বড় অংশ একশো দিনের কাজসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে। আবাস যোজনার ক্ষেত্রে চা বাগান এলাকায় জমির পাট্টা না থাকার কারণে যে দীর্ঘদিনের সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তার স্থায়ী সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ি এলাকার ভৌগোলিক ও পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে পরিষেবা পৌঁছানোর ঘাটতি মোনোর পাশাপাশি গোরখাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজের গতি আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে একটি বড়সড় যাচাই অভিযান শুরু হতে চলেছে। মন্ত্রী জানান, বিপুল সংখ্যক ভুয়ো সুবিধাভোগীর অভিযোগ আসায় পরিচয়পত্র ও নথি যাচাইয়ের মাধ্যমে ভুয়ো নাম বাদ দেওয়া হবে এবং প্রকৃত প্রাপকদের নতুন করে এই কাজের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও গতি এনে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন করাই এখন সরকারের মূল লক্ষ্য।

নোটিশ ছাড়াই দোকান উচ্ছেদ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের অভিযানে তীব্র উত্তেজনা

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে অবৈধ নির্মাণ ভাঙাকে কেন্দ্র করে শহরের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দারপাড়া এলাকায় শুক্রবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল।

এদিন হায়দারপাড়া মেইন রোডের প্রায় ছয়টি দোকান ভেঙে ফেলে পুরনিগম। অভিযান শুরু হতেই পুর আধিকারিকদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, বিতর্কিত জমিটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে হাইকোর্টে মামলা চলছে। তা সত্ত্বেও ব্যবসায়ী বা জমির মালিকদের কোনও আগাম নোটিশ না দিয়েই আচমকা এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবসায়ীদের তড়িঘড়ি দোকানের জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে বলা হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়।

জমির মালিকরা কিছুটা সময় চেয়ে অনুরোধ করলেও প্রশাসন তা মানেনি বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে বাধা দিলে কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত ভক্তিনগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে পুরনিগম সমস্ত দোকান ভেঙে ফেলে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদিনই এলাকা থমথমে ছিল।

জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন ময়নাগুড়ি পুরসভায়, ১৫ জুন থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনের ক্যাম্প

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ আগামী ১৫ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত ময়নাগুড়ি পুরসভা এলাকায় শুরু হতে চলেছে বিশেষ জনকল্যাণ শিবির। শুক্রবার, ১২ জুন পুরসভার পক্ষ থেকে এই শিবিরের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তিন দিন ব্যাপী এই কর্মসূচির জন্য ময়নাগুড়ি শহরের জেলা পরিষদের বাংলা মাঠ এবং নন্দনকানন মাঠকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই দুটি মাঠেই শিবিরের যাবতীয় আয়োজন করা হচ্ছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা ও পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই এই ক্যাম্পের আয়োজন। সরকারের একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য শহরের বাসিন্দারা সরাসরি এই শিবিরে এসে আবেদন করতে পারবেন। নির্দিষ্ট ফর্ম ফিলাপ থেকে শুরু করে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় তথ্য এই ক্যাম্প থেকে মিলবে। তিন দিন ধরে চলা এই শিবিরে ময়নাগুড়ির সাধারণ মানুষকে উপস্থিত থেকে সরকারি পরিষেবার সুবিধা নেওয়ার জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা ও বোমাবাজির অভিযোগ, দিনহাটায় গ্রেফতার উদয়ন গুহের প্রাক্তন ছায়াসঙ্গী জয়দীপ ঘোষ

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ একুশের বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসা, বোমাবাজি সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহের একসময়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ছায়াসঙ্গী জয়দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে দিনহাটার ২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত তাঁর নিজস্ব বাসস্থান থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার তাঁকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। তবে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় আদালত চত্বরে। বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকরা জয়দীপকে লক্ষ্য করে দেদার ডিম ছুঁড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন, যা সামাল দিতে পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয়। রাজনৈতিক মহলে জয়দীপ ঘোষের দলবদলের ইতিহাস বেশ চর্চিত। একসময় তিনি দিনহাটার তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহের বিশ্বস্ত অনুগামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একুশের মূল বিধানসভা নির্বাচনে উদয়ন গুহ পরাজিত হওয়ার পর যখন দিনহাটায় উপনির্বাচন হয়, তখন উদয়নবাবুর রেকর্ড ভোটে জয়ের নেপথ্যে জয়দীপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাস ও বোমাবাজির একাধিক অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীকালে উদয়ন গুহের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হলে জয়দীপ দলবদল করে বিজেপিতে যোগ দেন। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন থিতু হতে পারেননি; কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্প্রতি ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে রাজনৈতিক ময়দানে সেভাবে সক্রিয় দেখা যায়নি। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই আইনি ব্যবস্থার ভয়ে তিনি এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। দিন কয়েক আগে দিনহাটায় ফিরতেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে জালে তোলে। এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে বর্তমানে দিনহাটার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

মাখম রাস্তায় টোটো চালকের ডিকবাজি! পাথরঘাটায় বেহাল পথ সংস্কারের দাবিতে অভিনব প্রতিবাদ

অর্ঘ্য বর্মন, নয়া জামানা, মাটিগাড়া ঃ রাস্তা যেন পিচ-পাথরের নয়, নরম তুলতুলে মাখমের! গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে মাটিগাড়ার লেক্সিকন মোড় থেকে পাথরঘাটা যাওয়ার রাস্তাটি কার্যত নরককঙ্কালে পরিণত হয়েছে। হাঁটু সমান কাদার কারণে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নজর টানতে রাস্তায় কাদার মধ্যেই আছাড় খেয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে এক অভিনব ও নজিরবিহীন প্রতিবাদে শামিল হলেন স্থানীয় টোটো চালক বুধারু বর্মন। তাঁর এই প্রতিবাদের ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। টোটো চালক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহু সরকার এলেও এই রাস্তার ভাগ্য বদলায়নি। এটি বর্তমানে হেঁটে চলারও অযোগ্য। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইলেও পরে তা ফাইলের তলায় চাপা পড়ে যায়। কাকতালীয়ভাবে, এই পাথরঘাটা অঞ্চলেই খোদ পরিবহন ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের বাসভবন। বিজেপির দাবি, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, বিধায়ক বিধানসভায় সরব হলেও কোনো কাজ হয়নি। অন্যদিকে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানদের সাফ কথা, এত বড় রাস্তা তৈরির ফান্ড তাঁদের কাছে নেই, বিষয়টি মহকুমা পরিষদকে জানানো হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার আসায় বাসিন্দাদের স্পষ্ট দাবি, তাঁদের চাকরি না দিলেও যাতায়াতের জন্য যেন দ্রুত পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়। লেক্সিকন মোড় থেকে পাথরঘাটা এবং মাটিগাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ঝঙ্কার মোড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশ এখন খানাখন্দে ভরা ও বিপজ্জনক। এই বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানিয়েছেন, রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে তিনি ওয়াকিবহাল এবং দ্রুত সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। তবে মন্ত্রীর এই আশ্বাসে এখনই পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছেন না ভুক্তভোগী পাথরঘাটাবাসী।

বর্জ্যের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ীরা, হাট বয়কট করে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি নতুন বাজার হাটে জমে থাকা বর্জ্যের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে শুক্রবার পসরা না সাজিয়েই বাড়ি ফিরে গেলেন ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। ময়নাগুড়ি কর্মতীর্থ ভবনে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার হাট বসে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বাজারের গলিতে আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে। তা থেকে ক্রমাগত দুর্গন্ধযুক্ত জল বের হওয়ায় ক্রেতারা বাজারে আসতে চাইছেন না। আরমান হোসেন, ভানুরাম সেনদের মতো স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, এর আগে বারবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। রোগের হাত থেকে বাঁচতেই বাধ্য হয়ে তারা এদিন কাঁচা সবজি বিক্রি না করে বাজার বয়কট করেন। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে বর্জ্য পরিষ্কার না হলে বড়সড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধায় ময়নাগুড়ির সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি বর্তমানে বন্ধ থাকায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। ব্লক প্রশাসন প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার চেষ্টা করছে। তবে শুধু বাজার নয়, ময়নাগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকেও আবর্জনা সংগ্রহ বন্ধ থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে।

বীরপাড়ায় যৌথ অভিযানে লক্ষাধিক টাকার হেরোইন সহ ধৃত ১

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় মাদক পাচারের জাল গুঁড়িয়ে দিতে বড়সড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বীরপাড়া থানা এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৪৪ গ্রাম হেরোইনসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বীরপাড়া থানা এলাকায় মাদকের একটি বড়সড় লেনদেন হতে চলেছে বলে আগে থেকেই খবর ছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ও এসওজি টিম একটি যৌথ দল গঠন করে বীরপাড়ার এথেলবাড়ি আউট পোস্ট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। পুরো অভিযানটি এনডিপিএস আইনের সমস্ত বিধি মেনে পরিচালনা করা হয়। তল্লাশির সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাদারিহাটের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।

অভিযান চলাকালীন এক সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেহে তল্লাশি চালিয়ে ওই বিপুল পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়, যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা। ধৃতের বিরুদ্ধে বীরপাড়া থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এই মাদক চক্রের পেছনে আর কোনো বড় মাথা জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শর্ট সার্কিট থেকে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেল ছাত্রীরা

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির সেন্ট্রাল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ক্লাস চলাকালীন এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ, তীব্র গরমের কারণে চলা সকালের স্কুলের ছুটির ঠিক কিছু সময় আগে, দোতলার একটি ঘর থেকে বিকট শব্দের সঙ্গে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন সকলে। ঘটনায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রীদের মধ্যে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত ছাত্রীদের দ্রুত ও নিরাপদে স্কুল চত্বর থেকে বের করে নিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকল, পুলিশ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা নীলিমা রায় জানান, স্কুলের মূল বৈদ্যুতিক সংযোগ ও ট্রান্সফরমার থাকা ঘরটিতেই প্রথম আগুন লাগে। তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় কোনো ছাত্রী বা কর্মী আহত হননি। জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জী জানান, প্রশাসন ও দমকলের সময়োচিত তৎপরতায় এক বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ঘটনার পর অভিভাবকদের খবর দিয়ে ছাত্রীদের বাড়ি পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার সঠিক কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

তিস্তা নদী থেকে পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীর জলস্তর বাড়ার মাঝেই নদী থেকে এক পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুসুবা এলাকায় তিস্তা নদীর চরে হাতিটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলেই বাসিন্দারা প্রথম মৃতদেহটি লক্ষ্য করেন এবং তড়িঘড়ি বন দফতরে খবর দেন। এরপর শুক্রবার সকাল থেকে জলপাইগুড়ি ও বৈকণ্ঠপুর ডিভিশনের বনকর্মীরা যৌথভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ক্রেনের সাহায্যে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় মৃত হাতিটিকে নদী থেকে তোলা সম্ভব হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রচুর মানুষের ভিড় জমে। বনদপ্তরের আধিকারিকদের অনুমান, হাতিটি স্থানীয় এলাকার নয়। সম্ভবত পাহাড়ের কোথাও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেটি নদীতে তলিয়ে যায় এবং প্রায় ১০ দিন ধরে জলে ভেসে এখানে চলে এসেছে। বন দফতর জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই হাতির মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

শোবার ঘর থেকে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার ডোবায়, কাকিমা আটক

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ কোচবিহারের দিনহাটায় এক ছয় মাসের শিশু কন্যার রহস্য মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চধ্বজি ইন্দ্রনারায়ণ এলাকার এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিশুটির কাকিমা রেখা খাতুনকে আটক করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হকের স্ত্রী স্মিতা পারভিন শুক্রবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখেন বিছানায় তাঁর ছয় মাসের কন্যাসন্তানটি নেই। একই সঙ্গে ঘরের দরজা ও জানালা খোলা ছিল। রাতে একই ঘরে স্মিতা পারভিনের সঙ্গে তাঁর দেওরের স্ত্রী (কাকিমা) রেখা খাতুন এবং ননদ (পিসি) আহিমা খাতুনও ঘুমিয়ে ছিলেন। মা স্মিতা পারভিনের চিৎকারে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বাড়ির পেছনের একটি ডোবা থেকে শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে দিনহাটা পুলিশের এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। একটি ছয় মাসের শিশু কীভাবে নিজে থেকে ঘরের বাইরে গিয়ে ডোবায় পড়তে পারে, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে ঘটনার পেছনে পারিবারিক কোনো শত্রুতা বা অন্য কোনো রহস্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে শিশুটির মা স্মিতা পারভিনকেও সন্দেহের বাইরে রাখা হচ্ছে না।

Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 13-06-2026 05:52 Page 12

হোমমেকারদের মাসিক ৩০ হাজার টাকা 'বেতনে'র পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট

তাঁরা বাড়িতে থাকেন। দশভূজার মতো সংসারের সবদিক সামলান। তবু সমাজ যুগে যুগে কটাক্ষের ভঙ্গিতে তাঁদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, 'সারাদিন বাড়িতে বসে কী করো?' সেই গৃহবধূদের হয়ে এবার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। সাফ জানিয়ে দিল, একজন হোমমেকার যা পরিশ্রম করে সেটা মাসে ৩০ হাজার টাকা বেতনের সমতুল্য। এখানেই শেষ নয়। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, হোমমেকাররাই প্রকৃত অর্থে দেশ গড়ে তোলেন। পথ দুর্ঘটনায় এক গৃহবধূর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার ভিত্তিতেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় করোলের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সমাজে গৃহিণীদের ভূমিকা অসীম। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তত তিনটি দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা।

প্রথমত, গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়ত, স্বামী এবং সন্তানদের দেখভাল করেন। তৃতীয়ত, বাবা- মা এবং অভিভাবকস্থানীয় সকলের দায়িত্ব নেন। সুপ্রিম কোর্টের মতে, দুর্ঘটনায় বধূর মৃত্যু হলে পরিবারকে কতটা আর্থিক সাহায্য করা হবে সেই অঙ্ক নির্ধারণ করার জন্য এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় কোনও হোমমেকারের মৃত্যুতে মাসিক ৩০ হাজার টাকার আলাদা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিক মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম ট্রাইবুনাল। কারণ হোমমেকাররা যা শ্রম দান করেন, সেটার ন্যূনতম মজুরি এই অঙ্ক। তিনবছর অন্তত ১০ শতাংশ করে বাড়ানো উচিত এই অর্থের পরিমাণ। শীর্ষ আদালতের কথায়, হোমমেকারদের শ্রমকে অনেক সময়েই খাটো করে দেখা হয়।

যে মহিলা সময়, ক্ষমতা নিজের সংসারের জন্য ব্যয় করেন, তিনি কিন্তু সেই সংসারের উপার্জনেও বিনিয়োগ করেন।

তাই তাঁদের কাজের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যও দেওয়া উচিত। বিচারপতির কথায়, ''হোমমেকার না বলে তাঁকে দেশের নির্মাতা বলা উচিত।'' পাঞ্জাবের ওই গৃহবধূর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে ২.৪২ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ট্রাইবুনাল। পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাই কোর্টের রায়ে সেই অঙ্কটা বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৪ লক্ষ টাকা। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে বিমা সংস্থাকে ৬২.৭৮ লক্ষ টাকা দিতে হবে মহিলার পরিবারকে।

জোড়া ফলায় বিদ্ধ শেয়ার বাজার, রক্তক্ষরণ দালাল স্ট্রিটে

একে তো বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা, তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো চেপে বসেছে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি। আর এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপেই বৃহস্পতিবার সকালে বাজার খুলতেই রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। দালাল স্ট্রিটের সেনসেক্স থেকে নিফটি; সব সূচকেই যেন লাল রঙের ছড়াছড়ি! একদিকে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কালো মেঘ, অন্যদিকে আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির ভ্রুকুটি, দুইয়ে মিলে লগ্নিকারীদের মনে এমন আতঙ্ক ধরিয়েছে যে, হুড়মুড়িয়ে শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়ে গিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, এদিন বাজার খুলতেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) সেনসেক্স ৩৬৭.১৯ পয়েন্ট বা ০.৫০ শতাংশ একধাক্কায় নেমে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৩, ৬১৫.৯৯-এ। আর ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) নিফটি ৫০ সূচক ১১০.৫৫ পয়েন্ট বা ০.৪৮ শতাংশ খুইয়ে নেমে এসেছে ২৩,১০৪.৪০ পয়েন্টে।

শুধু ভারত নয়, ধাক্কা খেয়েছে এশিয়ার অন্যান্য বাজারগুলোও। জাপানের নিক্কেই থেকে শুরু করে হংকংয়ের হ্যাং সেং কিংবা তাইওয়ানের সূচক; সর্বত্রই পতনের একই ছবি। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতনের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভিলেন হল পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি। টানা দু'দিন ধরে ইরানের ওপর আমেরিকার সেনা হামলার জেরে পরিস্থিতি কার্যত বারুদস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এর জন্য তাদের 'কড়া দাম' চোকাতে হবে। অন্যদিকে ইরানও পিছু হঠতে নারাজ। আর এই দুইয়ের মাঝে পড়ে কার্যত আটকে গিয়েছে হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের তেল সরবরাহের অন্যতম প্রধান এই রুট অবরুদ্ধ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে হু হু করে বাড়ছে অপরিশোধিত তেলের দাম। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ইতিমধ্যেই ১.৮৮ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯৪.৮৫ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে।

এরই মধ্যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান। মে মাসে সে দেশে খুচরো মূল্যবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২ শতাংশে, যা গত তিন বছরে (এপ্রিল ২০২৩-এর পর) সর্বোচ্চ। বিশেষজ্ঞদের মতে, জ্বালানির এই আকাশছোঁয়া দামই মূল্যবৃদ্ধির আগুনে ঘি ঢালছে। আর আমেরিকার এই পরিসংখ্যান দেখে একটা বিষয় অন্তত স্পষ্ট, অদূর ভবিষ্যতে ফেডারেল রিজার্ভের সুদ কমানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই। এই সব মিলিয়েই বিশ্বজুড়ে লগ্নিকারীদের মনে এখন তীব্র হতাশা। আর সেই হতাশার আঁচ এসে লেগেছে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। কোটাক সিকিউরিটিজ-এর মতো বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতি যা, তাতে খুব তাড়াতাড়ি এই রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। নিফটি ২৩, ৩৫০-এর গণ্ডি পার না করলে এই দুর্বল পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শেয়ার বাজারের কারবারিরা। সব মিলিয়ে দালাল স্ট্রিটের আকাশে আপাতত ঘন কালো মেঘ, কবে যে রোদ উঠবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে!

প্রতিরক্ষা গবেষণায় নয়া সাফল্য, আকাশে উড়ল নতুন স্বপ্ন

'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ডানায় ভর করে এবার সত্যিই আকাশে উড়ল আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নখ্ন

বুধবার গুজরাতের বডোদরার আকাশ সাক্ষী থাকল এক নয়া ইতিহাসের, যখন প্রথমবার সফলভাবে উড়ান সম্পন্ন করল এ দেশে তৈরি সামরিক পরিবহণকারী বিমান সি-২৯৫। এতদিন যা ছিল কেবল কারখানার চার দেওয়ালের অন্দরে আর কাগজে-কলমে, তা-ই এবার সগর্বে ডানা মেলল নীল আকাশে। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে এই সফল 'মেডেন টেস্ট ফ্লাইট'-এর খবর প্রকাশ্যে আসতেই উন্মাদনার পারদ চড়েছে। এই উড়ান যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার দিন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। হিসেব বলছে, মোট ৫৬টি এমন সি-২৯৫ বিমান নিজেদের বহরে শামিল করতে চলেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। আর তার জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় ২১,৯৩৫ কোটি টাকা! তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক লুকিয়ে আছে অন্যত্র। এই ৫৬টি বিমানের মধ্যে ৪০টি কিন্তু আর সুদূর ইউরোপ থেকে উড়ে আসবে না, বরং সেগুলো তৈরি হবে খাস ভারতের মাটিতেই। টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড এবং এয়ারবাস-এর যৌথ উদ্যোগে বডোদরার কারখানাতেই এই বিমানগুলো একত্রিত করার কাজ চলবে। বুধবারের সফল উড়ান সেই অসাধ্য সাধনেরই এক ঝলক দেখাল। বায়ুসেনার কথায়, এই সাফল্য শুধু ভারতের অ্যারোস্পেস ক্ষমতার বিস্তারই নয়, বরং 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার লক্ষ্যে তাদের অঙ্গীকারের এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

সব মিলিয়ে বলাই যায়, সি-২৯৫-এর এই প্রথম উড়ান নিছকই কোনও পরীক্ষা নয়, এ যেন বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর হওয়ার এক দরাজ ঘোষণা।

আধার পেতে চাই এনআরসি-র রসিদ!

অনুপ্রবেশ রুখতে অসমে কড়া 'হিমন্ত-ফতোয়া'

আধার কার্ড চাই? আগে এনআরসি-র রসিদ দেখান! হ্যাঁ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবার এমনই এক নতুন 'গুগলি' ছুঁড়ে দিয়েছেন। অনুপ্রবেশ রুখতে এমনিতেই সদাব্যস্ত অসম সরকার, আর এবার সেই তালিকায় জুড়ল আধার-এনআরসি গাঁটছড়া। গুয়াহাটিতে বসে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে নতুন করে আধার কার্ডের আবেদন করতে গেলে এবার থেকে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি-র আবেদনের রসিদ নম্বর দেখানো একেবারে বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, পকেটে আধার কার্ডের স্বপ্ন থাকলে, আগে এনআরসি-র খাতায় নাম তোলার প্রমাণ পেশ করতে হবে। হঠাৎ এমন কড়াকড়ি কেন?

সরকারের যুক্তি একেবারে সোজাসাপটা; অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে হবে। পরিসংখ্যানেও চোখ রাঙানি কম নয়। চলতি বছরেই নাকি অসমে ৫৪ জন বেআইনি অভিবাসীকে পাকড়াও করা হয়েছে। আর তাই, আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র যাতে কোনোভাবেই ভিনদেশিদের হাতে না পৌঁছয়, তার জন্যই এই মোক্ষম চাল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথায়, আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ইতিমধ্যেই একাধিক কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তবে শুধু কাগজে-কলমে নিয়ম করেই থেমে নেই প্রশাসন। ময়দানেও জোরদার প্রস্তুতি তুঙ্গে। পরিস্থিতি বুঝে এবার সীমান্ত জেলাগুলোতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যারা মূলত সীমান্ত পুলিশকে এই অনুপ্রবেশ ঠেকানোর কাজে সাহায্য করবে। সব মিলিয়ে ছবিটা বেশ পরিষ্কার; অসমে এখন আধার কার্ডের আবেদন স্রেফ আঙুলের ছাপ আর ঠিকানার প্রমাণপত্রে আটকে নেই, তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নাগরিকত্বের এক বেশ কঠিন অঙ্ক!

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির হ্যাটট্রিক!

গুজরাটের পর মধ্যপ্রদেশ। আরও এক রাজ্যে বিজেপি ঝড়ে উড়ে গেল বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার গেরুয়া শিবিরের তিন প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন। উল্লেখ্য,কংগ্রেসের রাজ্যসভা প্রার্থী মীনাক্ষী নটরাজনের প্রার্থীপদ বাতিল করেছেন রিটার্নিং অফিসার। ফলে রাজ্যসভায় বিজেপির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীই অবশিষ্ট ছিল না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপির জয় ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। বৃহস্পরিবার রজনীশ আগরওয়াল, তরুণ চুঘ এবং মহেশ কৈবতকে জয়ীর শংসাপত্র দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই জয় আটকাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। মীনাক্ষীর মনোনয়ন বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে হাত শিবির। নির্বাচন কমিশনেও গিয়েছে কংগ্রেসের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। কিন্তু লাভ হয়নি। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি। আদালতেও শুক্রবার এই ইস্যুতে শুনানি হবে। অর্থাৎ, বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করতে কোনও বাধাই ছিল না এদিন। উল্লেখ্য, আগামী ১৮ জুন রাজ্যসভা নির্বাচন। কিন্তু তার আগেই হলফনামায় তথ্য গোপনের অপরাধে বাতিল হয় কংগ্রেস প্রার্থী মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়ন। মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে রিটার্নিং অফিসারের কাছে তথ্য গোপনের অভিযোগ জানান বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং রাকেশ সিং। অভিযোগ করেন, হায়দরাবাদের এক আদালতে ফৌজদারি মামলা রয়েছে মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে। মীনাক্ষীর কোন যুক্তি মানেননি রিটার্নিং অফিসার। তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দেন। কিন্তু একই অভিযোগ উঠলেও বাতিল হয়নি এনডিএ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী পরিমল নাথওয়ানির মনোনয়ন। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ এনেছিলেন ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস বিধায়ক নমন বিক্সাল কোঙ্গারি। তিনি দাবি করেন, হলফনামায় একাধিক বাণিজ্যিক সংস্থায় ডিরেক্টর থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেননি পরিমল। এছাড়া মনোনয়নের নথিতে যেভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিও যথাযথ নয়। তা সত্ত্বেও বাতিল হয়নি তাঁর মনোনয়ন।

৭২ ঘণ্টায় হাজার গ্রেফতার, দেড় হাজার মামলা!

অপারেশন তুফান-এ মাদক মাফিয়াদের কোমর ভাঙল কেরল পুলিশ

নামটা 'অপারেশন তুফান', আর কাজেও একেবারে সেই তুফানের মতোই আছড়ে পড়ল কেরল পুলিশ! মাত্র ৭২ ঘণ্টার এক ঝটিকা অভিযান, আর তাতেই কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল রাজ্যের মাদক চক্রের বিস্তীর্ণ জাল। হিসেব বলছে, এই তিন দিনে দেড় হাজারেরও বেশি মামলা রুজু হয়েছে, আর শ্রীঘরে পাঠানো হয়েছে হাজারেরও বেশি মাদক কারবারিকে। সব মিলিয়ে ভারতের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় 'নারকোটিক হান্ট' বা মাদক বিরোধী অভিযানের তকমা ইতিমধ্যেই সেঁটে গিয়েছে কেরল পুলিশের এই মেগা-অপারেশনের গায়ে। ''ঈশ্বরের আপন দেশ'-এ বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই ঘাপটি মেরে বসছিল মাদক মাফিয়ারা। জাল ছড়াচ্ছিল পাড়ায় পাড়ায়। কিন্তু মাফিয়ারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে, তাদের শায়েস্তা করতে অন্দরে অন্দরে কী মারাত্মক ছক কষছে প্রশাসন! একেবারে সিনেমার কায়দায়, চরম গোপনীয়তা বজায় রেখে রাজ্যজুড়ে একযোগে শুরু হয় এই 'অপারেশন তুফান'। আর পুলিশ যখন ময়দানে নামল, তখন পালানোর আর পথ পেল না কারবারিরা। রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, অলিগলি থেকে রাজপথ; সর্বত্র চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে মাত্র তিন দিনের মাথাতেই এক হাজারেরও বেশি দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে পুলিশ। পরিসংখ্যান বলছে, এই ৭২ ঘণ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন থানা মিলিয়ে মোট ১৫০০-র বেশি এফআইআর দায়ের হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণ বেআইনি মাদকদ্রব্য। পুলিশ কর্তাদের দাবি, এই ঝটিকা অভিযানের জেরে রাজ্যের মাদক সিন্ডিকেট কার্যত পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। শুধু কেরল নয়, গোটা দেশের পুলিশের কাছেই এই 'অপারেশন তুফান' এখন এক বড়সড় নজির। মাদক কারবারিদের উদ্দেশে কেরল প্রশাসনের বার্তা একেবারে পরিষ্কার; 'খেলার নিয়ম বদলেছে, এবার তুফান উঠবে খাকির দাপটেই!'

কৃত্রিম মেধার কোপে ভারতের ২৫০ চাকরি!

পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরছে মার্কিন সংস্থা 'ওপেনডোর'

কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) কি সত্যিই মানুষের রুটিরুজি কাড়তে শুরু করেছে? এই প্রশ্নটা এতদিন জল্পনার স্তরে থাকলেও, এবার তা একেবারে জলজ্যান্ত বাস্তব হয়ে আছড়ে পড়ল ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে। কৃত্রিম মেধার দাপটে স্রেফ এক ধাক্কায় ভারতের বুক থেকে নিজেদের গোটা ব্যবসাই গুটিয়ে নিল মার্কিন রিয়েল এস্টেট প্রযুক্তি সংস্থা 'ওপেনডোর'। আর এর জেরে এক লহমায় কাজ হারালেন সংস্থার প্রায় ২৫০ জন ভারতীয় কর্মী। সংস্থার সিইও কাজ নেজাতিয়ান রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁদের মূল গ্রাহকরা যেহেতু আমেরিকায় রয়েছেন, তাই কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দুও সেখানেই থাকা উচিত। আর সেই যুক্তিতেই ভারতের পাট চুকিয়ে 'এআই-নির্ভর' ছোট ছোট টিমের হাতে কাজের ভার তুলে দিচ্ছে এই মার্কিন সংস্থা। এতদিন ধরে মূলত ম্যানুয়াল বা হাতে-কলমে করার মতো কাজগুলো সামলাতেই ভারতে বিশাল কর্মী বাহিনী তৈরি করেছিল ওপেনডোর। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। এআই-এর দৌলতে সেই কাজ অনেক কম কর্মী নিয়ে এবং অনেক দ্রুত আমেরিকার মাটিতে বসেই করা সম্ভব হচ্ছে। আর তাতেই কোপ পড়েছে ভারতীয়দের চাকরিতে।

১৫ বছরের বঞ্চনা আর অত্যাচার থেকে অবশেষে মুক্তি পেয়েছে বাংলা!

তীব্র কটাক্ষ পীযূষের

একদিকে দলের অন্দরে গৃহযুদ্ধ, অন্যদিকে একের পর এক সাংসদের ইস্তফা; সব মিলিয়ে জোড়াফুল শিবিরে এখন রীতিমতো ডামাডোল। আর এই ঘোলা জলেই এবার ছিপ ফেলতে নামল পদ্ম শিবির। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ শাসনকালকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তাঁর সাফ দাবি, দীর্ঘ ১৫ বছরের 'অত্যন্ত নিষ্ঠুর' শাসন, বঞ্চনা আর চরম দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে অবশেষে মুক্তি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূলের অন্দরের এই ডামাডোলকে হাতিয়ার করে কার্যত মমতার জমানার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেওয়ার চেষ্টাই করলেন এই হেভিওয়েট বিজেপি নেতা। সাংবাদিক বৈঠকে গোয়েলের গলায় ছিল রীতিমতো শ্লেষের সুর। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাসনের একটা জলজ্যান্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। স্রেফ সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে মানুষকে দারিদ্র্যের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। ১৫ বছরে না হয়েছে কোনও উন্নয়ন, না হয়েছে জনকল্যাণ'। এরপরই তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে গোয়েলের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গ এখন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতা পেয়েছে। দীর্ঘদিনের এই দমবন্ধ করা পরিবেশের পর মানুষ এখন মন খুলে কথা বলতে পারছেন। সম্ভবত সেই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এখন নিজের মনের আসল কথাটা প্রকাশ্যে বলে ফেলছেন!' এরপরই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এবার বাংলার ভাগ্যের চাকা ঘুরবে এবং উন্নয়নের পথে হাঁটবে রাজ্য। গোয়েলের এই 'কল্যাণ-কটাক্ষ'-এর নেপথ্যে অবশ্য রয়েছে তৃণমূলের অন্দরের এক টাটকা মেগা-সিরিয়াল। সম্প্রতি একটি স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে না জানিয়ে আচমকাই অন্য আইনজীবী নিয়োগ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এতেই সম্মানে মারাত্মক ঘা লেগেছে প্রবীণ সাংসদ তথা আইনজীবীর। ক্ষোভে ফেটে পড়ে তিনি কার্যত মমতাকে চরমসীমা বেঁধে দিয়ে বলেছেন, 'হয় অভিষেককে বাছুন, নয়তো আমাকে!' অভিষেকের 'উদ্ধত' আচরণের কড়া সমালোচনা করে কল্যাণের তোপ, 'আমি তো আর ডাস্টবিন নই! বয়স্কদের সম্মান করতে জানতে হয়।

দলের আজ যা দুর্গতি, তা ওর জন্যই'। শুধু তাই নয়, প্রবীণ নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনকে গোটা বিষয়টি জানালেও খোদ 'দিদি' যে তাঁকে একবারও ফোন করে খোঁজ নেননি, সেই আক্ষেপও গোপন করেননি কল্যাণ। জোড়াফুলের এই চরম ডামাডোল আর গৃহযুদ্ধের আবহকেই যে বিজেপি এবার তাদের অন্যতম বড় হাতিয়ার করতে চলেছে, পীযূষ গোয়েলের এই মন্তব্যই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

লাফিয়ে বাড়ছে ইবোলা!

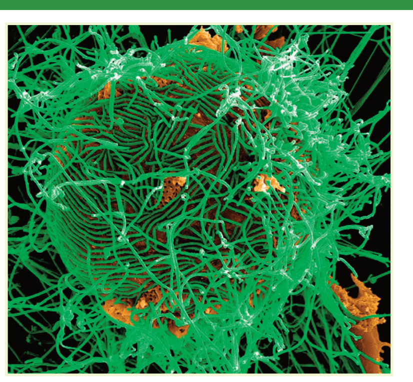

ইবোলা ভাইরাস। সম্প্রতি আফ্রিকায় এই মারণ ভাইরাসের দাপাদাপি গোটা বিশ্বেরই ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক বাড়ছে। ৯ জুন পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, কঙ্গোয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৩৫। পাশাপাশি আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। আগের দিনই যা ছিল ৫৬.৪ শতাংশ, তা এখন দাঁড়িয়েছে ৬১.১ শতাংশে। কঙ্গোর স্বাস্থ্যমন্ত্রী রজার কাম্বা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ। কিন্তু আশার কথা অনেকেই সেরে উঠছেন। যদিও আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, তবুও সতর্কতা রয়েছে পুরোদমে। তাঁর দাবি, প্রতিটি অঞ্চলের দিকেই নজর রাখা হচ্ছে। কাম্বার কথায়, দপ্রতিটি সুস্থ হয়ে ওঠার ঘটনা একটি জোরালো বার্তা দিচ্ছে। চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসুন, কারণ দ্রুত চিকিৎসাই জীবন বাঁচায়।দ বলে রাখা ভালো, ১৫ মে সরকারি ঘোষণায় জানানো হয় ইবোলার 'বুন্ডিবুগিও স্ট্রেন' ছড়িয়ে পড়েছে কঙ্গোয়। যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই সংক্রমণ বাড়ছে। বলে রাখা ভালো, কঙ্গো ও উগান্ডার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আপাতত সংক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকলেও পরিস্থিতিকে হালকাভাবে দেখার কোনও সুযোগ নেই। আফ্রিকার এই অঞ্চল দীর্ঘ দিন ধরেই সংঘাত, গৃহহীন দশা এবং দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জর্জরিত। যুদ্ধ ও বাস্তুচ্যুতির আবহে বহু সংক্রমণ শনাক্ত না-হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। হু-র তথ্য অনুযায়ী, কঙ্গোর ইতুরি প্রদেশে ইতিমধ্যেই একাধিক নিশ্চিত ও সন্দেহভাজন সংক্রমণ এবং মৃত্যুর খবর মিলেছে।

কোঝিকোড়ে ফের নিপার থাবা

আশঙ্কাজনক আক্রান্ত, কোয়রান্টিনে ১৫

আরও এক বার ত্রাস হয়ে ফিরল মারণ ভাইরাস নিপা। ফের সেই কেরলের কোঝিকোড়। পুণের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি' (এনআইভি) নিশ্চিত করেছে, কোঝিকোড়ের রামানাথুকরার এক ৪৩ বছরের বাসিন্দা নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত। আপাতত কোঝিকোড় মেডিক্যাল কলেজের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) ভেন্টিলেশনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে চরম আতঙ্ক দানা বেঁধেছে ওই এলাকায়। জেলাশাসক এম এস মাধবীকুট্টি জানিয়েছেন, আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা ৭৭ জনের একটি তালিকা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ৫৮ জনই স্বাস্থ্যকর্মী, ১৪ জন পরিবারের সদস্য এবং বাকি ৫ জন বন্ধু ও সহকর্মী। স্বস্তির বিষয় একটাই, এখনও পর্যন্ত এঁদের কারও শরীরেই কোনও উপসর্গ মেলেনি।

তবুও বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন। নজরদারিতে থাকা এই ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জনকে 'সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' এবং ১৩ জনকে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ১৫ জনকে ইতিমধ্যেই কঠোর কোয়রান্টিনে পাঠানো হয়েছে। বাকি ৬২ জন রয়েছেন 'স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ' তালিকায়। কোথা থেকে এল এই মারণ ভাইরাস? রোগীর রুট ম্যাপ তৈরি করে ভাইরাসের উৎস খুঁজছেন বিশেষজ্ঞরা। মূলত দু'টি জায়গার দিকে নজর রয়েছে প্রশাসনের। প্রথমত, আক্রান্তের বাড়ির কাছের একটি ফলের গাছ এবং দ্বিতীয়ত, ফারোকের কাছে কারাদের একটি গুদাম, যেখানে ওই ব্যক্তি তাঁর মালপত্র রাখতেন। স্থানীয়দের দাবি, ওই গুদামে বাদুড়ের আনাগোনা রয়েছে। বন দফতর ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখছে সেখানে বাদুড়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না। জানা গিয়েছে, গত ৩০ মে জ্বর নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি।

১ জুন স্থানীয় একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক ক্লান্তি ও খাওয়ার অরুচি না কমায় ৭ জুন তাঁকে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল শরীরে সোডিয়াম কমে যাওয়ার জেরেই এই ক্লান্তি। পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর তাঁর কথাবার্তা জড়িয়ে যেতে শুরু করে। তখনই চিকিৎসক এ এস অনুপ কুমারের সন্দেহ হয়। ২০১৮ এবং ২০২৩ সালের নিপা প্রাদুর্ভাব মোকাবিলার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তড়িঘড়ি এমআরআই এবং অন্যান্য পরীক্ষার নির্দেশ দেন, তাতেই ধরা পড়ে নিপার উপস্থিতি। চিকিৎসকদের দাবি, ওই ব্যক্তি সম্ভবত 'প্রাইমারি কেস', ফলে সংক্রমণ খুব বেশি ছড়ানোর সুযোগ পায়নি। এখনও কোনও 'কন্টেনমেন্ট জোন' ঘোষণা করা না হলেও, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

রামানাথুকরা পুরসভায় দফায় দফায় বৈঠক করেছে র‍্যাপিড রেসপন্স টিম। পর্যাপ্ত পিপিই কিট মজুত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আতঙ্ক কাটাতে ও তথ্য জানাতে জেলা মেডিক্যাল অফিসে খোলা হয়েছে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম। চালু হয়েছে হেল্পলাইন নম্বর (০৪৯৫২৩৭৩৯০১ এবং ৯০৭২০০৭৭৬৭)। আপাতত চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টা আর কড়া নজরদারির মাঝেই ফের এক অজানা আতঙ্কের প্রহর গুনছে ঈশ্বরের আপন দেশ।

১৩
১৩ জুন ২০২৬

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

মে মাসের সেরা হওয়ার দৌড়ে তিন নারী ক্রিকেটার

ক্রিকেটের বাইশ গজে মে মাসে কে ছিলেন সেরা? আইসিসি-র 'উইমেন্স প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ'-এর মনোনয়ন তালিকায় এবার তিন দেশের তিন তারকার নাম! মে মাসের সেরা নারী ক্রিকেটারের মুকুট কার মাথায় উঠবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা। আর এই সেরার দৌড়ে এবার জায়গা করে নিয়েছেন পাকিস্তানের গুল ফিরোজা, ইংল্যান্ডের লরেন বেল এবং নিউজিল্যান্ডের ম্যাডি গ্রিন। পাকিস্তানের জার্সিতে মে মাসটা রীতিমতো স্বপ্নের মতো কাটিয়েছেন ডানহাতি ওপেনার গুল ফিরোজা। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে তাঁর ব্যাট থেকে যেন রানের বন্যা বয়েছে।

তিনটি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ২৫৬ রান, যার গড় চমকে দেওয়ার মতো; ১২৮.০০! প্রথম ম্যাচে হাফ-সেঞ্চুরির পর টানা দুটো সেঞ্চুরি করে জিম্বাবোয়েকে কার্যত একাই হোয়াইটওয়াশ করার পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিতেও তাঁর দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো, চার ম্যাচে ১৫৭.৬৯ স্ট্রাইক রেটে তুলেছেন ৮২ রান। অন্যদিকে, বল হাতে গতির ঝড় তুলেছেন ইংল্যান্ডের পেসার লরেন বেল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তাঁর দাপট অব্যাহত ছিল, যেখানে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের রীতিমতো নাজেহাল করে চার ম্যাচে তুলে নিয়েছেন আটটি উইকেট। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তাঁর এই ফর্ম ইংল্যান্ড শিবিরের জন্য যে দারুণ স্বস্তির, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তালিকায় তৃতীয় নামটি নিউজিল্যান্ডের ম্যাডি গ্রিনের। ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে একদিনের এবং টি-টোয়েন্টি, দুই ফর্ম্যাটেই কিউয়ি ব্রিগেডের হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে গিয়েছেন তিনি।

একদিনের সিরিজে ৬২.৫০ গড়ে ১২৫ রান করার পর, টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে কার্যকরী ৯৩ রান। এখন দেখার বিষয়, ব্যাট আর বলের এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসেন! তবে যে-ই জিতুক, ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এই মে মাস যে নারী ক্রিকেটের এক জমজমাট প্যাকেজ ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

সেরা ক্রিকেটারের লড়াইতে বাংলাদেশের দুই তারকার সঙ্গে নেপালের অলরাউন্ডার

বাইশ গজে মে মাসে কার দাপট ছিল সবচেয়ে বেশি? বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র 'মেনস প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ'-এর মনোনয়ন তালিকায় এবার এক চমকপ্রদ ত্রিভুজ লড়াই! মে মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটারের সম্মান কার ঝুলিতে যাবে, তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে বিস্তর জল্পনা। আর এই দৌড়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের দুই নায়ক; বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম এবং তাইজুল ইসলামের সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছেন নেপালের দাপুটে অলরাউন্ডার দীপেন্দ্র সিং আইরি। চলতি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে মে মাসটা বাংলাদেশের জন্য একেবারে সোনায় বাঁধানো। পাকিস্তানকে তাদেরই ডেরায় গিয়ে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিমের। সিরিজের দুই টেস্ট মিলিয়ে ৬৩.২৫ গড়ে তিনি ঝুলিতে পুরেছেন ২৫৩ রান। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে তাঁর ৭১ রানের লড়াকু ইনিংসই শুধু নয়, সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসা ১৩৭ রানের মহাকাব্যিক সেঞ্চুরিই ম্যাচের রং বদলে দিয়েছিল। এই অনবদ্য পারফরম্যান্সের সুবাদেই 'প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ'-এর খেতাবও ওঠে তাঁর মাথায়। তবে মুশফিকুর একা নন, বল হাতে প্রতিপক্ষকে নাকানিচোবানি খাইয়ে মে মাসের সেরার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন তাঁরই সতীর্থ তাইজুল ইসলাম। বাঁহাতি এই স্পিনার দুই টেস্টের সিরিজে মোট ১৩টি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন, যার গড় চমকে দেওয়ার মতো; ১৯.৬১। সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে টানা ৩৪.২ ওভার বল করে ১২০ রান দিয়ে ৬ উইকেট তুলে নেওয়ার সেই ম্যারাথন স্পেল তো ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকদিন মনে থাকবে। এখানেই শেষ নয়, বলের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও লোয়ার অর্ডারে কার্যকরী ৫৮ রান যোগ করে দলের জয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন তিনি। আর এই দুই বঙ্গ-তারকার সঙ্গে যিনি এই পুরস্কারের জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নেমেছেন, তিনি হলেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরি। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ ২-এর মঞ্চে মে মাসে কার্যত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের চূড়ান্ত নিদর্শন রেখেছেন তিনি।

৬টি ওয়ানডে ম্যাচে ৪৯.৮০ গড় এবং ১১০.৬৬ স্ট্রাইক রেটে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২৪৯ রান, যার মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে একটি চোখ ধাঁধানো সেঞ্চুরির পাশাপাশি রয়েছে দুটি হাফ-সেঞ্চুরিও। আর বল হাতে? সেখানেও বাজিমাত! ৪.৫২ ইকোনমি রেটে তুলে নিয়েছেন ৮টি উইকেট। বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে মাত্র ২৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেওয়ার স্পেলটি তাঁর ম্যাচ উইনার সত্তারই প্রমাণ দেয়। এখন দেখার, ব্যাট আর বলের এই ত্রিমুখী মহারণে শেষমেশ মে মাসের সেরা ক্রিকেটারের মুকুট ওঠে কার মাথায়!

এবার টি-টোয়েন্টি জয়ের পালা! হরমনপ্রীতদের তাতালেন পূজা

ঘরের মাঠে ২০২৫ সালে একদিনের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছিল ভারতের প্রমিলা বাহিনী। কিন্তু সেই জয়ের ঘোর নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, সামনেই যে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ! আর সেই মেগা ইভেন্টের আগে হরমনপ্রীত কৌরদের তাতাতে এবার আসরে নামলেন খোদ পেস বোলিং অলরাউন্ডার পূজা বস্ত্রকার। ইংল্যান্ডের মাটিতে বসতে চলা এই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের স্কোয়াডে তিনি সুযোগ পাননি ঠিকই, কিন্তু তাতে কী? দলের প্রতি সমর্থন আর আবেগ তো আর মুছে যাওয়ার নয়!৵বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ লিগে (এমপিএল) চম্বল ঘড়িয়ালসের অধিনায়কত্ব করছেন পূজা। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানিয়েছেন, একদিনের বিশ্বকাপে ভারতীয় দল যে দাপট দেখিয়েছে, টি-টোয়েন্টিতেও সেই একই ফর্ম আর মোমেন্টাম ধরে রাখতে হবে। তাঁর কথায়, ক্ষ্মএকদিনের বিশ্বকাপে মেয়েরা দারুণ খেলেছে। আমার একটাই বার্তা থাকবে; ওই একই মেজাজ যেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বজায় থাকে। তবে শুধু দলের প্রশংসাই নয়, আসল সত্যটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। পূজার মতে, দলে এখন আর স্রেফ এক-দু'জন তারকার ওপর নির্ভরশীল নয় ভারত। বরং একাধিক অভিজ্ঞ ম্যাচ-উইনার রয়েছেন। কিন্তু আসল বাজিমাত করবে সেই, যে কি না টুর্নামেন্টের চরম চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবে। তবে লড়াইটা যে মোটেও সহজ হবে না, সে কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন এই তারকা পেসার। ভারতের পাশাপাশি এই টুর্নামেন্টে আরও দুই হেভিওয়েটকে কড়া নজরে রাখছেন তিনি; ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবং প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ও এবারের আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড। পূজার সাফ কথা, অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন ধরে মহিলাদের ক্রিকেটে আধিপত্য দেখিয়ে আসছে, তাই তাদের হেলাফেলা করা বোকামি।

অন্যদিকে, ইংল্যান্ড নিজেদের চেনা পরিবেশে খেলার পুরো ফায়দা তুলবে। সব মিলিয়ে হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানাদের সামনে যে এক কড়া পরীক্ষা অপেক্ষা করছে, তা বলাই বাহুল্য। তবে একদিনের বিশ্বকাপের সেই সোনালি ট্রফি যখন ক্যাবিনেটে আছে, তখন টি-টোয়েন্টিটাও বা বাদ যায় কেন? পূজার এই 'পেপ-টক' শুনে ভারতীয় দল কতটা উজ্জীবিত হয়, এখন সেটাই দেখার!

সঠিক লোক বাছতে ব্যস্ত ট্রাম্প রেফারি থেকে দল বিশ্বকাপের আগে ভিসা-জটে জেরবার আমেরিকা!

বিশ্বকাপের বাঁশি বাজার আগেই আমেরিকায় বাজছে বিতর্কের দামামা! মেক্সিকো, কানাডা আর মার্কিন মুলুকে আজ থেকেই শুরু হচ্ছে ফুটবলের মহাযজ্ঞ, অথচ মাঠের বাইরের খেলায় রীতিমতো ঘাম ছুটছে আয়োজকদের। কারণ সেই পুরোনো; আমেরিকার কড়া অভিবাসন আর ভিসা নীতি! খোদ ডোনাল্ড ট্রাম্প আসরে নেমে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর প্রশাসন বেছে বেছে কেবল 'সঠিক লোকেদের'-ই দেশে ঢোকার অনুমতি দেবে। আর এই 'সঠিক' বাছার ঠেলায় জেরবার খোদ ফিফা! সোমালিয়ার ফিফা-স্বীকৃত রেফারি ওমর আবদুলকাদির আরতানকে স্রেফ মার্কিন মুলুকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। ক্ষুব্ধ রেফারি একে 'দুর্ভাগ্যজনক' বললেও, আমেরিকার অভিবাসন নীতির সামনে ফিফাও যে কার্যত অসহায়, তা মেনে নিয়েছেন স্বয়ং ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সমালোচকদের উদ্দেশে তাঁর সোজা বার্তা, 'একটু রিল্যাক্স করুন, ধৈর্য ধরুন!' তাঁর মতে, ফিফা তো আর কোনও স্বাধীন দেশের অভিবাসন নীতিতে নাক গলাতে পারে না, তবে পর্দার আড়ালে সমাধানের চেষ্টা চলছে। ভিসা-জটের এই ধাক্কা লেগেছে ইরানের গায়েও। আমেরিকার প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ির জেরে বাধ্য হয়েই অ্যারিজোনা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে মেক্সিকোতে অনুশীলন শিবির সরাতে হয়েছে ইরানকে। তার ওপর আবার লস অ্যাঞ্জেলেসের সিটি হলের সামনে ইরানের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তুমুল বিক্ষোভ। মানবাধিকার কর্মীদের দাবি, বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়ে আসলে নিজেদের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিই শোধরাতে চাইছে তেহরান। সব মিলিয়ে, বল গড়ানোর আগেই ২০২৬-এর বিশ্বকাপে ফুটবলের চেয়ে রাজনীতির পারদই এখন তুঙ্গে! মাঠে ম্যাজিক, মাঠের বাইরে বিপত্তি! আইসল্যান্ডকে উড়িয়েও পাসপোর্ট-ফাঁস বিতর্কে অস্বস্তিতে মেসিরা। আলাবামা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে আইসল্যান্ডকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে মাঠের খেলায় নিজেদের দাপট প্রমাণ করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আর সেই ম্যাচে গোল করে নিজের পারফরম্যান্স এবং ফিটনেস নিয়ে চূড়ান্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন খোদ ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি। কিন্তু মাঠের এই হাসিমুখ ম্লান হয়ে গিয়েছে মাঠের বাইরের এক মারাত্মক ভুলে! বিশ্বকাপের আগে দলের নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, এক বড়সড় নিরাপত্তা গাফিলতির জেরে খোদ অধিনায়ক মেসি-সহ গোটা আর্জেন্টিনা দলের পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টের ঠিক আগে এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজয়ী শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। যদিও মেসি নিজে আপাতত সে সব ভুলে ফুটবলেই মন দিতে চাইছেন। আইসল্যান্ড বধের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে ফুরফুরে মেজাজেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন এলএমটেন। তবে ট্রফি ধরে রাখার মিশনে নামার আগে এই পাসপোর্ট-ফাঁস বিতর্ক যে আর্জেন্টিনা শিবিরের জন্য একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বমঞ্চে ভারতের সেনাপতি সেই সিন্ধুই

১০ সদস্যের দল নিয়ে ব্যাডমিন্টন বিশ্বকাপে নামছে দেশ

ফের একবার বিশ্বজয়ের হাতছানি। আর সেই মহাযুদ্ধে ভারতীয় দলের মশাল থাকছে অভিজ্ঞ পি ভি সিন্ধুর হাতেই। আসন্ন ২০২৬ সালের বিডব্লিউএফ বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ১০ সদস্যের শক্তিশালী ভারতীয় দল ঘোষণা করা হলো, যার নেতৃত্বে রয়েছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী এই শাটলার।

বিশ্বমঞ্চে বারবার নিজেকে প্রমাণ করা সিন্ধু যে তরুণ প্রজন্মের কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা, তা দল নির্বাচনের এই রূপরেখাতেই একেবারে স্পষ্ট। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চ সিন্ধুর কাছে বরাবরই অত্যন্ত পয়া। ২০১৯ সালে এই প্রতিযোগিতাতেই সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি, এছাড়া তাঁর ঝুলিতে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি পদক। সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভর করেই এবার ১০ সদস্যের ভারতীয় কন্টিনজেন্টকে পথ দেখাবেন তিনি। দলে যেমন সিন্ধুর মতো অভিজ্ঞ তারকার উপস্থিতি রয়েছে, তেমনই রয়েছেন একঝাঁক প্রতিভাবান তরুণ শাটলার, যাঁরা আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিজেদের ছাপ ছাড়তে মরিয়া। সিঙ্গলস এবং ডাবলস মিলিয়ে এই দলটিতে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার এক দারুণ ভারসাম্য রাখা হয়েছে। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার কর্তারাও মনে করছেন, বড় টুর্নামেন্টের চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে সিন্ধুর এই নেতৃত্ব দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের এই সর্বোচ্চ আসরে লড়াইটা যে একেবারেই সহজ হবে না, তা বিলক্ষণ জানেন ভারতীয় শাটলাররা। চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বা ইন্দোনেশিয়ার মতো ব্যাডমিন্টন পরাশক্তিদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে ভারতকে। তবে গত কয়েক বছরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন যে অবিশ্বাস্য উত্থানের সাক্ষী থেকেছে, তা পদকের আশাকে আরও জোরালো করে তুলেছে। সিন্ধুর চওড়া র্যা কেট থেকে যেমন আরও একটি মহাকাব্যিক লড়াই দেখার অপেক্ষায় গোটা দেশ, তেমনই দলের বাকি তরুণ সদস্যদের চমকে দেওয়া পারফরম্যান্সের দিকেও তাকিয়ে রয়েছেন কোটি কোটি ক্রীড়াপ্রেমী। কোর্টের ঘামে ভেজা লড়াইয়ে এই ১০ জন অকুতোভয় যোদ্ধা দেশের জন্য কতটা গৌরব ছিনিয়ে আনতে পারেন, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

কেরিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপে নামার আগে আবেগে ভাসছেন সন

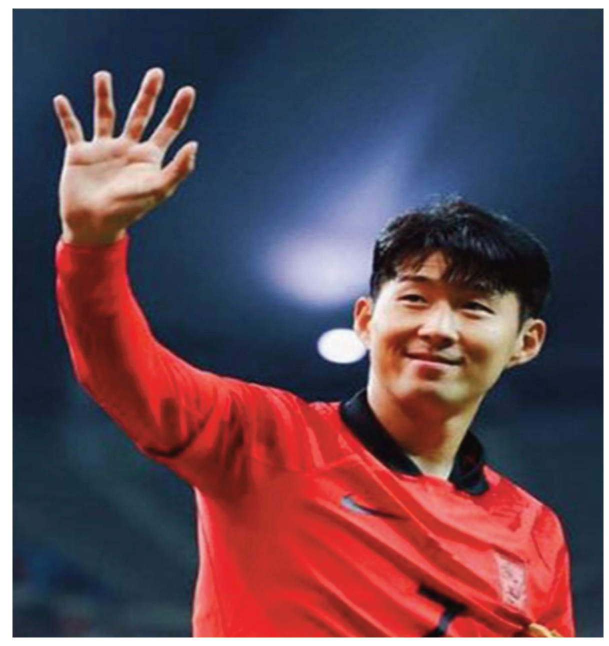

বয়স তেত্রিশ ছুঁয়েছে, নামের পাশে ১৪৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ আর ৫৬টা গোলের জ্বলজ্বলে পরিসংখ্যান। কিন্তু যখনই বিশ্বকাপের মঞ্চে পা রাখেন, তখ ন যেন সব অঙ্ক, সব হিসেবনিকেশ নিমেষে উধাও হয়ে যায়! মেক্সিকোর গুয়াদালাজারায় চেক প্রজাতন্ত্রের (চেকিয়া) বিরুদ্ধে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে ঠিক এমনই এক নস্টালজিয়ায় ভাসছেন দক্ষিণ কোরিয়ার অধিনায়ক সন হিউং-মিন।

কেরিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপ, অথচ উত্তেজনা সেই প্রথম দিনের মতোই টাটকা! হাসিমুখে খোদ সন নিজেই স্বীকার করে নিলেন, 'বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরতে পেরে দারুণ লাগছে। এটা তো আমার ছোটবেলার স্বপ্ন। প্রথমবার হোক বা চতুর্থবার, যখনই এই মঞ্চে নামি, মনে হয় যেন আবার সেই ছোট্ট ছেলেটি হয়ে গিয়েছি!' গত তিনটে বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে জয় অধরাই থেকেছে 'তাইগুক ওয়ারিয়র্স'-দের। ২০২২-এর কাতার বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় পৌঁছলেও, শুরুটা মসৃণ ছিল না। তবে এবার আর পুরোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি চাইছেন না সন। অভিজ্ঞতায় যে দল এখ ন অনেক বেশি পরিণত, তা মনে করিয়ে দিয়ে এই তারকা স্ট্রাইকার বলেন, 'কাতারে আমরা আমাদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছি, পাশাপাশি ব্যর্থতা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। দল হিসেবে আমরা এখন অনেক বেশি পরিণত আর অভিজ্ঞ'। গ্রুপ এ-র এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নামার আগে সতীর্থদের আত্মবিশ্বাস দেখে রীতিমতো মুগ্ধ খোদ অধিনায়কও। তাঁর কথায়, দলের অন্দরের পরিবেশ এখন দারুণ, সবাই দেশের জন্য উজাড় করে দিতে এতটাই মুখিয়ে আছে যে, কখনও কখ নও তাঁকে রীতিমতো জোর করে সতীর্থদের শান্ত করতে হচ্ছে! বৃহস্পতিবার মেক্সিকোর মাটিতে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কেমন শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া, সেদিকেই এখন নজর গোটা ফুটবল বিশ্বের।

তবে একটা কথা অন্তত পরিষ্কার, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সনের অভিজ্ঞতার ঝুলি যতই ভরুক না কেন, বিশ্বকাপের স্বপ্নের সেই মঞ্চে জ্বলে ওঠার ক্ষিদেটো এখনও ষোলো আনা বর্তমান! মেক্সিকোর মাটিতে এই 'ছোট্ট ছেলে'-র ম্যাজিক কতটা দাগ কাটে, সেটাই এখন দেখার।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফুটবল জ্বরে কাঁপছে কেরল

ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই কি কেবল লাতিন আমেরিকা আর ইউরোপের উন্মাদনা? ভুল ভাঙতে একবার ঘুরে আসতে হবে ঈশ্বরের আপন দেশ 'কেরল' থেকে! মেক্সিকো, কানাডা আর আমেরিকার মাটিতে ফুটবল মহাযজ্ঞের বল গড়ানোর আগেই দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে ফুটবলের পারদ চড়েছে একেবারে সপ্তমে। রাস্তাঘাট ঢেকেছে প্রিয় দলের পতাকায়, আর মোড়ে মোড়ে শোভা পাচ্ছে প্রিয় তারকাদের আকাশছোঁয়া কাটআউট। কাতার বিশ্বকাপের সেই চেনা ছবিই যেন আরও বড় স্কেলে ফিরে এসেছে ২০২৬-এ। কেরলের ফুটবল পাগলামির সবচেয়ে বড় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে কোঝিকোড়, মালাপ্পুরম এবং কান্নুরের মতো জেলাগুলো। সেখানে আর্জেন্তিনা আর ব্রাজিলের সমর্থকদের মধ্যে দেওয়াল লিখন আর ফ্লেক্স টাঙানোর অলিখিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে কোঝিকোড়ের পুল্লাভুর নদীতে কাতারের মতোই এবারও লিয়োনেল মেসির এক বিশাল কাটআউট বসিয়েছেন আর্জেন্তাইন ভক্তরা, যা দেখ তে ভিড় জমাচ্ছেন দূরদূরান্তের মানুষ। পিছিয়ে নেই নেইমার বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্তরাও। বহু জায়গায় গ্রামের রাস্তাগুলোকে রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে নীল-সাদা কিংবা হলুদ-সবুজ রঙে। চায়ের দোকান থেকে সেলুন; সর্বত্রই এখন আলোচনার একটাই বিষয়, এবার ট্রফি যাবে কার ঘরে? সব মিলিয়ে, খোদ আয়োজক দেশগুলোর চেয়েও কেরলের ফুটবলপ্রেমীদের ঘরের অন্দরে এখন বিশ্বকাপের উন্মাদনা বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে।

কেরলে সাম্বা-জ্বর!

খেলা হবে সুদূর আমেরিকায়, কিন্তু উন্মাদনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে কেরলের প্রত্যন্ত গ্রামে! বিশ্বকাপ ফুটবল মানেই যে বাঙালির পাশাপাশি মালায়ালিদেরও রক্ত গরম করা আবেগ, তা আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন কেরলের মালাপ্পুরম জেলার ফুটবলপ্রেমীরা।

চিরবিদায় শান্ত জাদুকরের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন কেন উইলিয়ামসন

বাইশ গজের বুকে আর দেখা যাবে না সেই চেনা অভিজাত ব্যাক-ফুট পাঞ্চ কিংবা ড্রাইভ। উইকেটের পতন বা সেঞ্চুরি;সব পরিস্থিতিতেই যিনি মুখে ধরে রাখতেন এক চিলতে অমায়িক হাসি, সেই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের ধ্রুবতারা কেন উইলিয়ামসন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন। শুক্রবার ক্রিকেট মহলে এক গভীর শূন্যতা তৈরি করে সব ধরনের আন্তর্জাতিক ফরম্যাট থেকে নিজের অবসরের ঘোষণা দিলেন ৩৫ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি ব্যাটার। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন উইলিয়ামসন। বিশ্ব ক্রিকেটের 'ফ্যাব ফোর'-এর (বিরাট কোহলি, জো রুট ও স্টিভ স্মিথ) অন্যতম স্তম্ভ কেনের বিদায়ের মাধ্যমে আধুনিক ক্রিকেটের একটি মহাকাব্যিক অধ্যায়ের অবসান ঘটল। নিউজিল্যান্ডকে ক্রিকেটের কুলীনদের সারিতে বসানোর পেছনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে ব্ল্যাক ক্যাপসদের হয়ে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে অগ্নিকুণ্ডে শীতল জলের মতো শান্ত সব ইনিংস। দেশের হয়ে ১০০টিরও বেশি টেস্ট ও ওয়ানডে খে লা উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের একজন। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর সাফল্যগাথাও কম নয়। ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দলকে ফাইনালে তোলা এবং ফাইনালে লর্ডসের সেই অবিশ্বাস্য টাই ও বাউন্ডারি নিয়মের ট্র্যাজেডির পরও যেভাবে তিনি নিজেকে এবং দলকে সামলেছিলেন, তা ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় স্পোর্টসম্যানশিপের সেরা উদাহরণ হয়ে থাকবে। ২০২১ সালে ভারতকে হারিয়ে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি এনে দেওয়া ছিল তাঁর অধিনায়কত্ব জীবনের শ্রেষ্ঠ মুকুট। অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ব্ল্যাক ক্যাপসদের প্রাক্তন অধিনায়ক আবেগঘন এক বার্তায় বলেন, 'নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলা এবং দলের নেতৃত্ব দেওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয়। এই দীর্ঘ যাত্রায় সতীর্থ, ক্রিকেট বোর্ড এবং ভক্তদের যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি, তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। তবে জীবনের একটা সময়ে এসে মনে হয়, এটাই সঠিক সময় সরে দাঁড়ানোর এবং নতুন প্রজন্মকে জায়গা করে দেওয়ার'। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা হয়েছে, কেন শুধু একজন অসাধারণ ক্রিকেটারই নন, তিনি মাঠ ও মাঠের বাইরে একজন প্রকৃত ভদ্রলোক। তাঁর এই বিদায় কিউই ক্রিকেটে এমন এক শূন্যতা তৈরি করল, যা পূরণ করা সহজ হবে না। উইলিয়ামসনের অবসরের খবরে স্তব্ধ ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে বিশ্বের তাবড় তাবড় ক্রিকেটাররা তাঁকে আগামী জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মাঠের আগ্রাসন আর স্লেজিংয়ের যুগে কেন উইলিয়ামসন ছিলেন এক অনন্য ব্যতিক্রম;যিনি ক্রিকেটকে ভদ্রলোকের খেলা হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁর ব্যাট এবং ব্যক্তিত্ব দিয়ে। বিদায় হে শান্ত জাদুকর, ক্রিকেট বিশ্ব আপনাকে মিস করবে!

শরণার্থী শিবির থেকে বিশ্বকাপের মঞ্চে অস্ট্রেলিয়ার নতুন স্বপ্নসারথীরা

বিশ্বফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই মানেই একগুচ্ছ ব্যক্তিগত যুদ্ধের সমষ্টি। তবে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার 'সকারুজ' বাহিনী এবার ময়দানে নামছে এক অনন্য গল্প সঙ্গে নিয়ে;যে গল্পে মিশে আছে টিকে থাকার লড়াই, অসীম ধৈর্য আর ফুটবলীয় রূপকথা। শরণার্থী শিবির থেকে উঠে আসা একঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবলার এবার অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করতে প্রস্তুত। আগামী রবিবার তুরস্কের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে অস্ট্রেলিয়া। কোচ টনি পোপোভিচের স্কোয়াডে এবার এমন কয়েকজন খেলোয়াড় রয়েছেন,

উইক END
নয়া জামানা

মুরগুমা

অযোধ্যার পাদদেশে এক জলাধারকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনপ্রিয় পর্যটনস্থল

ধ্যানমগ্ন এক পাহাড় আর তার তলে শায়িত এক নদী। যত দূর চোখ যায় শুধু শাল, পলাশ, সেগুনের সবুজ বনানী, আর সেই নির্জনতার মধ্যে শান্ত জলরাশি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুরগুমা। অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে একটি জলাধারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই ছোট্ট পর্যটনস্থল। বর্ষায় তো বটেই, ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলাতে থাকে মুরগুমা। প্রতিটি ঋতুতেই অপরূপ পুরুলিয়ার ঝালদা দুই ব্লকের এই অফবিট গন্তব্য।

অযোধ্যা পাহাড়ের হিল টপ, আপার ড্যাম, লোয়ার ড্যাম, ময়ূর পাহাড়, থেকে অযোধ্যা পাহাড়ে কোলে মুরগুমায় সারাবছরই পিকনিকে মজেছেন জেলা-সহ বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা। মুরগুমা এখন পুরোপুরি পর্যটন কেন্দ্র।

আর অযোধ্যা পাহাড়ের সাইট সিয়িং শুধু নয়। জলাধার তো রয়েছে। তাছাড়া কোটশিলা থানার এই জনপদকে ঘিরে চারপাশ জুড়ে রয়েছে ঝরনা। জঙ্গলঘেরা পথে হাঁটলেই পাহাড় থেকে নেমে আসা জল ঝরনা হয়েছে। যা শুধু বর্ষায় দেখা যায়। কামসুতিয়া, মাছকান্দা, পিটিতিরি, গিরগিরি, পাড়াপানি , কত যে তাদের নাম। শহরের কোলাহল ও ব্যস্ততা থেকে কয়েক দিনের বিরতি নিতে এই জায়গা আদর্শ হতে পারে। জলাধারের পাশে বসেই কেটে যেতে পারে গোটা দিন। এখানকার আরও একটি জনপ্রিয় স্থানের নাম উকামবুরু ভিউ পয়েন্ট বা সুইসাইড পয়েন্ট। ভয় পাবেন না। নাম সুইসাইড পয়েন্ট হলেও আত্মহত্যার সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। আসলে, এটি পাহাড়ের একটি শীর্ষ বিন্দু। যার তিন দিকেই রয়েছে খাদ ও জলাধার। হাঁটা পথে এই স্থানটির দূরত্ব দেড় কিলোমিটারের বেশি নয়। তবে ভরা বর্ষায় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে এখানে গেলে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। মুরগুমা গ্রামটিও দেখে নিতে পারেন পায়ে হেঁটে। গ্রামবাসীরা উৎসবের দিনগুলিতে সুন্দর করে সাজান বাড়ির দেওয়াল। নিজস্ব গাড়ি নিয়ে গেলে সহজেই ঘুরে নিতে পারেন পার্শ্ববর্তী আরও কিছু জলাধার, পাহাড়ি ঝর্ণা ও পাখি পাহাড় ।কলকাতা থেকে যেতে হলে রূপসী বাংলা বা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ধরতে হবে। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে মুরগুমার দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। পুরুলিয়া স্টেশনের কিছু দূরেই রয়েছে বাস স্ট্যান্ড। বাসে করে বেগুন কোদর হয়ে আসতে হবে মুরগুমা। সড়ক পথে আসতে চাইলে রাঁচি রোড ধরে বেগুন কোদর হয়ে পৌঁছতে হবে গন্তব্যে।

এখানে থাকার জন্য অল্প কয়েকটি রিসর্ট রয়েছে।

তাই আগে থেকে যোগাযোগ করে যাওয়াই ভাল। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানেই। আমিষ ও নিরামিষ দু’ধরনের খাবারেরই বন্দোবস্ত রয়েছে। রয়েছে ইকো ট্যুরিজম বা প্রকৃতির কোলে থাকার ব্যবস্থাও। এ ছাড়া, সম্প্রতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু হোম স্টে।সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।